লেনিন
বিপ্লবী বুলি

ভ. ই. লেনিন · বিপ্লবী বুলি

লেনিন

В. Ульянов (Ленин)

দুনিয়ার মজদুর এক হও!

ভ. ই. লেনিন

বিপ্লবী বুলি

ব্রেস্ত শান্তি চুক্তির প্রশ্নে
'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' ভুল নিয়ে
প্রবন্ধ ও বক্তৃতা

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো
১৯৭০

В. И. ЛЕНИН

О РЕВОЛЮЦИОННОЙ ФРАЗЕ

На языке бенгали

সূচি

দুর্ভাগা শান্তি-সমস্যার ইতিহাস প্রসঙ্গে

অবশ্যই বলা যেতে পারে যে এখন ইতিহাস চর্চার সময় নয়। সত্যিই, একটা নির্দিষ্ট প্রশ্নের ক্ষেত্রে বর্তমানের সঙ্গে অতীতের একটা অবিচ্ছিন্ন, প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারিক সংযোগ যদি না থাকে, তবে ও কথাটা খাটে। কিন্তু দুর্ভাগা শান্তির প্রশ্নটা, অতি দুঃসহ শান্তির প্রশ্নটা এমন জরুরী প্রশ্ন যে তার বিশদ আলোচনা দরকার। সেই জন্যই ১৯১৮ সালের ৮ই জানুয়ারি আমাদের পার্টির প্রায় ৬০ জন বিশিষ্ট পেত্রগ্রাদ কর্মীর সভায় আমি এই প্রশ্নে যে থিসিসগুলি পড়েছিলাম তা ছাপতে দিচ্ছি।

থিসিসগুলি এই:

৭. ১. ১৯১৮

অবিলম্বে পৃথক ও রাজ্যগ্রাসী শান্তি চুক্তি সম্পাদনের প্রশ্নে থিসিস (১)

১। বর্তমান মুহূর্তে রুশ বিপ্লবের পরিস্থিতিটা এমন যে প্রায় সমস্ত শ্রমিক ও বিপুল অধিকাংশ কৃষক নিঃসন্দেহেই সোভিয়েত রাজ ও তৎকর্তৃক সূচিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে। সেই পরিমাণে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য সুনিশ্চিত।

২। সেই সঙ্গে সম্পত্তিবান যে শ্রেণীগুলি ভালোই জানে যে জমি ও উৎপাদন-উপায়ের ব্যক্তিমালিকানা রক্ষার শেষ ও চূড়ান্ত সংগ্রাম তাদের

সামনে, তাদের ক্ষিপ্ত প্রতিরোধে যে গৃহযুদ্ধ বেধেছে, সে যুদ্ধটা কিন্তু এখনো তার চরমে ওঠে নি। এ যুদ্ধে সোভিয়েত রাজের বিজয় নিশ্চিত, কিন্তু বুর্জোয়ার প্রতিরোধ দমনের আগে এখনো কিছুটা সময় অনিবার্যই কাটবে, অনিবার্যই শক্তি নিয়োগের প্রয়োজন হবে কম নয়, এবং যে কোনো যুদ্ধেই, বিশেষ করে গৃহযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটা ব্যাপারে দারুণ ছারখার ও বিশৃঙ্খলার একটা নির্দিষ্ট পর্ব অনিবার্য।

৩। তাছাড়া, এ প্রতিরোধ তার অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় ও অসামরিক রূপের ক্ষেত্রে — যথা, সাবোতাজ, ছন্নছাড়া ভবঘুরেদের হাত করা, সমাজতন্ত্রীদের কর্মনাশের জন্য তাদের মধ্যে সেঁধনো বুর্জোয়া দালালদের ঘুষ দেওয়া ইত্যাদি, ইত্যাদিতে — এতই একরোখা ও এত বিচিত্র রূপ-ধারণের সামর্থ্য দেখিয়েছে যে তাদের সঙ্গে লড়াইটা এখনো কিছু কাল চলবে, তার প্রধান প্রধান ধরনের ক্ষেত্রে কয়েক মাসের আগে তা শেষ হবে কিনা সন্দেহ। বুর্জোয়া ও তার পক্ষপাতীদের এই সব নিষ্ক্রিয় ও গুপ্ত প্রতিরোধের ওপর দৃঢ় বিজয় ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য অসম্ভব।

৪। শেষত, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সাংগঠনিক কর্তব্য এতই বৃহৎ ও কঠিন যে তা সাধন করতে হলে — সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতের পেটি বুর্জোয়া সহযাত্রীদের প্রাচুর্য ও প্রলেতারিয়েতের অনুচ্চ সাংস্কৃতিক মানের ক্ষেত্রে — যথেষ্ট সুদীর্ঘ কালই দরকার।

৫। একত্রে এই সমস্ত ঘটনাচক্র এমনই যে তা থেকে একান্ত সুনিশ্চিত রূপেই এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সাফল্যের জন্য একটা নির্দিষ্ট, অন্যূন কয়েক মাসের অন্তর্বর্তীকাল আবশ্যক, যার মধ্যে প্রথমে নিজ দেশের অভ্যন্তরে বুর্জোয়াদের ওপর বিজয় এবং ব্যাপক ও প্রগাঢ় গণসাংগঠনিক কাজ চালুর জন্য সমাজতান্ত্রিক সরকারের হাত পুরোপুরি খোলা থাকা চাই।

৬। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবস্থাটাকেই ধরতে হবে আমাদের সোভিয়েত রাজের যে কোনো আন্তর্জাতিক কর্তব্য নির্ণয়ের ভিত্তিতে, কেননা যুদ্ধের চতুর্থ বৎসরে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে গুণে বলা সম্ভব নয় ঠিক কোন মুহূর্তে বিপ্লব জ্বলে উঠবে এবং (জার্মানি সমেত) কোনো একটা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী সরকারের উচ্ছেদ হবে।

কোনো সন্দেহ নেই যে ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হতে বাধ্য এবং শুরু হবে। এই প্রত্যয় ও এই বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ভিত্তিতেই আমরা সমাজতন্ত্রের **চূড়ান্ত** বিজয়ে আশা করে আছি। সাধারণভাবে আমাদের প্রচারমূলক কাজ ও বিশেষ করে ভ্রাতৃত্ব-স্থাপন জোরালো করতে হবে ও বাড়াতে হবে। কিন্তু ইউরোপীয় এবং বিশেষ করে জার্মান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সামনের ছয় মাসের মধ্যে (অথবা অনুরূপ একটা স্বল্প সময়ে) শুরু হবে কি হবে না, সেইটে স্থির করতে যাওয়ার ভিত্তিতে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সরকারের রণকৌশল গড়ে তোলা ভুল হবে। সেটা যেহেতু স্থির করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, তাই অনুরূপ সমস্ত চেষ্টাই কার্যত হয়ে দাঁড়াবে অন্ধ জুয়া খেলা।

৭। ব্রেস্ত-লিতোভ্স্কে যে শান্তি আলোচনা চলেছে তাতে বর্তমান মুহূর্তে ৭. ১. ১৯১৮ নাগাদ পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে জার্মান সরকারে (যা চতুঃশক্তি জোটের (২) অন্য সরকারদের পুরোপুরি চালাচ্ছে) নিঃসন্দেহেই প্রাধান্য লাভ করেছে সমর পার্টি, যা আসলে বলতে গেলে রাশিয়াকে ইতিমধ্যেই চরমপত্র দিয়েছে (তার আনুষ্ঠানিক প্রেরণের আশা করা উচিত, আশা করা আবশ্যক যে কোনো দিন)। চরমপত্রটা এই রকম: হয় যুদ্ধের প্রলম্বন নয় রাজ্যগ্রাসী শান্তি অর্থাৎ এই সর্তে শান্তি যে আমরা আমাদের দখল করা সব জমি ছেড়ে দেব, জার্মানরা তাদের দখল করা **সমস্ত** জমিই রাখবে এবং আমাদের উপর ক্ষতিপূরণ চাপাবে (বন্দীদের ভরণপোষণ ব্যয়ের ছদ্মাবরণে) এবং সে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ মোটের ওপর ৩০০ কোটি রুবল, কয়েক বছরের কিস্তিতে তা পরিশোধনীয়।

৮। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সরকারের সামনে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এই প্রশ্ন এসেছে: এখনি এই রাজ্যগ্রাসী শান্তি গ্রহণ করা হবে নাকি অবিলম্বে বিপ্লবী যুদ্ধ চালানো হবে। এ ব্যাপারে কোনো মাঝামাঝি সিদ্ধান্ত বস্তুতপক্ষে অসম্ভব। ব্যাপারটা আরো কিছু পেছিয়ে দেওয়া আর চলে না, কেননা কৃত্রিমভাবে আলাপ আলোচনা টেনে লম্বা করার জন্য সম্ভব অসম্ভব সবকিছুই আমরা **ইতিমধ্যে** করে সেরেছি।

৯। অবিলম্বে বিপ্লবী যুদ্ধের যুক্তি বিচার করতে গিয়ে প্রথমেই এই যুক্তিটা দেখি যে বর্তমানে পৃথক শান্তিটা হবে বাস্তবক্ষেত্রে জার্মান

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস, 'সাম্রাজ্যবাদী যোগসাজশ' ইত্যাদি, এবং সেই হেতু এরূপ শান্তি হবে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার মূলনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী।

কিন্তু এ যুক্তি স্পষ্টতই ভুল। ধর্মঘটে পরাজিত হয়ে শ্রমিকেরা যদি তাদের পক্ষে প্রতিকূল ও পুঁজিপতির পক্ষে অনুকূল সর্তে কাজ শুরুর জন্য সই দেয় তবে তাতে সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় না। সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে শুধু তারাই যারা শ্রমিকদের একাংশের সুবিধা বিকিয়ে দেয় পুঁজিপতির অনুকূলে, শুধু এইরূপ মিটমাটই নীতিগতভাবে অমার্জনীয়।

জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধটাকে যারা আত্মরক্ষামূলক ও ন্যায় যুদ্ধ বলে আর আসলে সাহায্য পায় ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে, এবং তাদের সঙ্গে গুপ্ত চুক্তিগুলো জনগণের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে, তারা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। জনগণের কাছ থেকে কিছুই লুকিয়ে না রেখে, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে কোনোরকম গোপন চুক্তি না করে যারা নির্দিষ্ট মুহূর্তটিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার শক্তি না থাকায় দুর্বল জাতিটির পক্ষে প্রতিকূল এবং এক গোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে অনুকূল সন্ধি সর্ত স্বাক্ষরে রাজী হয়, তারা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিন্দুমাত্র বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

১০। অবিলম্বে যুদ্ধের দ্বিতীয় যুক্তি হল এই যে চুক্তি স্বাক্ষর করলে আমরা কার্যক্ষেত্রে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের দালাল হয়ে দাঁড়াব, কেননা তাতে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের এই লাভ হবে যে আমাদের ফ্রণ্ট থেকে সৈন্য অপসারিত হবে ও লক্ষ লক্ষ যুদ্ধবন্দী তারা ফেরত পাবে। কিন্তু এ যুক্তিও স্পষ্টতই ঠিক নয়, কেননা বর্তমান মুহূর্তে বিপ্লবী যুদ্ধ চালালেও কার্যক্ষেত্রে আমরা হয়ে পড়ব ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের দালাল, তাদের লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য সহায়ক বল জোগাব। ইংরেজরা আমাদের সর্বাধিনায়ক ক্রিলেঙ্কোকে খোলাখুলি প্রস্তাব দিয়েছিল যে যুদ্ধ চালালে আমাদের প্রতি সৈনিক পিছু তারা মাসে ১০০ রুবল করে দেবে। ইঙ্গ-ফরাসীদের কাছ থেকে যদি আমরা একটা কোপেকও না নিই, তাহলেও কার্যক্ষেত্রে জার্মান ফৌজের একাংশকে টেনে রাখায় তাদের সাহায্য করাই হবে।

এই দিক থেকে উভয় ক্ষেত্রেই আমরা কোনো না কোনো সাম্রাজ্যবাদী যোগাযোগ থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে পারছি না এবং স্পষ্টতই বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ না করে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসা অসম্ভব। এ থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে, কোনো একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক সরকারের বিজয়ের সময় থেকেই প্রশ্নটায় সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত কোন সাম্রাজ্যবাদ বেশি পছন্দসই সেই দিক থেকে নয়, যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে কেবলমাত্র তার বিকাশ ও সংহতির সর্বোত্তম সর্তের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই।

অন্য কথায়: বর্তমানে দুই সাম্রাজ্যবাদের কাকে সাহায্য করা বেশি লাভজনক এই নীতি নয়, একটি দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তিবৃদ্ধি, অন্ততপক্ষে অন্যান্য দেশ সঙ্গে এসে যোগ না দেওয়া পর্যন্ত তার টিকে থাকার ব্যবস্থা সবচেয়ে নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য রূপে কীভাবে করা যায়, — এই নীতিকেই বর্তমানে রাখতে হবে আমাদের রণকৌশলের মূলে।

১১। বলা হয় যে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যস্থিত যুদ্ধবিরোধীরা বর্তমানে 'পরাজয়কামী' হয়ে উঠেছে এবং জার্মান সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতিস্বীকার না করার জন্য আমাদের অনুরোধ করছে। কিন্তু পরাজয়-কামনাটা আমরা স্বীকার করেছিলাম কেবল **নিজস্ব** সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার ক্ষেত্রে, আর অন্য দেশের সাম্রাজ্যবাদের উপর বিজয়, যে বিজয় অর্জিত হবে 'বন্ধুভাবাপন্ন' সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বা বাস্তবিক সহযোগে, সে বিজয়কে আমরা নীতিগতভাবে অমার্জনীয় ও সাধারণভাবে অকেজো পদ্ধতি হিসাবে সর্বদাই অস্বীকার করেছি।

সুতরাং এই যুক্তিটা হল আগেকার যুক্তিরই রকমফের মাত্র। জার্মান বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা যদি একটা **নির্দিষ্ট** সময় পর্যন্ত পৃথক চুক্তি মুলতুবী রাখার প্রস্তাব দিত এবং সেই সময়ের মধ্যে জার্মানিতে বিপ্লবী অভিযানের গ্যারান্টি দিত, তাহলে প্রশ্নটা আমাদের পক্ষে অন্যরকম হতে **পারত**। কিন্তু জার্মান বামপন্থীরা সে কথা তো বলছেই না, বরং আনুষ্ঠানিকভাবেই ঘোষণা করছে: 'যতদিন পারো টিকে থাকো, তবে সিদ্ধান্ত নাও **রুশ** সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই অবস্থা বিচার করে, কেননা জার্মান বিপ্লব সম্পর্কে নিশ্চিত করে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া অসম্ভব।'

১২। বলা হয় যে আমরা কিছু কিছু পার্টি বিবৃতিতে বিপ্লবী যুদ্ধের 'প্রতিশ্রুতি দিয়েছি,' পৃথক শান্তি চুক্তি করলে আমাদের কথার খেলাপ হবে।

এটা ঠিক নয়। আমরা সাম্রাজ্যবাদের যুগে সমাজতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে বিপ্লবী যুদ্ধের **'প্রস্তুতি ও চালনার' আবশ্যিকতার** কথা বলেছিলাম, একথা আমরা বলেছিলাম বিমূর্ত শান্তিসর্বস্বতার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের যুগে 'পিতৃভূমি রক্ষা' পুরোপুরি অস্বীকার করবার মতো তত্ত্বের বিরুদ্ধে এবং শেষত, সৈন্যদের একাংশের নির্ভেজাল স্বার্থপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য; কিন্তু কোনো মুহূর্তে বিপ্লবী যুদ্ধ চালানো কতটা সম্ভবপর, সেটা হিসেব না করেই আমরা বিপ্লবী যুদ্ধ শুরুর প্রতিশ্রুতি দিতে যাই নি।

বর্তমানেও নিঃসন্দেহেই আমাদের বিপ্লবী যুদ্ধের জন্য **প্রস্তুতি চালাতে** হবে। আমাদের এ প্রতিশ্রুতি আমরা পূরণ করছি, যেমন পূরণ করেছি তৎক্ষণাৎ পূরণযোগ্য সবকিছু প্রতিশ্রুতি: গুপ্তচুক্তি নাকচ করেছি, সমস্ত জাতির কাছে ন্যায়সঙ্গত শান্তির প্রস্তাব দিয়েছি, সবরকমে বেশ কয়েকবার শান্তি আলাপ আলোচনা বিলম্বিত করেছি যাতে অন্য জাতিরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার সময় পায়।

কিন্তু **এক্ষুণি, অবিলম্বে** বিপ্লবী যুদ্ধ চালানো যায় কি না, এই প্রশ্নেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে যুদ্ধ কার্যকরী করার একান্ত বৈষয়িক সর্ত কী এবং ইতিমধ্যেই সূচিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থ কী তা ভেবেই।

১৩। অবিলম্বে বিপ্লবী যুদ্ধের যুক্তিগুলির খতিয়ান করলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে এরূপ পলিসিতে হয়ত লোকের সুন্দর, চাঞ্চল্যকর ও জমকালোর পিপাসা মিটবে, কিন্তু সূচিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বর্তমান মুহূর্তে শ্রেণী-শক্তির বাস্তব অনুপাত এবং বৈষয়িক ব্যাপারগুলোর বিবেচনা তাতে একেবারেই করা হবে না।

১৪। কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের ফৌজ বর্তমান মুহূর্তে এবং আগামী কয়েক সপ্তাহের (এবং খুবই সম্ভব আগামী কয়েক মাসের) মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করতে অক্ষম, কারণ প্রথমত, খাদ্যের ব্যাপারে, অবসন্নদের বদলি ইত্যাদিতে অভূতপূর্ব বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে

অধিকাংশ সৈন্য চূড়ান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন; দ্বিতীয়ত, ঘোড়াগুলো একেবারে অনুপযুক্ত, যাতে জার্মানদের হাতে আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর ধ্বংস অনিবার্য; তৃতীয়ত, রিগা থেকে রেভেল পর্যন্ত উপকূল রক্ষা একান্ত অসম্ভব, যাতে লিফল্যান্ডের বাকি অংশ, তারপর এস্টল্যান্ড জয় করার, এবং আমাদের সৈন্যবাহিনীর বৃহৎ অংশের পেছনে গিয়ে আক্রমণ করার ও শেষত পেত্রগ্রাদ দখলের নিশ্চিত সুযোগ পাবে শত্রু।

১৫। এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে বর্তমান মুহূর্তে আমাদের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক অংশটা রাজ্যগ্রাসী শান্তির পক্ষেই নিঃসন্দেহে মত দেবে, অবিলম্বে বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষ নেবে না, কেননা সৈন্যবাহিনীর সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন, তার মধ্যে লাল রক্ষী বাহিনী মিলিয়ে দেবার কাজ ইত্যাদি সবেমাত্র শুরু হয়েছে।

সৈন্যদলের মধ্যে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র বজায় থাকার অবস্থায় অধিকাংশ সৈন্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালালে হবে হঠকারিতা অথচ সত্যিকারের মজবুত ও ভাবাদর্শের দিক থেকে দৃঢ়, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক-কৃষক ফৌজ গড়তে হলে দরকার অন্তত মাসের পর মাস সময়।

১৬। শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমর্থন করতে রাশিয়ার গরিব চাষীরা সক্ষম, কিন্তু অবিলম্বে বর্তমান মুহূর্তেই গুরুতর বিপ্লবী যুদ্ধে নামতে তারা অক্ষম। উল্লিখিত প্রশ্নে এই বাস্তব শ্রেণী-শক্তির অনুপাত উপেক্ষা করা মারাত্মক ভুল।

১৭। সুতরাং বর্তমান সময়ে বিপ্লবী যুদ্ধের ব্যাপারটা এই রকম:

আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে যদি জার্মান বিপ্লব জ্বলে ওঠে ও জয়লাভ করে, তাহলে অবিলম্বে বিপ্লবী যুদ্ধের রণকৌশলে হয়ত বা আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ধ্বংস পাবে না।

আর যদি সামনের কয়েক মাসের মধ্যে জার্মান বিপ্লব না শুরু হয়, তাহলে যুদ্ধ চলতে থাকলে ঘটনাচক্র অনিবার্যই এমন দাঁড়াবে যে প্রচণ্ডতম পরাজয়ে রাশিয়া অনেক বেশি প্রতিকূল পৃথক শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হবে এবং তদুপরি সে চুক্তিটা সম্পাদন করবে সমাজতান্ত্রিক সরকার নয়, অন্য কোনো সরকার (যেমন, বুর্জোয়া রাদা (৩) ও চের্নোভপন্থীদের (৪) একটা জোট, বা অনুরূপ কিছু)। কেননা যুদ্ধে অসহ্য রকমের অবসন্ন কৃষক ফৌজ প্রথম

কয়েকটা পরাজয়ের পর — খুবই সম্ভব কয়েক মাস নয় কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই — সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক সরকারের উচ্ছেদ ঘটাবে।

১৮। এইরূপ অবস্থায় জার্মান বিপ্লব সপ্তাহের মাপকাঠিতে মাপার মতো স্বল্পতম একটা সময়ের মধ্যেই শুরু হতে পারে শুধু এই কথা ভেবে রাশিয়ায় ইতিমধ্যেই সূচিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাগ্য বাজী রাখার রণকৌশল একেবারেই অমার্জনীয়। সে কৌশল হবে হঠকারিতা। এরকম ঝুঁকি নেবার অধিকার আমাদের নেই।

১৯। আর আমরা যদি পৃথক শান্তি চুক্তি করি, তাতে জার্মান বিপ্লব তার অবজেকটিভ ভিত্তির দিক থেকেই মোটেই বাধাগ্রস্ত হবে না। সম্ভবত শভিনিজমের মত্ততায় সাময়িকভাবে তা দুর্বল হয়ে পড়বে, কিন্তু জার্মানির হাল চূড়ান্ত রকমের কঠিন হয়েই থাকবে, ইংলন্ড ও আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ চলতেই থাকবে, উভয় পক্ষেরই আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদের মুখোস পুরোপুরি ফাঁস হবে। সমস্ত দেশের জনগণের সামনে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে জীবন্ত আদর্শ, আর সে আদর্শের প্রচারমূলক বিপ্লব-ঘটানো প্রভাব হয়ে উঠবে বিপুল। একদিকে বুর্জোয়া ব্যবস্থা এবং দুই দল হিংস্রকের মধ্যে নিঃশেষে উদ্ঘাটিত রাজ্যগ্রাসী যুদ্ধ, অন্যদিকে শান্তি এবং সোভিয়েতগুলির সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

২০। পৃথক শান্তি চুক্তি করে সাম্রাজ্যবাদী দুই শত্রুগোষ্ঠীর শত্রুতা ও যুদ্ধ — আমাদের বিরুদ্ধে তাদের যোগসাজশ যাতে দুরূহ হয়ে উঠছে, তা কাজে লাগিয়ে আমরা **বর্তমান মুহূর্তে সম্ভবপর** সর্বাধিক মাত্রায় উভয় গোষ্ঠীর কাছ থেকেই মুক্তি লাভ করব এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হাত খোলা পেয়ে তা কাজে লাগাব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চালিয়ে যাওয়া ও সংহত করে তোলার জন্য। যদি কয়েকমাসের শান্তিপূর্ণ কাজের গ্যারাণ্টি থাকে তাহলে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ভিত্তিতে, ব্যাঙ্ক ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণের ভিত্তিতে, এবং খুদে কৃষকদের গ্রাম্য খরিদ্দার সমিতির সঙ্গে শহরের স্বাভাবিক **উৎপন্ন বিনিময়ের** ব্যবস্থা করে রাশিয়ার পুনর্গঠন অর্থনৈতিকভাবে পুরোপুরি সম্ভব। আর সেরূপ পুনর্গঠনে সমাজতন্ত্র রাশিয়ায় এবং সারা বিশ্বে অপরাজেয় হয়ে উঠবে, এবং সেই সঙ্গে পরাক্রান্ত শ্রমিক-কৃষক লাল ফৌজের একটা পাকা অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলবে।

২১। বর্তমান মুহূর্তে সত্যিকারের বিপ্লবী যুদ্ধ হবে সেই যুদ্ধ যাতে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র লড়বে বুর্জোয়া দেশসমূহের বিরুদ্ধে, অন্যান্য দেশের বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করার সুস্পষ্ট-উত্থাপিত এবং সমাজতান্ত্রিক ফৌজ কর্তৃক সম্পূর্ণ অনুমোদিত লক্ষ্য নিয়ে। অথচ এই লক্ষ্য **বর্তমান** মুহূর্তে আমরা যে এখনো গ্রহণ করতে অক্ষম **তা জানা কথা।** বর্তমান মুহূর্তে আমরা বাস্তবত পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া ও কুর্ল্যাণ্ডের মুক্তির জন্য লড়তে পারি। কিন্তু মার্কসবাদ ও সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের মূল কথাগুলো বিসর্জন না দিয়ে কোনো মার্কসবাদীই এ কথা অস্বীকার করতে পারেন না যে সমাজতন্ত্রের স্বার্থ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের চেয়ে উর্ধ্বে। ফিনল্যাণ্ড, ইউক্রেন ও অন্যান্য অঞ্চলের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার কার্যকরী করার জন্য আমাদের সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র তার যথাসাধ্য করেছে এবং করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিস্থিতি যদি এমন রূপ নেয় যাতে কতিপয় জাতির (পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, কুর্ল্যাণ্ড ইত্যাদি) আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার হয় লঙ্ঘিত নয় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বই বর্তমান মুহূর্তে বিপন্ন হয়ে উঠছে, তাহলে সেক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রক্ষার স্বার্থই যে উর্ধ্বে, তা বলাই বাহুল্য।

সেইজন্য যে বলে 'আমরা লজ্জাকর জঘন্য ইত্যাদি শান্তি চুক্তি সই করতে পারি না, পোল্যাণ্ডের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না, ইত্যাদি', সে এইটে লক্ষ্য করে না যে পোল্যাণ্ড মুক্তির সর্তে শান্তি চুক্তি করলে সে কেবল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে, বেলজিয়ম, সার্বিয়া ও অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে জার্মান সাম্রাজ্যবাদকেই **আরো বেশি** শক্তিশালী করবে। পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, কুর্ল্যাণ্ড মুক্তির সর্তে শান্তি হলে সেটা হত **রাশিয়ার দিক থেকে** 'দেশপ্রেমাত্মক' শান্তি, কিন্তু সেটা যে **রাজ্যগ্রাসীদের** সঙ্গেই, জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গেই চুক্তি তার এতটুকু বদল হত না।

২১শে জানুয়ারি, ১৯১৮ সালে বর্তমান থিসিসের সঙ্গে যোগ করা উচিত:

২২। অস্ট্রিয়া ও জার্মানিতে গণ ধর্মঘট, তারপর বার্লিন ও ভিয়েনায় শ্রমিক প্রতিনিধি সোভিয়েত গঠন, পরিশেষে ১৮ই—২০শে জানুয়ারি থেকে

বার্লিনে সশস্ত্র সংঘাত ও রাজপথের সংঘর্ষ, এসব থেকে বাস্তব তথ্য হিসাবে স্বীকার করতে হচ্ছে যে জার্মানিতে বিপ্লব শুরু হয়েছে।

এই তথ্য থেকে আরো কিছুটা সময় পর্যন্ত শান্তির আলাপ আলোচনা দীর্ঘায়ত করার সুযোগ আমরা পাচ্ছি।

লিখিত: ৭ই (২০শে) জানুয়ারি,
২২শ থিসিস — ২১শে জানুয়ারি
(৩রা ফেব্রুয়ারি); মুখবন্ধ —
১১ই (২৪শে) ফেব্রুয়ারির আগে, ১৯১৮

প্রকাশিত (২২শ থিসিস বাদে):
২৪শে (১১ই) ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮
'প্রাভদা', ৩৪ নং
স্বাক্ষর: ন. লেনিন

২২শ থিসিস প্রথম প্রকাশিত
১৯৪৯ সালে
লেনিনের রচনাবলীর
৪র্থ রুশ সংস্করণের ২৬শ খণ্ডে

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৫শ খণ্ড, পৃঃ ২৪৩—২৫২

অবিলম্বে পৃথক ও রাজ্যগ্রাসী শান্তি চুক্তি সম্পাদনের প্রশ্নে থিসিসের পরিশেষ

উপরোক্ত থিসিসগুলি আমি পড়ে শোনাই ১৯১৮ সালের ৮ই জানুয়ারি পার্টি কর্মীদের একটি ছোট ঘরোয়া সভায়। আলোচনায় উক্ত প্রশ্নে পার্টির তিনটি মত দেখা গেছে: সভার প্রায় অর্ধেক বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষে মত দেয় (এই দৃষ্টিভঙ্গিটাকে কখনো কখনো 'মস্কোর' নামে অভিহিত করা হয়েছে, কেননা অন্য সংগঠনের আগে এটি প্রথমে আমাদের পার্টির মস্কো আঞ্চলিক ব্যুরোয় গৃহীত হয়); তারপর প্রায় এক চতুর্থাংশ নেয় ত্রৎস্কির পক্ষ, ইনি প্রস্তাব করেন 'যুদ্ধ বন্ধ ঘোষণা করা হোক, সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিয়ে তাদের বাড়ি পাঠানো হোক, কিন্তু সন্ধি চুক্তি সই করা হবে না,' এবং পরিশেষে প্রায় এক চতুর্থাংশ মত দেয় আমার পক্ষে।

পার্টির ভেতরে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে আমার ১৯০৭ সালের গ্রীষ্মের কথা খুব মনে পড়ছে, যখন বলশেভিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল তৃতীয় দুমা (৫) বয়কটের পক্ষে, যখন আমি দানের সঙ্গেই দুমায় যোগদান সমর্থন করি এবং তার জন্য সুবিধাবাদের অভিযোগে কঠোরতম আক্রমণ সইতে হয়। অবজেকটিভভাবে বর্তমানের প্রশ্নটাও দাঁড়িয়েছে একেবারে অনুরূপ: তখনকার মতোই পার্টি কর্মীদের অধিকাংশ সর্বোত্তম বিপ্লবী উদ্দীপনা ও শ্রেষ্ঠ পার্টি ঐতিহ্য থেকে এগিয়ে 'দীপ্ত' ধ্বনির আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করছে। **নতুন** সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিটাকে **বুঝছে না, পরিস্থিতির বদলটা** হিসাবে নিচ্ছে না, যার জন্য দরকার রণকৌশলের দ্রুত ও তীব্র একটা বদল। এবং তখনকার মতোই আমার সমস্ত বিতর্ক কেন্দ্রীভূত করতে হচ্ছে এইটে বোঝানোয় যে মার্কসবাদ দাবি করে অবজেকটিভ পরিস্থিতি

ও তার পরিবর্তনের খতিয়ান, সমস্যাটাকে দেখতে হবে প্রত্যক্ষ নির্দিষ্টভাবে, এই সব পরিস্থিতিতে **প্রযোজ্যরূপে**; রাশিয়ায় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের উদ্ভবটাই হল বর্তমানের মৌলিক বদল, এবং ইতিমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যা শুরু করে দিয়েছে সেই প্রজাতন্ত্রটাকে রক্ষা করাই আমাদের পক্ষে **এবং আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে** সর্বোচ্চ কর্তব্য; বর্তমান **মুহূর্তে** রাশিয়ার পক্ষ থেকে বিপ্লবী যুদ্ধের ধ্বনিটার অর্থ হয় বাজে বুলি ও ফাঁকা আড়ম্বর, নয় অবজেকটিভভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের ফাঁদে পা দেওয়া, — এ সাম্রাজ্যবাদীরা এখনো দুর্বল একটা ইউনিট হিসাবে আমাদের **টেনে আনতে** চায় **সাম্রাজ্যবাদী** যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে এবং যথাসম্ভব শস্তায় **ধ্বংস করতে** চায় নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে।

'আমি লেনিনের পুরনো মতের পক্ষে,' চিৎকার করে বলেন একজন তরুণ মস্কোওয়ালা (এই বক্তাগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যসূচক সবচেয়ে বড়ো গুণই হল তারুণ্য)। এবং এই বক্তা আমায় ভর্ৎসনা করেন এই বলে যে আমি নাকি জার্মানিতে বিপ্লবের অসম্ভাব্যতা বিষয়ে প্রতিরক্ষাবাদীদেরই পুরনো যুক্তি পুনরুক্তি করছি।

বিপদটা ঠিক এইটেই যে মস্কোওয়ালারা পুরনো **রণকৌশলেই** দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছে, **নতুন অবজেকটিভ** অবস্থা কীভাবে **বদলেছে,** কীভাবে গড়ে উঠেছে সেটা কিছুতেই দেখতে চাইছে না।

মস্কোওয়ালারা পুরনো ধ্বনি পুনরুক্তির উদগ্রতায় এটাও বিবেচনা করে দেখে নি যে আমরা বলশেভিকরা বর্তমানে সবাই প্রতিরক্ষাবাদী হয়ে দাঁড়িয়েছি। কেননা বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করে, গুপ্ত চুক্তিগুলো ছিঁড়ে ফেলে ও ফাঁস করে, সমস্ত জাতির কাছে সত্য সত্যই শান্তির প্রস্তাব দিয়ে...*

লিখিত ১৯১৮ সালের ৮ই ও ১১ই
(২১শে ও ২৪শে) জানুয়ারির মধ্যে
প্রথম প্রকাশিত ১৯২৯ সালে
লেনিনের বিবিধ সংগ্রহে, ১১শ খণ্ডে

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৫শ খণ্ড, পৃঃ ২৫৩—২৫৪

---

* পাণ্ডুলিপি এরপর থেকে ছিন্ন। — সম্পাঃ

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে বক্তৃতা (৬) ১১ই (২৪শে) জানুয়ারি, ১৯১৮

মিনিট্সের বিবরণী

১

প্রথমে বক্তৃতা দেন কমরেড লেনিন। তিনি বলেন যে এই প্রশ্নে ৮ই (২১শে) জানুয়ারির সভায় তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেছে এবং প্রশ্ন তোলেন, তাঁর প্রদত্ত থিসিসের ধারা নিয়ে আলোচনা হবে নাকি সাধারণভাবে আলোচনা চলবে। শেষোক্ত ব্যবস্থাটি গৃহীত হয় ও বক্তৃতা দিতে বলা হয় কমরেড লেনিনকে।

উনি শুরু করেন বিগত সভায় উপস্থাপিত তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে: ১) পৃথক রাজ্যগ্রাসমূলক শান্তি চুক্তি, ২) বিপ্লবী যুদ্ধ, ৩) যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা, সৈন্য ভেঙে দেওয়া, কিন্তু শান্তি চুক্তি সই না করা। বিগত সভায় প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে পড়ে ১৫ ভোট, দ্বিতীয়ের পক্ষে ৩২ এবং তৃতীয়ের পক্ষে ১৬।

কমরেড লেনিন বলেন যে বলশেভিকরা কখনো প্রতিরক্ষা অস্বীকার করে নি, তবে পিতৃভূমির রক্ষা ও প্রতিরক্ষার পেছনে থাকা চাই সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষমূর্ত পরিস্থিতি, যেটা বর্তমানে বিদ্যমান, যথা: অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ থেকে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করা। পিতৃভূমি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে কীভাবে রক্ষা করতে হবে, শুধু এইটেই হল প্রশ্ন। যুদ্ধের ফলে ফৌজ অসম্ভব অবসন্ন; ঘোড়ার অবস্থা এমনই যে আক্রমণের ক্ষেত্রে কামান টেনে নিয়ে যেতে আমরা পারব না। বল্টিক সাগরের দ্বীপগুলিতে জার্মানদের অবস্থা এতই ভালো যে আক্রমণ ঘটলে তারা খালি হাতেই রেভেল ও পেত্রগ্রাদ দখল করতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে যুদ্ধ চালালে আমরা জার্মান সাম্রাজ্যবাদকেই অসাধারণ শক্তিশালী করে দেব, এবং

সে ক্ষেত্রেও শান্তি চুক্তিই করতে হবে, কিন্তু সে শান্তি হবে অনেক খারাপ, কেননা সেটা করা হবে আমাদের পক্ষ থেকে নয়। আমরা এখন যে শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হচ্ছি সেটা নিঃসন্দেহেই জঘন্য চুক্তি, কিন্তু যুদ্ধ যদি শুরু হয় তবে আমাদের সরকার ভেসে যাবে এবং শান্তি চুক্তি করবে অন্য সরকার। এখন আমরা নির্ভর করছি শুধু প্রলেতারিয়েতের ওপর নয়, দরিদ্র কৃষকদের ওপরেও, যুদ্ধ চলতে থাকলে তারা আমাদের কাছ থেকে সরে যাবে। যুদ্ধের প্রলম্বনে ফরাসী, ইংরেজ ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ আছে, ক্রিলেঙ্কোর হেডকোয়ার্টারে প্রতি রুশ সৈন্য পিছু ১০০ রুবল দেবার যে প্রস্তাব করেছে আমেরিকানরা, সেটা তারই প্রমাণ। বিপ্লবী যুদ্ধের মতাবলম্বীরা বলছেন যে তাতে করে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গৃহযুদ্ধের অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াব আমরা এবং জার্মানিতে বিপ্লব জাগিয়ে তুলব। কিন্তু জার্মানি এখনো পর্যন্ত মাত্র বিপ্লবগর্ভা, আর আমাদের এখানে ইতিমধ্যেই পুরোপুরি সুস্থ এক শিশু — সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়ে গেছে, যুদ্ধ শুরু করলে আমরা এ শিশুটিকে হত্যা করে বসতে পারি। আমাদের হাতে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সার্কুলার পত্র আছে, কেন্দ্রপন্থী দুটি ধারা আমাদের প্রতি কী মনোভাব নিচ্ছে তা দেখা যাবে তাতে, তাদের একটি মনে করে যে আমরা উৎকোচে বশীভূত, এবং ব্রেস্তে বর্তমানে একটি প্রহসন চলছে পূর্বনির্ধারিত ভূমিকা অনুসারে। এই অংশটা যুদ্ধ বিরতির জন্য আমাদের আক্রমণ করছে। কাউৎস্কিপন্থীদের অন্য অংশটা ঘোষণা করছে যে বলশেভিক নেতাদের ব্যক্তিগত সততা সন্দেহাতীত, কিন্তু বলশেভিকদের আচরণ একটা মানসিক প্রহেলিকা। বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মতামত আমরা জানি না। আমাদের শান্তি আকাঙ্ক্ষাকে ইংরেজ মজুরেরা সমর্থন করছে। যে শান্তি চুক্তি আমরা করব সেটা অবশ্যই জঘন্য, কিন্তু সামাজিক সংস্কার (শুধু পরিবহণের কথাটা ধরলেও) কার্যকরী করার জন্য আমাদের একটা অবকাশ দরকার; আমাদের দরকার সংহত হয়ে ওঠা আর তার জন্য সময় চাই। আমাদের দরকার বুর্জোয়াদের সম্পূর্ণ চূর্ণ করা আর তার জন্য আমাদের দুই হাতই খোলা থাকা চাই। এটা করে আমাদের দুই হাতই খোলা পাব এবং তখন আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিপ্লবী যুদ্ধ চালাতে পারব। বর্তমানে বিপ্লবী স্বেচ্ছা-ফৌজের যে বাহিনী গড়ে উঠেছে এটা হল আমাদের ভবিষ্যৎ ফৌজের অফিসার।

কমরেড ট্রৎস্কি যা প্রস্তাব করছেন — যুদ্ধ বন্ধ, শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর না করা এবং সৈন্য ভেঙে দেওয়া — এটা হল একটা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বাহ্যাড়ম্বর। সৈন্য সরিয়ে নিয়ে গেলে শুধু এই হবে যে এস্টল্যান্ড সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র জার্মানদের হাতে তুলে দেব। বলা হচ্ছে যে শান্তি চুক্তি করলে তাতে করে জাপানীদের ও আমেরিকানদের হাত খুলে দেওয়া হবে, সঙ্গে সঙ্গেই তারা ভ্লাদিভস্তক দখল করবে। কিন্তু ইর্কুৎস্ক পর্যন্ত তারা যতদিনে এসে পৌঁছবে ততদিনে আমাদের সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে আমরা সংহত করে তুলতে পারব। শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে আমরা অবশ্যই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার-প্রাপ্ত পোল্যান্ডের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি, কিন্তু এস্টল্যান্ড সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে আমরা বাঁচাব এবং আমাদের অর্জিত সুফলগুলিকে শক্তিশালী করার সুযোগ পাব। অবশ্যই আমরা ডান দিকে মোড় নিচ্ছি, সে পথটা গেছে একেবারেই জঘন্য নোংরা একটা শুয়োরখাটালের মধ্য দিয়ে, কিন্তু সে মোড় আমাদের নিতেই হবে। জার্মানরা যদি আক্রমণ শুরু করে, তাহলে আমরা যে কোনা শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হব, তখন অবশ্য সেটা আরো খারাপ হবে। সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে বাঁচানোর জন্য তিনশ কোটির ক্ষতিপূরণ ভয়ানক বেশি একটা দাম নয়। এখন শান্তি চুক্তি করে ব্যাপক জনগণকে আমরা চাক্ষুষভাবে দেখিয়ে দেব যে সাম্রাজ্যবাদীরা (জার্মানি, বৃটেন ও ফ্রান্স) রিগা ও বাগদাদ দখল করার পরও সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছে আর আমরা বেড়ে উঠছি, বেড়ে উঠছে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

২

কমরেড লেনিন দেখান যে উনি তাঁর সহমতাবলম্বী স্তালিন ও জিনোভিয়েভের কিছু কিছু বক্তব্যে একমত নন(৭)। একদিকে অবশ্যই পশ্চিমে গণ আন্দোলন বর্তমান, কিন্তু সেখানে এখনো বিপ্লব শুরু হয় নি। কিন্তু এই কারণে যদি আমরা আমাদের রণকৌশল বদল করি তাহলে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের প্রতি আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব। জিনোভিয়েভের সঙ্গে উনি এই কথায় একমত নন যে শান্তি চুক্তি করলে সাময়িকভাবে পশ্চিমের আন্দোলন দুর্বল হবে। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে শান্তি আলোচনা ভেঙে

দিলে জার্মান আন্দোলন অবিলম্বে বেড়ে উঠতে পারে, তাহলে আমাদের আত্মোৎসর্গ করতে হবে, কেননা জার্মান বিপ্লব হবে আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত। কিন্তু আসল কথা হল এই যে আন্দোলন সেখানে এখনো শুরু হয় নি, আর আমাদের এখানে তার ইতিমধ্যেই সজোরে চেঁচিয়ে ওঠা এক নবজাত শিশু বর্তমান, এবং আমরা যদি বর্তমান মুহূর্তে পরিষ্কার করে এ কথা না বলি যে আমরা শান্তিতে রাজি, তাহলে আমরা ধ্বংস পাব। সাধারণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভ্যুদয় পর্যন্ত আমাদের টিকে থাকা জরুরী, আর সেটা আমরা করতে পারব কেবল শান্তি নিষ্পন্ন করে।

৩

কমরেড লেনিন প্রস্তাব করেন যে আমরা শান্তি চুক্তির স্বাক্ষরে যথাসম্ভব টালবাহনা করব এই প্রস্তাবে ভোট নেওয়া হোক।

প্রথম প্রকাশিত ১৯২২ সালে
ন. লেনিনের (ভ. উলিয়ানভ)
রচনা-সংগ্রহে, ১৫শ খণ্ডে;
তৃতীয় বক্তৃতাটি ১৯২৯ সালে
'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক
শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মিনিট্স,
আগস্ট, ১৯১৭—ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮'
পুস্তকে

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৫শ খণ্ড, পৃঃ ২৫৫—২৫৮

বিপ্লবী বুলি (৮)

একটি পার্টি সভায় আমি যখন বলি যে বিপ্লবী যুদ্ধের বিপ্লবী বুলিতে আমাদের বিপ্লব ধ্বংস হতে পারে, তখন বিতর্কের রূঢ়তার জন্য আমায় ভর্ৎসনা করা হয়। কিন্তু এমন মুহূর্ত আসে যখন পার্টি ও বিপ্লব উভয়েরই অপূরণীয় ক্ষতির বিপদ থাকলে প্রশ্নটাকে সোজাসাপটা হাজির করতে হয়, আসল নামেই ডাকতে হয়।

বিপ্লবী বুলি অতি প্রায়শই বিপ্লবী পার্টির ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায় সেই পরিস্থিতিতে যখন সে পার্টির মধ্যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে প্রলেতারীয় ও পেটি বুর্জোয়া ব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগ, মিলন ও বিজড়ন দানা-বাঁধা হয়ে ওঠে এবং বিপ্লবী ঘটনার গতিতে যখন বড়ো বড়ো ও দ্রুত মোড়-ফেরা দেখা দেয়। বিপ্লবী বুলি হল ঘটনার নির্দিষ্ট মোড়টিতে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ঘটনাচক্রের অবজেকটিভ পরিস্থিতির হিসাব না করে বিপ্লবী ধ্বনির পুনরাবৃত্তি। অপরূপ, মনোহারী, মাতাল করা ধ্বনি—কিন্তু তলে তার জমি নেই, এই হল বিপ্লবী বুলির মূলকথা।

বর্তমানে, ১৯১৮ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষে শুধু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগুচ্ছ বিচার করা যাক, অবজেকটিভ বাস্তবতার সঙ্গে এই ধ্বনিটির তুলনা করলেই আমার প্রদত্ত বিশেষণ সঠিক কিনা তার উত্তর পাওয়া যাবে।

একটি দেশে **সমাজতন্ত্রের** বিজয় এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে পুঁজিবাদ বজায়ের ক্ষেত্রে বিপ্লবী যুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়ার আবশ্যকতা নিয়ে আমাদের সংবাদপত্রে সর্বদাই লেখা হয়েছে। এটা তর্কাতীত।

প্রশ্ন ওঠে, আমাদের অক্টোবর বিপ্লবের পর সে প্রস্তুতি **কার্যক্ষেত্রে** কীভাবে এগিয়েছে।

প্রস্তুতিটা এগিয়েছে এইভাবে যে আমাদের সৈন্যদল ভেঙে দিতে হয়েছিল, ভেঙে দিতে আমরা বাধ্য হই, বাধ্য হই এতই স্বতঃস্পষ্ট, গুরুভার ও অপ্রতিরোধ্য ঘটনাচক্রের চাপে যে পার্টিতে সৈন্যখালাসির বিরুদ্ধে কোনো 'মতধারা' বা মনোভাব যে দেখা দেয় নি শুধু তাই নয়, সাধারণভাবে সৈন্যখালাসির বিরুদ্ধে একটা কণ্ঠও শোনা যায় নি। প্রতিবেশী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে যার যুদ্ধ তখনো শেষ হয় নি সেই সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সৈন্যদল ভেঙে দেওয়ার মতো এমন স্বকীয় ধরনের একটা ঘটনার শ্রেণীগত কারণ নিয়ে যে **ভাবতে** চায়, খুব একটা মেহনত ছাড়াই সে এই কারণগুলিকে খুঁজে পাবে তিন বছরের যুদ্ধের পর চূড়ান্ত ভগ্নদশায় নিপতিত একটা ক্ষুদেচাষী পশ্চাৎপদ দেশের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে। বহু লক্ষের ফৌজ ভেঙে দিয়ে **স্বেচ্ছামূলকতার** প্রেরণায় লাল ফৌজ গড়তে শুরু করা—এই হল ঘটনা।

এই ঘটনার সঙ্গে ১৯১৮ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে বিপ্লবী যুদ্ধের কথাটা তুলনা করুন, তাহলেই বিপ্লবী বুলির মর্মার্থ পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

যদি, ধরা যাক, পেত্রগ্রাদ ও মস্কো সংগঠন কর্তৃক বিপ্লবী যুদ্ধের 'সমর্থনটা' ফাঁকা বুলি না হত, তাহলে অক্টোবর থেকে জানুয়ারির মধ্যে আমরা অন্য **ঘটনা** দেখতাম: তাদের পক্ষ থেকে সৈন্যদল ভেঙে দেওয়ার বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প সংগ্রাম দেখা যেত। তার চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না।

পেত্রগ্রাদওয়ালা ও মস্কোওয়ালাদের পক্ষ থেকে **হাজার দশেক** করে আন্দোলক ও সৈনিক পাঠাতে দেখতাম ফ্রণ্টে এবং সেখান থেকে সৈন্যখালাসির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সে সংগ্রামের সাফল্য ও সৈন্যখালাসি রোধের সংবাদ পেতাম প্রতিদিন।

তার কিছুই ঘটে নি।

শত শত এই সংবাদ পাওয়া যেত যে ইউনিটগুলো লাল ফৌজ রূপে গঠিত হচ্ছে, সন্ত্রাসের পদ্ধতিতে তারা ফৌজ ভেঙে যাওয়া ঠেকাচ্ছে, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সম্ভবপর আক্রমণের বিরুদ্ধে তারা প্রতিরক্ষা ও সংহতি নতুন করে তুলছে।

সে সর্বকিছুই হয় নি। সৈন্যদল ভেঙে যাচ্ছে পুরাদমে। পুরনো ফৌজ নেই। নতুন ফৌজটা সবেমাত্র জন্ম নিতে শুরু করেছে।

কথা দিয়ে, ঘোষণা দিয়ে, ভাবাবেগ দিয়ে যে নিজেকে ভোলাতে চায় না সে-ই না দেখে পারে না যে ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিপ্লবী যুদ্ধের 'ধ্বনিটা' হল একেবারেই ফাঁকা একটা বুলি, তার পেছনে বাস্তব ও অবজেকটিভ কিছু নেই। ভাবপ্রবণতা, বাসনা, রোষ, উষ্মা — বর্তমান মুহূর্তে এই হল এ ধ্বনির একমাত্র **সারাৎসার** আর যে ধ্বনির সারাৎসারটা এই রকম, তাকেই বলা হয় বিপ্লবী বুলি।

আমাদের নিজ পার্টি ও সমগ্র সোভিয়েত রাজের যা হাল, পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর বলশেভিকদের যা হাল, তাতে দেখা যাচ্ছে যে স্বেচ্ছাব্রতীদের নিয়ে লাল ফৌজ গড়ার প্রথম কয়েকটি পদক্ষেপের বেশি কিছু **এখনো** সম্ভব হয় নি। অপ্রীতিকর হলেও এই যে ঘটনাটা ঘটনাই, তা থেকে ঘোষণাবাণীর আড়ালে আশ্রয় নেওয়া অথচ সেই সঙ্গে সৈন্যদল ভেঙে যাওয়ায় বাধা না দেওয়াই শুধু নয়, তার বিরুদ্ধে **আপত্তিও না করার** অর্থ শব্দ ঝঙকারে মাতাল হওয়া।

এ বক্তব্যের একটা বৈশিষ্ট্যসূচক প্রমাণ এই যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে পৃথক শান্তি চুক্তির প্রধান প্রধান বিরোধীদের **অধিকাংশই** বিপ্লবী যুদ্ধের **বিরুদ্ধে** ভোট দিয়েছে, জানুয়ারিতেও বটে, ফেব্রুয়ারিতেও বটে (৯)। এ ঘটনার অর্থ কী? এর অর্থ, সত্যের মুখোমুখি তাকাতে যারা ভয় পায় না, তাদের সকলের কাছেই বিপ্লবী যুদ্ধের অসম্ভাবিতা স্বীকৃত।

সে রকম ক্ষেত্রে সত্যটা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, বা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। অজুহাতগুলো দেখা যাক।

প্রথম অজুহাত। ১৭৯২ সালে ফ্রান্স কম ভগ্নদশায় ভোগে নি, কিন্তু বিপ্লবী যুদ্ধে সবকিছুই আরোগ্যলাভ করে, সবাইকেই উদ্দীপ্ত করে, উৎসাহ জাগায় ও সবকিছুই জয় করে। বিপ্লবে যারা অবিশ্বাসী কেবল তারাই, কেবল সুবিধাবাদীরাই আমাদের আরো গভীর একটা বিপ্লবের ক্ষেত্রে বিপ্লবী যুদ্ধে আপত্তি করতে পারে।

এই অজুহাত বা এই যুক্তির সঙ্গে ঘটনার তুলনা করি। ঘটনাটা এই যে ফ্রান্সে **১৮শ শতকের শেষে আগেই** গড়ে উঠেছিল নতুন উচ্চতর উৎপাদন-পদ্ধতির **অর্থনৈতিক** বনিয়াদ, পরাক্রান্ত বিপ্লবী ফৌজটা দেখা দেয় তার ফল, তার উপরি-কাঠামো হিসাবে। অন্য দেশের চেয়ে আগে ফ্রান্স সামন্ততন্ত্র বর্জন করে, **কয়েক বছরের** বিজয়ী বিপ্লবের **পর** তাকে সাফ করে, এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে পশ্চাৎপদ একগুচ্ছ দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে জনগণকে পরিচালিত করে, তারা কোনো যুদ্ধে অবসন্ন হয়ে ছিল না, স্বাধীনতা ও জমি পেয়েছিল তারা, সামন্ততন্ত্রের বিলোপে তারা হয়ে উঠেছিল প্রবল।

এই ঘটনার সঙ্গে বর্তমান রাশিয়ার তুলনা করুন। যুদ্ধের ফলে অবিশ্বাস্য রকমের অবসন্নতা। টেকনিকের দিক থেকে চমৎকার সুসজ্জিত জার্মানির সংগঠিত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের চেয়ে উচ্চতর নতুন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা **এখনো** নেই। তার ভিত্তি পাতা হচ্ছে মাত্র। আমাদের কৃষকেরা জমির সামাজীকরণ আইনটাই শুধু পেয়েছে কিন্তু স্বাধীনভাবে (জমিদার থেকে এবং যুদ্ধের যন্ত্রণা থেকে) কাজ চালাবার মতো একটা বছরও তারা পায় নি। আমাদের শ্রমিকেরা পুঁজিপতিদের ছুড়ে ফেলতে শুরু করেছে কিন্তু এখনো উৎপাদন সংগঠন, দ্রব্য বিনিময়ের ব্যবস্থা, শস্য সরবরাহের সুবন্দোবস্ত, শ্রমের উৎপাদনশীলতা **বর্ধিত করে** তুলতে পারে নি। সেই দিকেই আমরা চলেছি, সেই পথেই দাঁড়িয়েছি, কিন্তু নতুন, উচ্চতর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে **এখনো অবর্তমান,** সেটা পরিষ্কার।

সামন্ত দেশগুলির বিপরীতে পরাস্ত সামন্ততন্ত্র, সংহত বুর্জোয়া স্বাধীনতা, ক্ষুধাতৃপ্ত কৃষক — এই হল যুদ্ধের ক্ষেত্রে ১৭৯২—১৭৯৩ সালের 'অলৌকিক কাণ্ডটার' অর্থনৈতিক ভিত্তি।

টেকনিক ও সংগঠনের দিক থেকে শ্রমের উচ্চতর উৎপাদনশীলতার বিপরীতে এক ক্ষুদে-চাষী দেশ, ক্ষুধার্ত ও যুদ্ধে প্রপীড়িত, সবেমাত্র যে ক্ষত নিরাময়ের কাজ শুরু করেছে—এই হল ১৯১৮ সালের গোড়ায় অবজেকটিভ পরিস্থিতি।

সেইজন্যই ১৭৯২ সাল ইত্যাদির সমস্ত উল্লেখই মাত্র বিপ্লবী বুলি। ধ্বনি, বাণী, যুদ্ধাহ্বানের পুনরাবৃত্তি, অথচ অবজেকটিভ বাস্তবতার বিশ্লেষণে ভয়।

৩

দ্বিতীয় অজুহাত। জার্মানি 'আক্রমণ করতে পারে না', তার ক্রমবর্ধমান বিপ্লবেই সেটা অসম্ভব হবে।

জার্মানি 'আক্রমণ করতে পারে না', ১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে ও ফেব্রুয়ারির গোড়ায় এই যুক্তিটার লক্ষ লক্ষ বার পুনরুক্তি করেছে পৃথক শান্তি চুক্তির বিরোধীরা। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সাবধানীরা স্থির করেছিল, জার্মানেরা আক্রমণ করতে যে পারবে না, তার সম্ভাবনা—অবশ্যই মোটামুটিভাবে—২৫ থেকে ৩৩%।

বাস্তব তথ্যে এ হিসাব নাকচ হয়েছে। পৃথক শান্তির বিরোধীরা এখানেও বাস্তব ঘটনার লৌহদৃঢ় যৌক্তিকতায় ভয় পেয়ে প্রায়শ তথ্যকে পরিহার করে।

সাঁচ্চা বিপ্লবীদের (ভাবপ্রবণতার বিপ্লবী নয়) পক্ষে যা মেনে নিয়ে ভাবা দরকার, সে ভুলের উৎসটা কী?

শান্তির আলাপ আলোচনা **প্রসঙ্গে** আমরা যে সাধারণভাবে মহড়া নিই ও আন্দোলন চালাই তার মধ্যে কি ভুল হয়েছিল? না, ভুল তাতে নয়। মহড়া নেওয়া ও আন্দোলন করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে দরকার ছিল যেমন মহড়া ও আন্দোলনের জন্য—যতক্ষণ তা করা সম্ভব হচ্ছে—তেমনি প্রশ্নটা তীব্র হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মহড়া বন্ধ করার জন্যও 'নিজের সময়' স্থির করে নেওয়া।

ভুলের উৎসটা হল এই যে জার্মানির বিপ্লবী শ্রমিকদের সঙ্গে আমাদের বিপ্লবী সহযোগিতার সম্পর্কটা পরিণত হয়েছিল ফাঁকা বুলিতে। আমরা

জার্মান বিপ্লবী শ্রমিকদের সাহায্য করেছি ও সাহায্য করে যাচ্ছি যা সাধ্য সব দিয়ে — ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে, আন্দোলন দিয়ে, গোপন চুক্তি প্রকাশ করে, ইত্যাদি। এটা হল কার্যক্ষেত্রের সাহায্য, কার্যকরী সাহায্য।

কিন্তু 'জার্মানরা আক্রমণ করতে পারে না' আমাদের কিছু কিছু কমরেডের এ ঘোষণাটা ছিল ফাঁকা বুলি। নিজের দেশে সদ্য সদ্য বিপ্লবের অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাদের। আমরা ভালোই জানি কেন রাশিয়ায় বিপ্লব **শুরু করাটা** ছিল ইউরোপের চেয়ে সহজ। আমরা দেখেছি যে ১৯১৭ সালের জুন মাসে আমরা রুশ সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণে বাধা দিতে পারি নি, যদিও বিপ্লব তখন আমাদের এখানে শুধু সূচিতই হয় নি, শুধু রাজতন্ত্রকেই উচ্ছেদ করে নি, সর্বত্রই সোভিয়েতেরও সৃষ্টি করেছিল। আমরা দেখেছি, আমাদের জানা ছিল, শ্রমিকদের আমরা ব্যাখ্যা করে বলেছি: যুদ্ধ চালাচ্ছে সরকার। বুর্জোয়া যুদ্ধ বন্ধ করতে হলে দরকার বুর্জোয়া সরকারের উচ্ছেদ।

সেই জন্যই 'জার্মানরা আক্রমণ করতে পারে না' এ ঘোষণা আর 'আমরা জানি যে জার্মানির সরকার **সামনের কয়েক সপ্তাহেই** উচ্ছেদ হবে' এ ঘোষণা একই কথা। অথচ বস্তুতপক্ষে সেটা আমাদের জানা ছিল না, জানা সম্ভব ছিল না, সেই জন্যই ঘোষণাটি হল ফাঁকা বুলি।

জার্মান বিপ্লবের পরিপক্কমানতায় দৃঢ় নিশ্চিত হওয়া এবং সে পরিপক্কমানতায় গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যদান, যথাসাধ্য সে পরিপক্কমানতার সেবা করা **কাজ দিয়ে,** আন্দোলন, ভ্রাতৃত্বস্থাপন দিয়ে, যাই হোক না কেন, তবে সেটা **কাজ হওয়া** চাই, — এটা হল এক কথা। এইটেই হল বিপ্লবী প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ।

আর প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, প্রকাশ্যে বা আড়ালে, জার্মান বিপ্লব **ইতিমধ্যেই পেকে উঠেছে** (যদিও জানা কথা সেটা ঠিক নয়), এই ঘোষণা করে তার ভিত্তিতে নিজের রণকৌশল গড়া — এটা অন্য ব্যাপার। এর মধ্যে এক কণা বিপ্লবত্ব নেই, এটা শুধুই বুলিবিলাস।

'জার্মানরা আক্রমণ করতে পারে না' এই 'গর্বিত, দীপ্ত, চাঞ্চল্যকর ও ঝঙ্কৃত' নিশ্চয়তাদানের যে ভুল, এই হল তার উৎস।

'আমরা জার্মান বিপ্লবকে সাহায্য করছি জার্মান সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধ মারফত, আমরা ভিলহেল্‌মের উপর লিবক্লেখতের বিজয় কাছিয়ে আনছি,' (১০) এই উক্তিও একই বুলিবাগীশি অর্থহীনতার প্রকারভেদ ছাড়া আর কিছু নয়।

অবশ্যই লিবক্লেখতের বিজয়ে—জার্মান বিপ্লব পরিপক্ক ও পরিণত হলেই যা সম্ভব ও অনিবার্য—আন্তর্জাতিক দুরূহতা থেকে আমরা রেহাই পাব, রেহাই পাব বিপ্লবী যুদ্ধ থেকেও। লিবক্লেখতের বিজয়ে আমরা আমাদের যে-কোনো মূর্খামির ফলাফল থেকেই উদ্ধার পাব। তাই বলে কি আমাদের মূর্খামি সঙ্গত হয়ে ওঠে?

জার্মান সাম্রাজ্যবাদের যে-কোনো 'প্রতিরোধেই' কি জার্মান বিপ্লবে সাহায্য হয়? যে কিছুটা ভাবতে, অন্ততপক্ষে রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসটা একবার স্মরণ করতে রাজী, সে সহজেই দেখবে যে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে কেবল **উপযুক্ত** প্রতিরোধেই বিপ্লবে সাহায্য হয়। রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলনের অর্ধশতক ধরে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে অনুপযুক্ত প্রতিরোধের একগাদা দৃষ্টান্ত আমরা জানি এবং দেখেছি। আমরা মার্কসবাদীরা সর্বদাই এই নিয়ে গর্ব করেছি যে আমরা সংগ্রামের এক একটা রূপের উপযুক্ততা নির্ধারণ করেছি গণ শক্তি ও শ্রেণী-সম্পর্কের কঠোরতম হিসাব নিয়ে। আমরা বলেছি: অভ্যুত্থান সর্বদাই সঙ্গত তা নয়, কতকগুলি নির্দিষ্ট গণ পূর্বসর্ত ছাড়া তা হঠকারিতা; অতি প্রায়শই আমরা ব্যক্তিগত প্রতিরোধের একান্ত বীরোচিত রূপকে অনুপযুক্ত ও বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিকর বলে নিন্দিত করেছি। ১৯০৭ সালে তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা তৃতীয় দুমায় অংশগ্রহণের প্রতিরোধকে অনুপযুক্ত বলে নাকচ করেছি ইত্যাদি।

জার্মান বিপ্লবকে সাহায্য করতে হলে যতদিন প্রকাশ্য যুদ্ধে বা অভ্যুত্থানী সংঘর্ষে কঠিন, গুরুত্বপূর্ণ, নির্ধারক আঘাত হানার মতো শক্তি না থাকছে ততদিন প্রচার, আন্দোলন ও ভ্রাতৃত্বস্থাপনে সীমাবদ্ধ থাকা দরকার, নয় তেমন সংঘর্ষে নামা দরকার যাতে জানা আছে যে তাতে শত্রুর সাহায্য হচ্ছে না।

সকলের পক্ষেই এ কথা পরিষ্কার (বুলির নেশায় যারা একেবারেই মাতাল সম্ভবত তারা বাদে) যে শক্তি নেই **জেনে,** সৈন্যবাহিনী নেই **জেনে**

কোনো গুরুত্বপূর্ণ অভ্যুত্থানী অথবা সামরিক সংঘর্ষে নামা হল হঠকারিতা, তাতে জার্মান শ্রমিকদের সাহায্য হবে না, তাদের সংগ্রামকেই দুরূহ করবে, তাদের শত্রু এবং আমাদের শত্রুর কাজ সহজ করে দেবে।

৫

এ ক্ষেত্রে আরো একটা অজুহাত পেশ করা হয় যা এতই ছেলেমানুষী ও হাস্যকর যে আমি স্বকর্ণে না শুনলে এরূপ যুক্তি সম্ভব বলে কদাচ বিশ্বাস করতাম না।

'এই তো অক্টোবরেও তো সুবিধাবাদীরা আমাদের বলেছিল যে আমাদের শক্তি নেই, সৈন্য নেই, মেসিনগান নেই, টেকনিক নেই, অথচ এ সবই এসে যায় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যখন লড়াই বাধে শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীর। জার্মানির পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর সংগ্রামেও এ সবই এসে যাবে, জার্মান প্রলেতারিয়েত সাহায্যে নামবে আমাদের।'

অক্টোবরে ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে আমরা ঠিক **গণ** শক্তিটারই নিখুঁত হিসাব নিয়েছিলাম। আমরা শুধু অনুমান করি নি, সোভিয়েতগুলির **গণ** নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে সুনিশ্চিত **জেনেও ছিলাম** যে শ্রমিক ও সৈনিকেরা সেপ্টেম্বরে এবং অক্টোবরের গোড়ায় বিপুল সংখ্যাধিক্যে **ইতিমধ্যেই** আমাদের দিকে চলে এসেছে। গণতান্ত্রিক সম্মেলনের(১১) ভোটাভুটি থেকে হলেও আমরা জেনেছিলাম যে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যেও কোয়ালিশন ভেঙে পড়েছে, তার মানে আমাদের জয় **ইতিমধ্যেই** সুনিশ্চিত।

অক্টোবরের অভ্যুত্থানী সংগ্রামের **অবজেকটিভ** পূর্বসর্ত ছিল এই:

১। সৈনিকদের মাথার ওপরে ততদিনে আর কোনো ডাণ্ডা ছিল না: ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তা খতম হয় (১২) (জার্মানি এখনো 'তার' ফেব্রুয়ারির মাত্রায় পেকে ওঠে নি);

২। শ্রমিকদের মতোই সৈনিকেরাও ততদিনে কোয়ালিশনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে ও কোয়ালিশন থেকে তাদের সচেতন, সুচিন্তিত ও আন্তরিক **প্রস্থান** সমাপ্ত করেছে।

এই থেকে এবং কেবল এই থেকেই **অক্টোবরে** 'অভ্যুত্থানে চলো' **ধ্বনির সঠিকতা** প্রতিপন্ন হয় (জুলাই মাসে এ ধ্বনি হত বেঠিক, আমরা তা তখন হাজির করি **নি)**।

অক্টোবরের সুবিধাবাদীদের (১৩) ভুলটা এই নয় যে তারা অবজেকটিভ পূর্বসর্ত নিয়ে 'ভাবিত' ছিল (শুধু শিশুদের পক্ষেই সে কথা ভাবা সম্ভব), ভুলটা এই যে তারা **তথ্যের** মূল্যায়ন করেছিল **বেঠিক**; আপোসপন্থা ছেড়ে আমাদের দিকে সোভিয়েতগুলির মোড়ফেরার **প্রধান** জিনিসটা না দেখে তারা তুচ্ছ জিনিসে মাথা ঘামিয়েছিল।

জার্মানির সঙ্গে (যারা তাদের অক্টোবরের কথা দূরে যাক নিজস্ব 'ফেব্রুয়ারি', নিজস্ব 'জুলাইয়ের' মধ্য দিয়েও এখনও আসে নি), **রাজতন্ত্রী** বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী সরকারের যে জার্মানি তার সঙ্গে সামরিক সংঘাত আর ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাক ধরা ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে পুরোপুরি পেকে ওঠা সোভিয়েতগুলির যারা শত্রু তাদের বিরুদ্ধে অক্টোবরের অভ্যুত্থানী সংগ্রাম — এ দুটো জিনিসের সমতুলনা এমনই ছেলেমানুষি যে মাত্র অঙ্গুলি নির্দেশ করলেই যথেষ্ট। এই উদ্ভটত্বেই পেঁছয় বুলিবাগীশ লোকেরা!

৬

অন্য ধরনের অজুহাত: 'কিন্তু পৃথক শান্তির চুক্তিতে জার্মানি আমাদের অর্থনৈতিকভাবে শ্বাসরুদ্ধ করবে, কয়লা শস্য নিয়ে যাবে, গোলামিতে বাঁধবে আমাদের।'

মহাবিজ্ঞ যুক্তি: **সৈন্যবাহিনী ছাড়াই** সামরিক সংঘাতে নামতে হবে যদিও সে সংঘাতে স্পষ্টতই শুধু গোলামিখত নয়, শ্বাসরোধই ঘটবে, শস্য নিয়ে যাবে কোনো রকম প্রতিদান ছাড়াই, সার্বিয়া ও বেলজিয়মের হাল হবে,—তবু এ পথেই যেতে হবে কেননা **অন্যথায়** একটা অলাভজনক চুক্তি দাঁড়াবে, জার্মানি আমাদের কাছ থেকে কিস্তিবন্দিতে ৬০০ কি ১,২০০ কোটি ক্ষতিপূরণ নেবে, যন্ত্রের বিনিময়ে শস্য নেবে ইত্যাদি।

হায়রে বিপ্লবী বুলির বীরেরা! সাম্রাজ্যবাদের কাছে 'গোলামিখতে' আপত্তি করলেও তারা **সবিনয়ে** চুপ করে থাকে এই কথায় যে গোলামিখত থেকে পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য দরকার সাম্রাজ্যবাদের **উচ্ছেদ**।

অলাভজনক চুক্তি ও পৃথক শান্তি আমরা স্বীকার করছি এই কথা জেনেই যে **বর্তমানে** আমরা এখনো বিপ্লবী যুদ্ধের জন্য তৈরি নই, দরকার অপেক্ষার কাল উত্তীর্ণ হতে পারা (যেমন উত্তীর্ণ হয়েছি কেরেনস্কির (১৪) গোলামি সহ্য করে, জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের বুর্জোয়াদের গোলামি সহ্য করে), যতদিন না শক্তিশালী হচ্ছি ততদিন অপেক্ষা করতে পারা। সেইজন্য অতি অলাভজনক পৃথক শান্তি পাওয়া **যদি সম্ভব হয়,** তাহলে তাকে **অবশ্যই গ্রহণ করতে** হবে **এখনো** দুর্বল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থে (কেননা জার্মানির পরিপক্কমান বিপ্লব **এখনো** আমাদের রুশেদের সাহায্যে এসে হাজির হয় নি)। কেবল পৃথক শান্তি চুক্তি **একান্ত** অসম্ভব হলেই আমাদের তৎক্ষণাৎ লড়তে হবে—**এই জন্য নয় যে সেটা সঠিক রণকৌশল, এই জন্য যে গত্যন্তর থাকবে না।** আর যদি সেটা তেমন অসম্ভবই হয়, তাহলে এ-কৌশল কি ও-কৌশল নিয়ে বিতর্কের সুযোগও রইবে না। নির্মমতম প্রতিরোধের অনিবার্যতাই শুধু তখন থাকবে। কিন্তু যতক্ষণ গত্যন্তর আছে, ততক্ষণ পৃথক শান্তি ও অতি অলাভজনক চুক্তিই বেছে নেওয়া দরকার, কেননা যতই হোক সেটা বেলজিয়মের (১৫) যে হাল হয়েছে তার চেয়ে শতগুণ ভালো।

বর্তমানে আমরা এখনো দুর্বল হলেও প্রতি মাসেই আমরা শক্ত হচ্ছি। বর্তমানে পুরো পেকে না উঠলেও ইউরোপে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রতি মাসেই পাক ধরছে। আর তাই—যুক্তি দেন 'বিপ্লবীরা' (রেহাই দিও প্রভু...)—তাই যুদ্ধে নামতে হবে এমন সময়ে যখন **জানা কথা** যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ আমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী যদিও প্রতি মাসেই তার শক্তি **হ্রাস পাচ্ছে** (জার্মানিতে বিপ্লবের ধীর কিন্তু অটল পরিপক্কমানতা হেতু)।

চমৎকার যুক্তি দেয় ভাবাবেগের 'বিপ্লবীরা', অপরূপ যুক্তি!

৭

শেষ এবং সবচেয়ে 'চটপটে', সবচেয়ে চলতি অজুহাত: 'জঘন্য এ শান্তিটা লজ্জার কথা, লাতভিয়া, পোল্যান্ড, কুর্ল্যান্ড, লিথুয়ানিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা'।

ঠিক রুশ **বুর্জোয়ারাই** এবং তাদের লেজুড়েরা — 'নভি লুচ', 'দেলো নারোদা', 'নভায়া জিজ্‌ন'পন্থীরা (১৬) যে সবচেয়ে সাবেগে এই তথাকথিত আন্তর্জাতিক যুক্তিটি রচনা করে থাকে, তাতে আশ্চর্যের আছে কিছু?

না, আশ্চর্যের নয়, কেননা যুক্তিটি হল একটা ফাঁদ, যার দিকে রুশ বলশেভিকদের সচেতনভাবেই ঠেলছে বুর্জোয়ারা এবং বলশেভিকদের একাংশ অচেতনভাবেই সে ফাঁদে পা দিচ্ছে — বুলির প্রেমে।

যুক্তিটা তত্ত্বগতভাবে বিচার করা যাক: কোনটা উঁচু — জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নাকি সমাজতন্ত্র?

সমাজতন্ত্রই উঁচু।

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে কি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে ভক্ষিত হতে দেওয়া, এমন মুহূর্তে তাকে সাম্রাজ্যবাদের আঘাতের নিচে ঠেলে দেওয়া চলে, যখন জানা কথা যে সাম্রাজ্যবাদ বেশি শক্তিশালী, জানা কথা যে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র দুর্বল?

না, চলে না। এটা সমাজতান্ত্রিক পলিসি নয়, **বুর্জোয়া** পলিসি।

অপিচ। 'আমাদের' নিকট পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, কুর্ল্যান্ড ফিরিয়ে দেওয়ার সর্তে শান্তি হলে কি সেটা **কম** লজ্জাকর, কম রাজ্যগ্রাসী শান্তি হত?

রুশ বুর্জোয়ার দৃষ্টি থেকে, **হ্যাঁ**।

সমাজতন্ত্রী আন্তর্জাতিকতাবাদীর দৃষ্টি থেকে, **না**।

কেননা পোল্যান্ডকে মুক্তি দিয়ে (জার্মানির কিছু কিছু **বুর্জোয়া** একদা যা চাইছিল) জার্মান সাম্রাজ্যবাদ **আরো বেশি করে** দলন করত সার্বিয়া, বেলজিয়ম ইত্যাদিকে।

রুশ বুর্জোয়া যে 'জঘন্য' চুক্তির বিরুদ্ধে চেঁচায় সেটা তাদের শ্রেণী স্বার্থের সঠিক প্রকাশ।

কিন্তু কিছু কিছু বলশেভিক (বুলির ব্যাধিতে পীড়িত) যখন এ যুক্তির পুনরাবৃত্তি করে, তখন কেবল দুঃখই হয়।

ইঙ্গ-ফরাসী বুর্জোয়ার আচরণ সংক্রান্ত **তথ্যগুলি** দেখুন। তারা এখন সর্বোপায়ে আমাদের টেনে নামাতে চাইছে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে, লক্ষ লক্ষ উপকার, বুট, আলু, গোলাবারুদ, ইঞ্জিনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তারা (ক্রেডিটে... ভয় নেই, এটা কিন্তু 'গোলামিখত' নয়! এটা 'মাত্র' ক্রেডিট!)। তারা চাইছে যেন **বর্তমানে** আমরা জার্মানির সঙ্গে লড়াই চালাই।

এটা তারা কেন চাইবে তা বোঝাই যায়: কারণ, প্রথমত, তাতে আমরা জার্মান শক্তির একাংশ সরিয়ে আনব। কারণ, দ্বিতীয়ত, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে অকাল একটা সামরিক সংঘাতে সোভিয়েত রাজ ভেঙে পড়তে পারে সবচেয়ে সহজেই।

ইঙ্গ-ফরাসী বুর্জোয়ারা আমাদের জন্য ফাঁদ পাতছে: **এই মুহূর্তে** একটু লড়তে যাও না গো! আমাদের খুবই লাভ হবে তাতে। জার্মানরা তোমাদের লুঠ করবে, 'লাভ ওঠাবে' প্রাচ্যে, সহজেই ছাড় দেবে পশ্চিমে, আর সেই সঙ্গে সোভিয়েত রাজও খতম হবে... 'মিত্রশক্তি' বলশেভিকরা, লড়ে যাও গো লড়ো, আমরা তোমাদের সাহায্য করব!

আর 'বামপন্থী' (রেহাই দাও প্রভু) বলশেভিকরা সর্বাধিক বিপ্লবী বুলি আউড়ে পা দিচ্ছে ফাঁদে...

হ্যাঁ, হ্যাঁ, পেটি বুর্জোয়াপনার যা চিহ্ন, তার একটা অভিব্যক্তি হল বিপ্লবী বুলিতে মাতা। এটা একটা পুরনো সত্য, পুরনো কাহিনী, খুবই ঘনঘনই তা নতুন হয়ে আসে...

৮

১৯০৭ সালের গ্রীষ্মেও আমাদের পার্টি কতকগুলি দিক থেকে একই রকম এই বিপ্লবী বুলির ব্যাধির মধ্যে দিয়ে যায়।

পেত্রগ্রাদ ও মস্কো, প্রায় সমস্ত বলশেভিকই ছিল তৃতীয় দুমা বয়কটের পক্ষে, অবজেকটিভ বিশ্লেষণের বদলে তারা আনে 'ভাবাবেগ', ফাঁদে পা দেয়।

ব্যাধিটার পুনরুদয় হয়েছে।

সময়টা আরো কঠিন। প্রশ্নটা লক্ষগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এমন সময়ে ব্যাধিতে ভোগার অর্থ বিপ্লব ধ্বংসেরই ঝুঁকি নেওয়া।

বিপ্লবী বুলির বিরুদ্ধে লড়া দরকার, লড়তে বাধ্য হচ্ছি, অবশ্য অবশ্যই লড়তে হবে যাতে কেউ যেন কখনো আমাদের প্রসঙ্গে এই কটু সত্যটি না বলে: 'বিপ্লবী যুদ্ধের বিপ্লবী বুলিতে বিপ্লবই ধ্বংস হল।'

'প্রাভদা', ৩১ নং
২১শে (৮ই) ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮
স্বাক্ষর: কার্পভ

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৩—৩৫৩

চুলকানি (১৭)

বিরক্তিকর রোগ চুলকানি। আর যখন বিপ্লবী বুলির চুলকানি লোককে পেয়ে বসে, তখন সেটা শুধু চোখে দেখতেও অসহ্য কষ্ট।

আলোচ্য ধরনের চুলকানিতে যে ভোগে সে পরিষ্কার, বোধগম্য, স্বতঃসিদ্ধ এবং মেহনতী জনগণের যে কোনো প্রতিনিধির কাছে তর্কাতীত সত্যগুলিকে বিকৃত করে তোলে। এ বিকৃতিটা প্রায়ই ঘটে সর্বোত্তম, মহত্তম ও উন্নততম অনুভূতি থেকে, 'নিতান্তই' কতকগুলি তাত্ত্বিক সত্যের অপরিপাকবশত, অথবা তাদের আনাড়ী-ছেলেমি, ছাত্রসুলভ-দাসসুলভ অপ্রাসঙ্গিক পুনরাবৃত্তির ফলে (এসব লোকের, কথায় যা বলে, ণ-ত্ব শ-ত্ব জ্ঞান নেই), কিন্তু তাতে করে চুলকানিটার কদর্যতা থামে না।

তিন বছরের লুঠেরা যুদ্ধে প্রপীড়িত জনগণের জন্য যে সরকার সোভিয়েত রাজ, জমি, শ্রমিক তদারকি ও **শান্তি** এনে দিয়েছে সে সরকার যে অপরাজেয়, এ সত্যটার চেয়ে পরিষ্কার ও তর্কাতীত আর কী হতে পারে? প্রধান কথা শান্তি। একটা সাধারণ ও ন্যায়সঙ্গত শান্তি পাবার **অকপট** প্রচেষ্টার পর যদি দেখা যায়, কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, যে সেটা **এই মুহূর্তে** পাওয়া অসম্ভব, তাহলে যে কোনো চাষাই বুঝবে যে সেক্ষেত্রে সাধারণ নয় পৃথক (আলাদা) ও অন্যায় শান্তিই গ্রহণ করতে হয়। যে কোনো চাষাই, সবচেয়ে অজ্ঞ ও নিরক্ষরও সেটা বুঝবে এবং সে শান্তি যে সরকার এনে দেয় তার **কদর করবে।**

কিন্তু বুলিবাগীশির ইতর চুলকানিতে না ভুগলে বলশেভিকদের পক্ষে এ কথা ভোলা এবং অবসন্ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে লুঠেরা জার্মানির নতুন যুদ্ধে সে চুলকানির পরিণতি ঘটিয়ে তাদের প্রতি কৃষক সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত অসন্তোষ জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়! কী হাস্যকর ও শোচনীয় 'তাত্ত্বিক'

অসারতা ও কচকচিতে চুলকানি ঢাকা থাকে সেটা আমি আমার 'বিপ্লবী বুলি' ('প্রাভদা' ২১শে (৮ই) ফেব্রুয়ারি)* প্রবন্ধে দেখিয়েছি। এ কথাটা আমি মনে করিয়ে দিতে যেতাম না যদি চুলকানিটা আজ (কী ছোঁয়াচে রোগ!) নতুন এক জায়গায় না দেখা দিত।

কী করে এটা ঘটল তা বোঝাবার জন্য প্রথমে একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দেব, সাদামাটা, পরিষ্কার একটা দৃষ্টান্ত যাতে 'তত্ত্ব' নেই, বিদগ্ধ কথা নেই, জনগণের কাছে দুর্বোধ্য কোনো কিছুই নেই,—চুলকানি যদি 'তত্ত্ব' হিসাবে চলে তবে সেটা অসহ্য।

ধরা যাক কালিয়ায়েভ(১৮) এক অত্যাচারী ও পাষণ্ডকে বধ করার জন্য রুটি, টাকা ও ভোদকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রিভলভার জোটাল চরম এক বদমাইশ, চোর, ডাকাতের কাছ থেকে।

মারণাস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 'ডাকাতের সঙ্গে যোগসাজশের' জন্য কালিয়ায়েভকে নিন্দা করা যায় কি? যে কোনো কাণ্ডজ্ঞানী লোকেই বলবে, না। অন্য কোথা থেকে যদি রিভলভার পাওয়া সম্ভব না হয় এবং কালিয়ায়েভের অভীষ্ট যদি সত্য সত্যই সাধু হয় (অত্যাচারী বধ, লুটের জন্য হত্যা নয়) তাহলে এভাবে রিভলভার সংগ্রহের জন্য কালিয়ায়েভকে ভর্ৎসনা না করে সমর্থন করা উচিত ।

কিন্তু একজন ডাকাত যদি লুটের জন্য, হত্যার উদ্দেশ্যে টাকা, ভোদকা ও রুটির বিনিময়ে আরেকজন ডাকাতের কাছ থেকে রিভলভার যোগাড় করে, তাহলে কালিয়ায়েভী যোগসাজশের সঙ্গে **এই রকম** 'ডাকাতে যোগসাজশের' তুলনা করা যায় কি (সমান করে দেখার কথা ছেড়েই দিচ্ছি)?

না। পাগল হয় নি এবং চুলকানিতে ভুগছে না এমন যে কোনো লোকেই স্বীকার করবে যে তুলনা চলে না। এমন সুস্পষ্ট সত্যকে বুলি দিয়ে উড়িয়ে দেবার মতো কোনো 'বুদ্ধিজীবীকে' দেখলে যে-কোনো চাষাই বলবে: তোমায় বাবু রাষ্ট্র চালাতে হবে না, মুখসর্বস্ব ভাঁড়ের দলে নাম লেখাও গে, নয়ত স্রেফ গরম জলে স্নান করো গে, চুলকানি সারাও।

শাসক শ্রেণী বুর্জোয়া অর্থাৎ শোষকদের প্রতিনিধি কেরেনস্কি যদি ইঙ্গ-ফরাসী শোষকদের সঙ্গে এই যোগসাজশ করে যে তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও আলু পাবে আর সেই সঙ্গে সাফল্যের ক্ষেত্রে এক ডাকাতকে

* বর্তমান সংকলনের ২১—৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

আর্মেনিয়া, গালিসিয়া, কনস্টানটিনোপ্‌ল্‌, অন্য ডাকাতকে বাগদাদ, সিরিয়া ইত্যাদি দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া চুক্তি জনগণের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে, তাহলে এ কথা বোঝা কি দুষ্কর যে এটা, কেরেনস্কি ও তার বন্ধুদের পক্ষ থেকে লুঠেরা, জুয়াচুরি ও জঘন্য যোগসাজশ?

না, এটা বোঝা মোটেই কষ্টকর নয়। যে কোনো চাষা, এমন কি সবচেয়ে অজ্ঞ ও নিরক্ষরও তা বুঝবে।

কিন্তু শোষিত ও নিপীড়িতদের শ্রেণী শোষকদের উচ্ছেদ এবং গোপন লুঠেরা চুক্তিগুলি প্রকাশ ও নাকচ করার পর সে শ্রেণীর প্রতিনিধি যদি জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ থেকে ডাকাতে আক্রমণের সম্মুখীন হয়, তাহলে কি ইঙ্গ-ফরাসীদের কাছ থেকে টাকা বা কাঠের বদলে অস্ত্র ও আলু নিলে তাকে ইঙ্গ-ফরাসী 'ডাকাতের সঙ্গে যোগসাজশের' অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায়? তেমন যোগসাজশকে অসম্মানজনক, লজ্জাকর ও নোংরা ভাবা যায় কি?

না, ভাবা যায় না। যে কোনো কাণ্ডজ্ঞানী লোকেই এটা বুঝবে এবং হবুচন্দ্রের গবুচন্দ্র বলে তাদেরই টিটকারি দেবে যারা 'উদাত্ত' চালে পণ্ডিতী ভাব করে প্রমাণ করতে চাইবে যে সাম্রাজ্যবাদী কেরেনস্কির ডাকাতে যুদ্ধের (এবং একত্রে লোটা মালের বখরা নিয়ে ডাকাতদের সঙ্গে তার অশ্রদ্ধেয় যোগসাজশের) সঙ্গে জার্মান ডাকাতকে প্রতিহত করার জন্য অস্ত্র ও আলু পাবার উদ্দেশ্যে ইঙ্গ-ফরাসী ডাকাতদের সঙ্গে বলশেভিক সরকারের **কালিয়ায়েভী** যোগসাজশের পার্থক্য নাকি 'জনগণ বুঝবে না'।

যে কোনো কাণ্ডজ্ঞানী লোকেই বলবে: ডাকাতির উদ্দেশ্যে ডাকাতের কাছ থেকে খরিদ করে অস্ত্র জোটানো হীনতা ও জঘন্যতা, কিন্তু জুলুমবাজদের সঙ্গে ন্যায় সংগ্রাম চালাবার লক্ষ্যে সেই ডাকাতের কাছ থেকে অস্ত্র কেনা পুরোপুরি সঙ্গত কাজ। তার মধ্যে 'নোংরা' কিছু আবিষ্কার করতে পারে কেবল ঢঙ্গের বিবি ও ন্যাকা ছোকরারা, যারা 'বই পড়েছে' আর তা থেকে শিখেছে কেবল ন্যাকামি। এরা ছাড়া এ 'ভুল' করতে পারে কেবল তারাই যারা চুলকানিতে ভুগেছে।

কিন্তু তুরস্কের কাছ থেকে কনস্টানটিনোপ্‌ল্‌, অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে গালিসিয়া, জার্মানদের কাছ থেকে প্রাচ্য প্রাশিয়া কেড়ে নেবার জন্য ইঙ্গ-ফরাসী ডাকাতদের কাছ থেকে কেরেনস্কির অস্ত্র ক্রয় — ...আর যে রাশিয়া সকলের কাছে সম্মানজনক ও ন্যায়সঙ্গত শান্তির প্রস্তাব দিয়েছে, যে রাশিয়া

যুদ্ধ সমাপ্তির ঘোষণা করেছে, সেই সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভিলহেল্‌ম যখন সৈন্য পাঠাল, তখন তাকে প্রতিহত করার জন্য ঐ একই ডাকাতদের কাছ থেকে বলশেভিকদের অস্ত্র ক্রয় — এ দুইয়ের মধ্যে তফাৎটা কি জার্মান শ্রমিক বুঝবে?

জার্মান শ্রমিক সেটা 'বুঝবে' বলেই ধরতে হয় কারণ প্রথমত, সে শ্রমিক বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত; দ্বিতীয়ত, সভ্যভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় দিন কাটাতেই সে অভ্যস্ত, সাধারণভাবে রুশী চুলকানি এবং বিশেষ করে বিপ্লবী বুলির চুলকানিতে সে ভোগে না।

লুঠ করার উদ্দেশ্যে খুন আর জুলুমবাজকে খুন, এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ আছে কি?

লুঠের বখরা নিয়ে দুই দল হিংস্রকের মধ্যে যুদ্ধ, আর হিংস্রকদের উচ্ছেদকারী জনগণের ওপর হিংস্রকদের যে আক্রমণ তা থেকে মুক্তির জন্য ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ, এ দুয়ের তফাৎ আছে কি?

ডাকাতের কাছ থেকে অস্ত্র জোগাড় করে আমি সুকর্ম করলাম কি কুকর্ম করলাম তার খতিয়ান কি নির্ভর করে না সে অস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ওপর? অশ্রদ্ধেয় ও ইতর যুদ্ধে নাকি ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক যুদ্ধে তা ব্যবহারের উপর?

ইস, কী বিছছিরিই না চুলকানি রোগ। আর কী ঝামেলারই না তার কাজ, যাকে স্নানাগারে গরম জলের ধোলাই দিতে হয় চুলকানিগ্রস্তদের...

পুনশ্চ: ১৮শ শতকের শেষে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে নিজেদের মুক্তি যুদ্ধে উত্তর-আমেরিকানরা ইংলন্ডের প্রতিযোগী এবং একই রকম উপনিবেশিক দস্যু স্পেনিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রের সাহায্য কাজে লাগিয়েছিল। শোনা যাচ্ছে কিছু 'বামপন্থী বলশেভিক' নাকি পাওযা গেছে যারা এই সব আমেরিকানের 'অশ্রদ্ধেয় যোগসাজশ' নিয়ে 'বিদগ্ধ সন্দর্ভ' লিখতে সুরু করেছে।

লিখিত: ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮
মুদ্রিত ২২শে (৯ই) ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮
৩৩ নং 'প্রাভদার' সান্ধ্য সংস্করণে
স্বাক্ষর: কার্পভ

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৫শ খন্ড, পৃঃ ৩৬১—৩৬৪

শান্তি নাকি যুদ্ধ?

পাঠকেরা দেখতে পাচ্ছেন, জার্মানদের জবাবে আমাদের ওপর শান্তির যে সর্ত চাপানো হয়েছে সেটা ব্রেস্ত-লিতোভ্স্কের চেয়েও কঠোর। তা সত্ত্বেও আমি একেবারে দৃঢ়নিশ্চিত যে কেবল বিপ্লবী বুলিতে একেবারে মাতাল হলেই কেউ কেউ এ সর্ত স্বাক্ষরে অস্বীকার করতে পারে। 'প্রাভদায়' 'বিপ্লবী বুলি' ও 'চুলকানি'* প্রবন্ধ দিয়ে (কার্পভ স্বাক্ষরে) বিপ্লবী বুলির সঙ্গে আমি নির্মম সংগ্রাম শুরু করি একান্ত এই কারণে যে এই বিপ্লবী বুলির মধ্যেই আমি বর্তমানে আমাদের পার্টির (সুতরাং বিপ্লবেরও) সবচেয়ে বড়ো বিপদ দেখেছি ও দেখছি। কঠোরভাবে বিপ্লবী ধ্বনি অনুসরণকারী বিপ্লবী পার্টি ইতিহাসে বহুবারই বিপ্লবী বুলির রোগে ভুগেছে ও তাতে মারা পড়েছে।

এতদিন পর্যন্ত আমি পার্টিকে বিপ্লবী বুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বোঝাবার চেষ্টা করেছি। এবার সেটা আমায় করতে হবে প্রকাশ্যেই। কেননা, হায়! আমার সবচেয়ে খারাপ আশঙ্কাগুলোই সত্য হয়েছে।

১৯১৮ সালের ৮ই জানুয়ারি পেত্রগ্রাদের প্রায় ৬০ জন বিশিষ্ট পার্টি কর্মীদের সভায় আমি 'অবিলম্বে পৃথক ও রাজ্যগ্রাসী শান্তি চুক্তি সম্পাদনের প্রশ্নে থিসিস' পড়ি (১৭টি থিসিস, কাল তা প্রকাশিত হবে)। এই থিসিসগুলিতে (১৩ অনুচ্ছেদ) আমি বিপ্লবী বুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি, এবং সেটা করি সবচেয়ে নরম ও কমরেডোচিত ভাষায় (আমার এই

* বর্তমান সঙ্কলনের পৃঃ ২১—৩২, ৩৩—৩৬ দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

নম্রতাকে এখন তীব্র সমালোচনা করছি)। আমি বলেছিলাম যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে অস্বীকৃতির পলিসিতে 'হয়ত লোকের সুন্দর, চাঞ্চল্যকর ও জমকালোর পিপাসা মিটবে, কিন্তু সূচিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বর্তমান মুহূর্তে শ্রেণী-শক্তির বাস্তব অনুপাত এবং বৈষয়িক ব্যাপারগুলোর বিবেচনা তাতে একেবারেই করা হবে না'।*

১৭ নং থিসিসে আমি লিখেছিলাম যে আমরা যদি প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে অস্বীকার করি তাহলে 'প্রচণ্ডতম পরাজয়ে রাশিয়া অনেক বেশি প্রতিকূল পৃথক শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হবে'।

ব্যাপার ঘটল আরো খারাপ, কেননা আমাদের যে ফৌজ পিছু হটছে ও ভেঙে যাচ্ছে তা আদপেই লড়তে চাইছে না।

এরূপ পরিস্থিতিতে বর্তমান মুহূর্তে রাশিয়াকে যুদ্ধে ঠেলে দিতে পারে কেবল অসংযত ফাঁকা বুলি, এবং বুলির পলিসি প্রাধান্য লাভ করলে বলাই বাহুল্য আমি ব্যক্তিগতভাবে সরকার ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে এক মুহূর্তের জন্যও থাকব না।

এবার তিক্ত সত্য এমন ভয়ঙ্কর পরিষ্কার হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে যে তা চোখে না পড়ে পারে না। জার্মানদের আগমন উপলক্ষে রাশিয়ার সমস্ত বুর্জোয়ারা আহ্লাদ ও উল্লাস করছে। বিপ্লবী যুদ্ধের পলিসি (**বিনা ফৌজে**...) যে আমাদের বুর্জোয়াদের আগুনেই ইন্ধন জোগানো, এটা না দেখা সম্ভব কেবল অন্ধ ও বুলি-মাতালদের পক্ষেই। দ্‌ভিনস্কে রুশ অফিসাররা ইতিমধ্যেই তাদের কাঁধপট্টি চড়িয়ে ঘুরছে।

রেজিৎসায় বুর্জোয়ারা সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানিয়েছে জার্মানদের। পেত্রগ্রাদে, নেভস্কি সড়কে এবং বুর্জোয়াদের পত্রিকায় ('রেচ', 'দেলো নারোদা', 'নভি লুচ' ইত্যাদি) জার্মানদের হাতে সোভিয়েত রাজের আসন্ন পতন উপলক্ষে তারা আহ্লাদে আটখানা।

সবাই এ কথা জেনে রাখুক: অত্যাধিক রকমের কঠোর হলেও অবিলম্ব শান্তির যে বিরোধী সে সোভিয়েত রাজকে ধ্বংস করছে।

কঠোর এক শান্তির মধ্য দিয়েই আমাদের যেতে হবে। তাতে জার্মানি বা ইউরোপে বিপ্লব অবরুদ্ধ হবে না। বিপ্লবী ফৌজ তৈরি করে তোলায়

---

* বর্তমান সঙ্কলনের পৃঃ ১০ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

আমরা নামব বুলি ও ঘোষণা দিয়ে নয় (যেভাবে তৈরি করেছে তারা যারা ৭ই জানুয়ারি থেকে এমন কি আমাদের পলাতক সৈন্যদের থামাবার চেষ্টাটুকুও করে নি,) — **সংগঠিত কাজ দিয়ে,** হাতে কলমে, গুরুত্বপূর্ণ সর্বজাতীয় পরাক্রান্ত একটা ফৌজ সৃষ্টির মারফত।

লিখিত: ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮
মুদ্রিত ২৩শে (১০ই) ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮
৩৪ নং 'প্রাভদার' সান্ধ্য সংস্করণে
স্বাক্ষর: লেনিন

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৫শ খন্ড, পৃঃ ৩৬৬—৩৬৮

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে বক্তৃতা (১৯)
২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮

মিনিট্‌সের বিবরণী

১

কমরেড লেনিন মনে করেন যে বিপ্লবী বুলির পলিসি শেষ হয়ে গেছে। এটা যদি এখনো চলতে থাকে তাহলে তিনি সরকার ও কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পদত্যাগ করবেন। বিপ্লবী যুদ্ধের জন্য দরকার ফৌজ, সেটা নেই। তার মানে সর্ত মেনে নিতে হবে।

২

কমরেড লেনিন। চরমপত্র দেওয়ার জন্য কেউ কেউ আমায় ভর্ৎসনা করেছেন। আমি সেটা পেশ করছি চরম পরিস্থিতিতে। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির লোকেরা যদি আন্তর্জাতিক গৃহযুদ্ধের কথা বলেন তবে সেটা হাস্যকর। গৃহযুদ্ধটা রয়েছে রাশিয়ায়, জার্মানিতে তা নেই। আমাদের আন্দোলন থেকেই যাচ্ছে। আমরা আন্দোলন চালাব কথা দিয়ে নয়, বিপ্লব দিয়ে। এবং সেটা থেকেই যাচ্ছে। স্তালিন যে বলেছেন স্বাক্ষর না করা সম্ভব, সেটা ঠিক নয়। এই সর্তগুলোতে সই দিতে হবে। তা যদি সই না করেন তাহলে তিন সপ্তাহের মধ্যে সোভিয়েত রাজের মৃত্যুদণ্ডেই আপনারা সই দিচ্ছেন। এই সব সর্তে সোভিয়েত রাজের গায়ে হাত পড়ছে না। আমার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। চরমপত্র আমি পেশ করছি তুলে নেবার জন্য নয়। বিপ্লবী বুলি আমি চাই না। জার্মান বিপ্লব এখনো পেকে ওঠে নি। তার জন্য কয়েক মাস দরকার। সর্ত মেনে নিতে হবে। পরে যদি নতুন চরমপত্র আসে, তবে সেটা হবে নতুন পরিস্থিতিতে।

৩

কমরেড লেনিন। আমিও মনে করি বিপ্লবী যুদ্ধ তৈরি করা দরকার। চুক্তিটার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা সম্ভব এবং আমরা তা করব। এ ক্ষেত্রে সৈন্য খালাসির কথাটা বিশুদ্ধ সামরিক অর্থে। যুদ্ধের আগেও আমাদের ফৌজ ছিল। বিপ্লবী যুদ্ধের জন্য দরকার গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি। এ বিষয়ে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই যে জনগণ শান্তির পক্ষে।

৪

ভোটের জন্য লেনিন প্রস্তাব করেন: ১) জার্মান প্রস্তাব অবিলম্বে গ্রহণ করা হবে কি না, ২) অবিলম্বে বিপ্লবী যুদ্ধের প্রস্তুতি করা হবে কিনা, ৩) পেত্রগ্রাদ ও মস্কো সোভিয়েত নির্বাচকদের মধ্যে অবিলম্বে মত গ্রহণ করা হবে কি না।

৫

আ. লমোভ প্রশ্ন করেন, শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের বিরুদ্ধে নির্বাক অথবা প্রকাশ্য আন্দোলন ভ্লাদিমির ইলিচ মঞ্জুর করবেন কি।

কমরেড লেনিন সমর্থনসূচক জবাব দেন।

৬

কেন্দ্রীয় কমিটির কিছু কিছু সভ্যের সমস্ত দায়িত্বশীল সোভিয়েত ও পার্টি পদ ত্যাগের ঘোষণা উপলক্ষে ইয়া. ম. স্ভের্দলভ প্রস্তাব করেন যেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যেরা কংগ্রেস বসা পর্যন্ত স্বপদেই থাকেন ও পার্টি মহলে নিজ মতের আন্দোলন চালান।

কমরেড লেনিন স্ভের্দলভ উত্থাপিত প্রশ্নটির আলোচনা প্রয়োজন মনে করেন কেননা, প্রথমত, স্বাক্ষরের জন্য এখনো তিন দিন মেয়াদ আছে, দ্বিতীয়ত, আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের জন্য বাকি আছে বারো দিন, সুতরাং পার্টির মতামত জানা সম্ভব এবং সে মত যদি স্বাক্ষরের বিরুদ্ধে যায় তাহলে

পরে কোনো আনুষ্ঠানিক অনুমোদন হবে না, কিন্তু আজ আমাদের সময় কম তাই প্রশ্নটা কালকের জন্য মুলতুবী রাখার প্রস্তাব করেন।

৭

যো. স্তালিন প্রশ্ন তোলেন, পদত্যাগের অর্থ কি কার্যত পার্টি ত্যাগ নয়?

কমরেড লেনিন বলেন যে কেন্দ্রীয় কমিটি ত্যাগের অর্থ পার্টি থেকে বেরিয়ে যাওয়া নয়।

৮

কমরেড লেনিন প্রস্তাব করেন, ভোটের সময় কমরেডরা যেন অধিবেশন কক্ষের বাইরে যান, দায়িত্ব গ্রহণ না করার জন্য কোনো দলিল যেন তাঁরা সই না করেন এবং সোভিয়েতের কাজ ছেড়ে না দেন।

প্রথম প্রকাশিত ১-৩ বক্তৃতা—
১৯২২ সালে
ন. লেনিনের (ভ. উলিয়ানভ)
রচনা-সংগ্রহে, ১৫শ খণ্ডে;
৪-৮ বক্তৃতা—১৯২৮ সালে,
'প্রলেতার্স্কায়া রেভলিউৎসিয়া'
পত্রিকার ২ নং সংখ্যায়

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৯—৩৭১

ভুলটা কোথায়?

ব্রেস্ত সর্তে পৃথক শান্তি চুক্তির অগ্রগণ্য ও সবচেয়ে দায়িত্বশীল বিরোধীরা তাঁদের যুক্তির মূলকথা হাজির করেছেন এই ভাবে:

সবচেয়ে ঘনবদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগুলি এখানে পেশ করা হয়েছে প্রায় সিদ্ধান্তের আকারে। যুক্তিগুলিকে আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা পৃথক পৃথক প্রতিটি উপপাদ্যকে সংখ্যাচিহ্নিত করেছি।

এই সব যুক্তি বিচার করতে গেলে অবিলম্বেই রচয়িতাদের মূল ভুলটা চোখে বেঁধে। বর্তমান মুহূর্তে বিপ্লবী যুদ্ধের প্রত্যক্ষ-নির্দিষ্ট সর্ত নিয়ে তাঁরা একটি কথাও বলেন নি। শান্তির পক্ষপাতীদের কাছে যেটা প্রধান মূল কথা, অর্থাৎ **এই মুহূর্তে** আমাদের পক্ষে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব—ঠিক এই কথাটাই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। জবাবে—অন্ততপক্ষে ৮ই জানুয়ারি থেকে আমার যে থিসিস* রচয়িতাদের কাছে খুবই সুবিদিত, তার জবাবে—পেশ করা হয়েছে কেবল **সাধারণ** যুক্তি, বিমূর্তায়ন, যা অনিবার্যই পরিণত হয় ফাঁকা বুলিতে। কেননা বিশেষ একটা অবস্থার ক্ষেত্রে ঠিক সেই অবস্থার সর্তগুলির বিশেষ বিচার না করে সাধারণ ঐতিহাসিক যুক্তি প্রয়োগ করতে গেলে তা হয়ে দাঁড়ায় ফাঁকা বুলি।

---

* বর্তমান সংকলনের পৃঃ ৫—১৪ দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

প্রথম প্রতিপাদ্যটা দেখা যাক। তার সমস্ত মর্মার্থটাই হল ভর্ৎসনা, চিৎকার, বাগাড়ম্বর, প্রতিপক্ষকে 'ছি-ছি' করার চেষ্টা, আবেগের কাছে আবেদন। দেখুন কী খারাপ লোক আপনারা: প্রলেতারীয় বিপ্লব দমনের লক্ষ্য ঘোষণা করে আপনাদের ওপর আক্রমণ করছে সাম্রাজ্যবাদীরা, আর আপনারা তার জবাব দিচ্ছেন শান্তি চুক্তিতে সম্মতি দিয়ে! কিন্তু আমাদের এ যুক্তি তো রচয়িতাদের কাছে সুবিদিত যে কঠোর শান্তি চুক্তি অস্বীকার করে আমরা শত্রুদের পক্ষে প্রলেতারীয় বিপ্লব দমনের কাজটাই **সহজ করে দেব**। এবং আমাদের এই যুক্তিটাকে জোরালো করা হয়েছে (দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার থিসিসগুলিতে) ফৌজের অবস্থা, তার শ্রেণী সংবিন্যাস ইত্যাদির একগুচ্ছ প্রত্যক্ষ উল্লেখে। রচয়িতারা প্রত্যক্ষ সবকিছুকেই এড়িয়ে গেছেন এবং পৌঁছিয়েছেন কেবল ফাঁকা বুলিতে। কেননা শত্রু যদি বিপ্লব দমনের লক্ষ্যই 'ঘোষণা' করে, তাহলে প্রতিরোধের যে রূপটা অসম্ভব বলে জানাই আছে সেইটেই গ্রহণ করে যে বিপ্লবী শত্রুর লক্ষ্যটার 'ঘোষণা'র বদলে থেকে বাস্তব **রূপায়ণই** হাসিল করে দেয়, সে খুব খারাপ বিপ্লবী।

দ্বিতীয় যুক্তি: 'ভর্ৎসনাই' আরো বাড়ছে। শত্রুর প্রথম আক্রমণেই যে আপনারা শান্তিতে সম্মতি দিচ্ছেন... রচয়িতারা কি সত্য করেই ভাবেন যে যারা জানুয়ারি মাস থেকে, শত্রুর 'আক্রমণ' সুরু করার আগে দীর্ঘ দিন ধরে শক্তির পারস্পরিক অনুপাত ও বর্তমান মুহূর্তে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ-নির্দিষ্ট সর্তাদি বিশ্লেষণ করে এসেছে তাদের কাছে ও কথাটা প্রত্যয়যোগ্য হবে? 'ভর্ৎসনাকেই' যদি বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে একটা যুক্তি বলে ধরা হয়, তাহলে ও কথাটা কি বুলি হয়ে দাঁড়ায় না??

আমাদের বলা হচ্ছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্তির সম্মতি 'হল আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ার নিকট আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের অগ্রণী বাহিনীর আত্মসমর্পণ'।

পুনরপি বুলি। সাধারণ সত্যগুলোকে এমনভাবে ফাঁপিয়ে তোলা হয়েছে যে তা অসত্য হয়ে উঠছে ও পরিণত হচ্ছে বাগাড়ম্বরে। জার্মান বুর্জোয়া 'আন্তর্জাতিক' বুর্জোয়া নয়, কেননা ইঙ্গ-ফরাসী পুঁজিপতিরা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে আমাদের অস্বীকৃতিকে **অভিনন্দন জানাচ্ছে।** সাধারণভাবে বললে 'আত্মসমর্পণ' খারাপ জিনিস, কিন্তু এই সুবিদিত সত্যটা দিয়ে বিশেষ বিশেষ প্রতিটি পরিস্থিতিরই সমাধান হয় না, কেননা স্পষ্টতই

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লড়াই পরিহার করাকেও আত্মসমর্পণ বলা চলে, কিন্তু **সেরূপ** আত্মসমর্পণ গুরুত্বমনা বিপ্লবীর পক্ষে বাধ্যতামূলক। সাধারণভাবে বললে, তৃতীয় দুমায় যোগদানে রাজী হওয়াটাও ছিল আত্মসমর্পণ, সে সময় আমাদের 'বামপন্থী' বাগাড়ম্বরীরা এটাকে বলেছিল স্তলিপিনের(২০) সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর।

বিপ্লবী সূত্রপাতের দিক থেকে আমরা অগ্রণী বাহিনী, এটা তর্কাতীত, কিন্তু অগ্রণী সাম্রাজ্যবাদের শক্তির সঙ্গে সামরিক সংঘাতের দিক থেকে আমাদের অগ্রণী বাহিনী হতে হলে, সেটা...*

লিখিত: ২৩শে বা
২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮
প্রথম প্রকাশিত ১৯২৯ সালে
লেনিনের বিবিধ সংগ্রহে, ১১শ খণ্ডে

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩—৩৭৫

---

* পাণ্ডুলিপি এইখানেই ছিন্ন। — সম্পাঃ

সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির অধিবেশনে রিপোর্ট ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮ (২১)

কমরেড, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিরা আমাদের কাছে যে সর্ত প্রস্তাব করেছে, তা অশ্রুতপূর্ব রকমের কঠোর, অপরিসীম রকমের পীড়নমূলক, হিংস্র সর্ত। রাশিয়ার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের বুকের ওপর হাঁটু চেপে বসেছে। এই রূপ পরিস্থিতিতে আমার যা দৃঢ় বিশ্বাস সেই তিক্ত সত্যটা আপনাদের কাছে চেপে না রাখলে আমায় বলতেই হবে যে এই সর্তে সই দেওয়া ছাড়া অন্য গত্যন্তর আমাদের নেই। অন্য যে কোনো প্রস্তাবই হবে ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে আরো খারাপ অভিশাপ ডেকে আনা এবং পরে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের কাছে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পরিপূর্ণ (যদি এক্ষেত্রে মাত্রার কথা বলা সম্ভব হয়) অধীনতা, তার দাসত্ব,—নয়ত ভয়ংকর, অপরিসীম দুর্বিষহ, কিন্তু সন্দেহাতীত বাস্তবতাকে কথার প্যাঁচে এড়িয়ে যাবার শোচনীয় প্রচেষ্টা। কমরেড, আপনারা সবাই ভালোই জানেন এবং আপনাদের অনেকেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন, রাশিয়ার উপর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যে বোঝাটা চেপেছে সেটা সকলের কাছেই তর্কাতীত ও বোধগম্য কারণবশত অন্য যে কোনো দেশের চেয়ে বেশি ভয়ংকর ও দুঃসহ; আপনারা তাই জানেন, আমাদের ফৌজ যুদ্ধে যে পরিমাণ নির্যাতিত ও জর্জরিত হয়েছে তা আর কেউ হয় নি; বলশেভিকরা নাকি সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলা ঘটাচ্ছে এই বলে বুর্জোয়া সংবাদপত্র এবং তাদের সহায়ক অথবা সোভিয়েত রাজের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন পার্টিরা আমাদের নামে যেসব অপবাদ রটিয়েছে তা বাজে কথা। ক্রিলেঙ্কো যখন কেরেনস্কির আমলে এনসাইন ছিলেন তখন পেত্রগ্রাদে

যাবার পথে সৈন্যদের মধ্যে তিনি যে প্রচারপত্র পাঠান এবং 'প্রাভদায়' যা পুনঃমুদ্রিত হয় সেটার কথা আপনাদের আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। এতে তিনি বলেছিলেন: কোনো রকম দাঙ্গা নয়, তার জন্য আপনাদের ডাক দিচ্ছি না, আমরা আপনাদের ডাক দিচ্ছি সংগঠিত রাজনৈতিক কর্মে, যথাসম্ভব সংগঠিত হয়ে থাকার চেষ্টা করুন। বলশেভিকদের সবচেয়ে উদগ্র, সৈন্যদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত একজন প্রতিনিধির এই ছিল প্রচার। এই অভূতপূর্ব অপারিসীম রকমের অবসন্ন ফৌজকে টিকিয়ে রাখার জন্য যা কিছু করা যেত, তাকে শক্তিশালী করার জন্য যা কিছু করা সম্ভব ছিল তা করা হয়েছে। এবং আমার যে অভিমত হতাশাব্যঞ্জক বলে মনে হতে পারত, গত এক মাস যাবৎ তা পেশ করা থেকে আমি পুরোপুরি বিরত থাকার পরও যদি আমরা এখন দেখি, যদি আমরা দেখে থাকি যে ফৌজের ক্ষেত্রে অবস্থাটা লঘুভার করার জন্য গত এক মাস যাবৎ যা বলা সম্ভব সবই বলেছি ও যা করা সম্ভব সবই করেছি, তাহলে বাস্তবতা প্রমাণ করেছে যে তিন বছরের যুদ্ধের পর আমাদের ফৌজ কোনোক্রমেই যুদ্ধ করতে পারে না এবং চায় না। এই হল সেই মূল কারণ, সহজ, স্বতঃস্পষ্ট, অতিমাত্রায় তিক্ত ও দুঃসহ কিন্তু একেবারেই পরিষ্কার কারণ কেন সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রকদের পাশাপাশি বাস করতে গেলে, তারা যখন আমাদের বুকের ওপর চেপে বসে তখন শান্তির সর্ত সই করতে আমরা বাধ্য। সেই জন্যই কী দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে নিচ্ছি তার পরিপূর্ণ চেতনা নিয়ে আমি বলেছি এবং ফের বলছি, সোভিয়েত রাজের কোনো একজন প্রতিনিধিরও সে দায়িত্ব পরিহারের অধিকার নেই। অবশ্যই বিপ্লব কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা শ্রমিক কৃষক ও সৈনিকদের কাছে সানন্দে ও সহজে বলা যায়, যেমন সানন্দে ও সহজে সেটা দেখা গিয়েছিল অক্টোবর অভ্যুত্থানের পর। কিন্তু বিপ্লবী যুদ্ধ অসম্ভব, এই তিক্ত, দুর্বিষহ, সন্দেহাতীত সত্যটাকে যখন এবার স্বীকার করার পালা, তখন সে দায়িত্ব পরিহার অমার্জনীয় এবং সোজাসুজি সে দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে হবে। নিজের কর্তব্য পালনে এবং যেটা সত্য সেটা সোজাসুজি বলতে আমি নিজেকে বাধ্য বলে মনে করছি, তা আবশ্যক মনে করছি এবং সেই জন্যই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যারা জানে যুদ্ধটা কী জিনিস, তার জন্য মেহনতীদের কী মূল্য দিতে হয়েছে, শীর্ণতা ও অবসন্নতার কোন পর্যায়ে তারা পৌঁছিয়েছে,

রাশিয়ার সেই মেহনতী শ্রেণী — এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই — আমাদের সঙ্গে একত্রেই এই সব শান্তি সর্ত যে অভূতপূর্ব কঠিন, রূঢ়, জঘন্য তা স্বীকার করছে, এবং তা সত্ত্বেও আমাদের আচরণ সঙ্গত বলে মানবে। তারা বলবে: অবিলম্ব ও ন্যায়সঙ্গত শান্তির সর্ত তোমাদের দিতেই হত, তোমরা দিয়েছিলে, অন্য দেশ আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় কিনা, যে ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের সাহায্য ছাড়া পাকাপাকি সমাজতান্ত্রিক বিজয় সম্ভব নয় তারা আমাদের সাহায্যে আসে কিনা তা দেখার জন্য শান্তিটা বিলম্বিত করার জন্য সম্ভবপর সবকিছু কাজে লাগাতেই হত তোমাদের। আলাপ আলোচনাটা টেনে লম্বা করার জন্য সম্ভবপর সবকিছু আমরা করেছি, সম্ভবপরের বেশিই করেছি, ব্রেস্ত আলাপ আলোচনার পর আমরা যুদ্ধ পরিস্থিতি রহিত বলে ঘোষণা করি, আমাদের অনেকের মতোই এই বিশ্বাস রাখি যে জার্মানির যা অবস্থা তাতে রাশিয়ার উপর তার বর্বর ও পাশবিক আক্রমণ সম্ভব হবে না। এই দফায় আমাদের দুর্বিষহ পরাজয় সইতে হয়েছে এবং পরাজয়কে দেখতে হবে খোলা চোখে। হ্যাঁ, বিপ্লব এতদিন পর্যন্ত এগিয়েছে বিজয় থেকে বিজয়ে। এবার তার গুরুতর পরাজয় হয়েছে। জার্মান শ্রমিক আন্দোলন অতি দ্রুত শুরু হয়েও সাময়িকভাবে স্তব্ধ আছে। আমরা জানি তার মূল কারণগুলো দূর হয় নি, আমরা জানি সে কারণগুলো বাড়তে থাকবে ও অনিবার্যই ছড়াবে, কেননা যন্ত্রণাকর যুদ্ধটা প্রলম্বিতই হচ্ছে, কেননা সাম্রাজ্যবাদের পাশবিকতা ক্রমেই গভীরভাবে নগ্ন হয়ে উদ্ঘাটিত হচ্ছে, রাজনীতির যারা ধার ধারে না বলে মনে হয়, অথবা সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি বুঝতে অক্ষম সেই জনগণের চোখ খুলে দিচ্ছে। এইজন্যই একটা মরীয়া শোচনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যাতে আমরা এই মুহূর্তে শান্তি মানতে বাধ্য হচ্ছি, এবং মেহনতী জনগণ এ কথা বলতে বাধ্য হবে: হ্যাঁ, এরা ঠিক কাজই করেছে, ন্যায়সঙ্গত শান্তির জন্য তারা যথাসাধ্য সবই করেছে, সবচেয়ে পীড়নমূলক ও দুর্ভাগা একটা শান্তিই তাদের মেনে নেওয়া উচিত ছিল, কেননা দেশের অন্য কোনো গত্যন্তর নেই। ওদের অবস্থাটা এমন যে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই চালাতে ওরা বাধ্য, বর্তমানে যদি ওরা পেত্রগ্রাদ ও মস্কোয় এগুনোর অভিসন্ধি চালিয়ে না যায়, তবে তার কারণ ইংলণ্ডের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী লুঠেরা যুদ্ধে তারা বাঁধা, তদুপরি আভ্যন্তরীণ সংকটও আছে। যখন আমায় বলা হয় যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা

কাল বা পরশ্ব আরো খারাপ সর্ত পেশ করতে পারে, তখন আমি বলি, তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে; এ কথা স্বাভাবিক যে হিংস্র পশ্বদের পাশে বাস করতে হলে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে আক্রমণের আশঙ্কা রাখতে হবে। বর্তমানে যদি আমরা যুদ্ধ দিয়ে জবাব দিতে না পারি, তবে তার কারণ শক্তি নেই, কারণ যুদ্ধ করা সম্ভব কেবল জনগণকে নিয়ে। বিপ্লবের সাফল্যে কমরেডদের অনেকেই বিপরীত কথা বললেও সেটা ব্যাপক ঘটনা নয়, আসল জনগণের অভিপ্রায় ও অভিমতের প্রকাশ সেটা নয়; আসল মেহনতী শ্রেণীর কাছে, শ্রমিক ও কৃষকদের কাছে যদি আপনারা যান, তাহলে আপনারা একটা জবাবই শুনবেন: কোনোক্রমেই আমরা যুদ্ধ চালাতে পারি না, দৈহিক শক্তিই নেই, একজন সৈন্য যা বলেছিল, আমরা রক্তে হাবুডুবু খেয়েছি। এই বাধ্যতামূলক ও অভূতপূর্ব রকমের কঠোর শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে এই জনগণ আমাদের বুঝবে ও সঙ্গত বলে মানবে। সম্ভবত উত্থানের জন্য জনগণের যে বিশ্রাম দরকার তাতে কম সময় যাবে না, কিন্তু বিপ্লব উত্থানের যুগে এবং যে যুগে বিপ্লব পতনে নেমেছিল, বিপ্লবী ধ্বনি যখন জনগণের কাছ থেকে সাড়া পায় নি, এই উভয় যুগের বিপ্লবী লড়াইয়ের সুদীর্ঘ বছরগুলির মধ্য দিয়ে যাদের আসতে হয়েছে, তারা জানে যে বিপ্লব তা সত্ত্বেও সর্বদা ফের উত্থিত হয়েছে; সেইজন্যই আমরা বলি: হ্যাঁ, জনগণ এখন যুদ্ধ চালাবার অবস্থায় নেই, সমগ্র তিক্ত সত্যটা এবার জনগণের কাছে সোজাসুজি বলতে সোভিয়েত রাজের প্রতিটি প্রতিনিধিই বাধ্য, অশ্রুতপূর্ব কষ্ট ও তিন বছরের যুদ্ধ এবং জারতন্ত্রের মরীয়া সর্বনাশের কাল কেটে যাবে, জনগণ নিজেদের শক্তি অনুভব করবে ও প্রত্যাঘাতের সম্ভাবনা দেখতে পাবে। বর্তমানে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে উৎপীড়ক, উৎপীড়নের সেরা জবাব অবশ্যই বিপ্লবী যুদ্ধ, অভ্যুত্থান; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইতিহাসে দেখা গেছে যে সর্বদাই অভ্যুত্থান দিয়ে উৎপীড়নের জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না; কিন্তু অভ্যুত্থান থেকে বিরত থাকার অর্থ বিপ্লব থেকে বিরত থাকা নয়। সোভিয়েত রাজের বিরোধীদের প্ররোচনায়, বুর্জোয়া পত্রিকার প্ররোচনায় আত্মসমর্পণ করবেন না; সত্যি, 'জঘন্য শান্তি' ছাড়া, 'ধিক! ধিক!' চিৎকার ছাড়া এ শান্তি প্রসঙ্গে তাদের অন্য কোনো কথা নেই, অথচ এ বুর্জোয়া জার্মান বিজয়ীদের সানন্দে স্বাগত করছে। তারা বলছে: 'যাক, শেষ পর্যন্ত জার্মানরা আসবে, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবে আমাদের জন্য।' এইটে ওরা চাইছে

আর 'জঘন্য শান্তি, লজ্জাকর শান্তির' চিৎকার তুলে উসকাতে চাইছে আমাদের। আমাদের শক্তি নেই এই কথা জেনেই তারা চাইছে সোভিয়েত রাজ যেন লড়াই দেয়, অশ্রুতপূর্ব একটা লড়াই, আমাদের তারা ঠেলে দিচ্ছে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে পরিপূর্ণ দাসত্বের মধ্যে, জার্মান পুলিসের সঙ্গে একটা চুক্তি করে নেবার জন্য, কিন্তু তারা শুধু নিজেদের শ্রেণী স্বার্থটাই প্রকাশ করছে, কেননা তারা জানে যে সোভিয়েত রাজ শক্ত হয়ে উঠছে। এ শান্তির বিরোধীরা যে নিজেদের অসঙ্গত মোহে ভোলাচ্ছে, শুধু তাই নয়, প্ররোচনাতেই আত্মসমর্পণ করেছে, আমার মতে এই সব কণ্ঠ, শান্তির বিরুদ্ধে এই সব চিৎকারই হল তার শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য। না, সর্বনাশা সত্যটার দিকে সোজাসুজি চাইতে হবে: আমাদের সামনে রয়েছে উৎপীড়ক, বুকের ওপর চেপে বসেছে সে, বিপ্লবী সংগ্রামের সর্ববিধ উপায়ে আমরা লড়তে থাকব। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা একটা মরীয়া কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছি, আমাদের সহযোগী তাড়াতাড়ি সাহায্যে আসতে পারছে না, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত এই মুহূর্তে এসে পোঁছতে পারছে না, কিন্তু সে আসবে। যুদ্ধ দিয়ে এই মুহূর্তেই শত্রুর প্রত্যাঘাত দিতে না পারলেও এ বিপ্লবী আন্দোলন মাথা তুলছে এবং সে প্রত্যাঘাত দেবে দেরিতে কিন্তু দেবেই দেবে। (করতালি)

সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশিত হয়
২৫শে (১২ই) ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮
৩৫ নং 'প্রাভদার' সান্ধ্য সংস্করণে

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৬—৩৮০

সম্পূর্ণাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়
১৯২৬ সালে, ন. লেনিনের
(ভ. উলিয়ানভ) রচনা-সংগ্রহে,
২০শ খণ্ডে, ২য় ভাগে

দুর্ভাগা শান্তি

প্রবন্ধ থেকে

প্রবল যখন দুর্বলের বুকে চেপে বসে, তখন দুর্ভাগ্যজনক, অপরিসীম কঠোর, অসীম হীনতাসূচক শান্তিতে স্বাক্ষর করা অবিশ্বাস্য রকমের, অভূতপূর্ব রকমের কঠিন। কিন্তু হতাশায় আত্মসমর্পণ করা অমার্জনীয়, এ কথা ভোলা চলে না যে ইতিহাসে আরো বেশি হীনতাসূচক, আরো বেশি দুর্ভাগ্যজনক গুরুভার শান্তির দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। তাহলেও বর্বর নিষ্ঠুর বিজয়ীর দ্বারা দলিত জনগণ সুস্থ হয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে।

ভিলহেল্‌ম বর্তমানে রাশিয়াকে যে পরিমাণে দলিত ও লাঞ্ছিত করছে, প্রথম নেপোলিয়ন তার চেয়ে অনেক বেশি দলিত ও লাঞ্ছিত করেছিল প্রাশিয়াকে (২২)। বেশ কয়েক বৎসর ধরে নেপোলিয়ন ছিল ইউরোপ মহাদেশের পুরোপুরি দিগ্বিজয়ী, এবং প্রাশিয়ায় তার বিজয় ছিল রাশিয়ায় ভিলহেল্‌মের বিজয়ের চেয়ে অনেক বেশি চূড়ান্ত। কিন্তু কয়েক বছর পরেই প্রাশিয়া সুস্থ হয়ে ওঠে ও মুক্তি যুদ্ধে নেপোলিয়নের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে এবং সেটা মোটেই এমন সব ডাকাতে রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য না নিয়ে নয় যারা নেপোলিয়নের সঙ্গে মুক্তি যুদ্ধ নয়, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই চালিয়েছিল।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধগুলি চলতে থাকে বহু বছর, পুরো একটা যুগ ধরে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে বিজড়িত সাম্রাজ্যবাদী* সম্পর্কের একটা অস্বাভাবিক রকমের জটিল জাল দেখা দিয়েছিল তাতে। আর তার পরিণামে যুদ্ধ ও ট্র্যাজেডিতে (গোটাগুটি এক একটা জাতির

---

* সাধারণভাবে পরদেশ লুণ্ঠনকে আমি এখানে সাম্রাজ্যবাদ বলছি এবং সে লুঠের বখরার জন্য হিংস্রকদের যুদ্ধকে বলছি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ।

ট্র্যাজেডি) অস্বাভাবিক পরিপূর্ণ এই যুগের মধ্য দিয়ে ইতিহাস এগিয়ে যায় সামন্ততন্ত্র থেকে 'স্বাধীন' পুঁজিবাদে।

বর্তমানে ইতিহাস সামনে এগুচ্ছে আরো দ্রুত, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে দলিত হয়েছে ও হচ্ছে এরূপ একগুচ্ছ জাতির ট্র্যাজেডি আরো অপরিসীম রকমের ভয়ংকর। সাম্রাজ্যবাদী এবং জাতীয় মুক্তি প্রবাহ, আন্দোলন ও আকাঙ্ক্ষার বিজড়নও বর্তমান, তবে তার এই একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য আছে যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলো অসীম দুর্বল আর সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলনগুলো অসীম পরাক্রান্ত। কিন্তু ইতিহাস অটলভাবেই সামনে এগুচ্ছে এবং প্রতিটি অগ্রসর দেশের গর্ভেই পেকে উঠছে — সবকিছু সত্ত্বেও পেকে উঠছে — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, পূর্বের বুর্জোয়া বিপ্লবের চেয়ে অনেক বেশি গভীর, জনধর্মী ও পরাক্রান্ত বিপ্লব।

সেইজন্যই বারম্বার বলি: হতাশা সবচেয়ে অমার্জনীয়। শান্তির সর্ত অপরিসীম গুরুভার। কিন্তু যতই হোক, ইতিহাস তার স্বরূপ ধারণ করবে, — আমাদের সকলের যা ইচ্ছা তত তাড়াতাড়ি না হলেও — আমাদের সাহায্যে আসবে অবিচলে পেকে ওঠা অন্যান্য দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

হিংস্রকরা আমাদের ঘেরাও করেছে, আমাদের দলিত ও লাঞ্ছিত করেছে — এ চাপ আমরা সইতে পারব বিশ্বে আমরা একলা নই। আমাদের আছে বন্ধু, পক্ষপাতী, বিশ্বাসী সহায়ক। দেরি হয়েছে ওদের — ওদের ইচ্ছাধীন নয় এমন একগুচ্ছ কারণের জন্য — তবু আসবেই ওরা।

সংগঠন, সংগঠন, সংগঠনের কাজে লাগুন। সবকিছু অগ্নিপরীক্ষা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ আমাদের।

'প্রাভদা', ৩৪ নং
২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৮২—৩৮৩

পৃথক ও রাজ্যগ্রাসী শান্তির প্রশ্নে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির দৃষ্টিভঙ্গি

প্রিয় কমরেডগণ,

জার্মান সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত শান্তির সর্তে কেন্দ্রীয় কমিটি সম্মত হচ্ছে কী কারণে তা বোঝাবার জন্য আপনাদের কাছে হাজির হওয়া আবশ্যক বলে কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক ব্যুরো মনে করে। সাংগঠনিক ব্যুরো এই সব ব্যাখ্যা নিয়ে আপনাদের দ্বারস্থ হচ্ছে, কমরেড, এই উদ্দেশ্যে, যাতে দুই কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য সমগ্র পার্টির প্রতিনিধিত্বকারী কেন্দ্রীয় কমিটির দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে পার্টির সমস্ত সভ্য ব্যাপকভাবে ওয়াকিবহাল থাকে। সাংগঠনিক ব্যুরো এ কথা বলা আবশ্যক মনে করে যে শান্তি সর্ত স্বাক্ষরের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঐক্যমত ছিল না। কিন্তু সিদ্ধান্ত যখন গৃহীত হয়েছে তখন সমস্ত পার্টিকেই তা সমর্থন করতে হবে। কিছু কাল পরেই পার্টি কংগ্রেস বসবে, সমগ্র পার্টির সত্যকার অভিমত কেন্দ্রীয় কমিটি কতটা সঠিকভাবে প্রকাশ করেছে এ প্রশ্নের নিরসন হতে পারবে শুধু সেই কংগ্রেসেই। কংগ্রেসের আগে পর্যন্ত পার্টি সভ্যরা পার্টি কর্তব্যের খাতিরে, আমাদের নিজস্ব পঙক্তির ঐক্য রক্ষার খাতিরে, নিজেদের কেন্দ্রীয় পরিচালক সংস্থা, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করে যাবেন।

বর্তমান মুহূর্তে (২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮) জার্মানির সঙ্গে রাজ্যগ্রাসী, অসম্ভব গুরুভার শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের একান্ত আবশ্যিকতা দেখা দিচ্ছে সর্বাগ্রে এই কারণে যে আমাদের ফৌজ নেই, আমরা আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ।

সবাই জানেন কেন ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবরের পর, প্রলেতারিয়েত

ও দরিদ্রতম কৃষকদের একনায়কত্ব জয়লাভ করার পর আমরা প্রতিরক্ষাবাদী হয়ে দাঁড়িয়েছি, কেন আমরা পিতৃভূমি রক্ষার পক্ষে।

যখন নিজেদের ফৌজ নেই অথচ শত্রু আপাদমস্তক সশস্ত্র ও চমৎকার প্রস্তুত, তখন সামরিক সংঘর্ষে নিজেদের জড়িয়ে পড়তে দেওয়া পিতৃভূমি রক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অমার্জনীয়।

সোভিয়েতগুলির যারা নির্বাচক, শ্রমিক কৃষক ও সৈনিক জনগণের সেই বিপুল অধিকাংশই যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তা সুবিদিত থাকায় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পক্ষে যুদ্ধ চালানো চলে না। সে যুদ্ধ হবে হঠকারিতা। কিন্তু এমন কি অত্যধিক কঠোর শান্তি চুক্তিতেও এ যুদ্ধ যদি থেমে যায় এবং তারপর জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা ফের রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণমূলক যুদ্ধ চালাতে চায়, তাহলে সেটা হবে অন্য ব্যাপার। তখন সোভিয়েতগুলির অধিকাংশই নিশ্চিতই যুদ্ধের পক্ষে দাঁড়াবে।

বর্তমানে যুদ্ধ চালানোর অর্থ কার্যত রুশ বুর্জোয়ার প্ররোচনায় আত্মসমর্পণ করা। তারা ভালোই জানে যে রাশিয়া এখন অরক্ষিত, জার্মানদের নগণ্য একটা সৈন্যবলেই রাশিয়া বিধ্বস্ত হবে, প্রধান প্রধান রেলপথ ছিন্ন করতে পারলেই পেত্রগ্রাদ ও মস্কোকে তারা ক্ষিদেয় মেরে দখল করতে পারবে। বুর্জোয়ারা যুদ্ধ চায় কেননা তারা চায় সোভিয়েত রাজকে উচ্ছেদ করে জার্মান বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোস। জার্মানদের আগমনে দ্ভিনস্ক আর রেজিৎসায়, ভেন্দেন আর গাপসালে, মিনস্কে ও দ্রিসায় বুর্জোয়াদের জয়োল্লাস তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

বিপ্লবী যুদ্ধের সমর্থন বর্তমান মুহূর্তে অনিবার্যই একটা বিপ্লবী বুলি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কেননা ফৌজ এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রস্তুতি ছাড়া অগ্রসর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আধুনিক যুদ্ধ চালানো বিধ্বস্ত কৃষক দেশের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ আমাদের বন্দী করে দমন করবে তার প্রতিরোধ যে আবশ্যক তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু সশস্ত্র অভ্যুত্থান মারফত প্রতিরোধ এবং এই মুহূর্তেই প্রতিরোধ যখন **সেরূপ** প্রতিরোধ আমাদের পক্ষে নিষ্ফল এবং জার্মান ও রুশ বুর্জোয়ার পক্ষে লাভজনক বলেই জানা আছে—এ দাবিটা হবে ফাঁকা বুলি।

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সহায়তার যুক্তিতে এই মুহূর্তেই বিপ্লবী যুদ্ধের সমর্থনও একই রকম ফাঁকা বুলি। জার্মান

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে অকাল যুদ্ধে নেমে আমরা যদি তাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ধ্বংসের কাজটা সহজ করে দিই, তাহলে জার্মান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রের স্বার্থে সাহায্য করা হবে না, ক্ষতি করাই হবে। সর্বাঙ্গীণ একাগ্র ও প্রণালীবদ্ধ কাজ মারফত সমস্ত দেশের অভ্যন্তরে কেবল বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদীদেরই সাহায্য করা দরকার, কিন্তু জিনিসটা হঠকারিতা বলে যখন জানাই আছে তখন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের হঠকারিতায় নামা মার্কসবাদীর শোভা পায় না।

লিবক্নেখত যদি ২—৩ সপ্তাহের মধ্যে জয়লাভ করেন (সেটা সম্ভব) তাহলে নিশ্চয় তিনি আমাদের সমস্ত দুরূহতা থেকে উদ্ধার করবেন। কিন্তু আগামী কয়েক সপ্তাহেই লিবক্নেখত অনিবার্যই ও অবশ্যই জয়লাভ করবেন, জনগণের কাছে তা অঙ্গীকার করার কথা ভাবলে একেবারেই মূর্খামি হবে ও সমস্ত দেশের মেহনতীদের ঐক্যের মহান ধ্বনিটিকে পরিণত করা হবে তামাশায়। 'বিশ্ব বিপ্লবের ওপর আমরা ভরসা রেখেছি' এই মহান ধ্বনিটিকেও ঠিক ওই রকম যুক্তিতে পরিণত করা হয় একেবারেই ফাঁকা একটা বুলিতে।

অবস্থাটা অবজেকটিভভাবে ১৯০৭ সালের গ্রীষ্মের অনুরূপ। তখন আমাদের দলিত ও বন্দী করেছিল রুশ রাজতন্ত্রী স্তলিপিন, এখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদী। তখন অবিলম্ব অভ্যুত্থানের যে ধ্বনিটা দুঃখের বিষয় সমগ্র সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টিকে (২৩) পেয়ে বসেছিল, দেখা গেল সেটা একটা ফাঁকা বুলি। বর্তমানে, এই মুহূর্তে বিপ্লবী যুদ্ধের ধ্বনিটা স্পষ্টতই ফাঁকা বুলি — এতে আকৃষ্ট হচ্ছে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, যারা দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের যুক্তিরই পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে। আমরা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের হাতে বন্দী, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের এই নাটের গুরুটিকে উচ্ছেদ করার জন্য একটা কঠিন ও দীর্ঘ সংগ্রাম আমাদের চালাতে হবে। সে সংগ্রামটা নিঃসন্দেহেই সমাজতন্ত্রের জন্য শেষ ও চরম সংগ্রাম, কিন্তু বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের নাটের গুরুর বিরুদ্ধে ঠিক এই মুহূর্তেই সশস্ত্র অভ্যুত্থান মারফত সংগ্রাম সুরু করা হবে হঠকারিতা, মার্কসবাদীরা কখনো সে কাজ করবে না।

দেশের প্রতিরক্ষাসামর্থ্য গঠন, সর্বত্রই আত্মশৃঙ্খলার প্রণালীবদ্ধ, অবিচল ও সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি, গুরুভার পরাজয়টার সদ্ব্যবহার করে দেশের অর্থনৈতিক উত্থান ও সোভিয়েত রাজের সংহতির উদ্দেশ্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলার

উন্নয়ন — এই হল বর্তমানের কর্তব্য, এই হল মুখের কথায় নয় কাজের ক্ষেত্রে বিপ্লবী যুদ্ধের প্রস্তুতি।

উপসংহারে সাংগঠনিক ব্যুরো এ কথা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করে যে আজও পর্যন্ত জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ যেহেতু বন্ধ হয় নি, তাই পার্টির সমস্ত সভ্যকে সম্মিলিত প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। এমন কি চূড়ান্ত রকমের কঠোর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেও যদি নতুন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতির সময় না পাওয়া যায়, তাহলে একেবারেই খোলাখুলি প্রতিরোধের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগের আবশ্যকতার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করতে হবে আমাদের পার্টিকে।

যদি সময় লাভ করার, সাংগঠনিক কাজের জন্য যদি স্বল্প একটা অবকাশের সম্ভাবনা থাকে, তবে সেটা কার্যকরী করতে আমরা বাধ্য। যদি বিলম্বিত করার উপায় না থাকে, তাহলে সংগ্রামের জন্য, সর্বাধিক উদ্যোগে আত্মরক্ষার জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানাতে হবে পার্টিকে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পার্টির কাছে, স্বদেশের শ্রমিক শ্রেণীর কাছে, জনগণ ও প্রলেতারিয়েতের কাছে নিজেদের যা কর্তব্য সেটা পার্টির সমস্ত সভ্যই পালন করবে। সোভিয়েত রাজকে রক্ষা করা মারফত আমরা সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতকে তাদের নিজস্ব বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য কঠিন ও দুরূহ সংগ্রামে সর্বোত্তম, সর্বাধিক প্রবল সহায়তাই দেব। কিন্তু রাশিয়ায় সোভিয়েত রাজের অপমৃত্যু — বর্তমান মুহূর্তে সমাজতন্ত্রের কর্মযজ্ঞের ওপর এর চেয়ে বড়ো আঘাত আর হয় না, হতে পারে না।

কমরেডী অভিনন্দন সহ,

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক)

সাংগঠনিক ব্যুরো

লিখিত: ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮
মুদ্রিত: ২৬শে (১৩ই) ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮
'প্রাভদা' ৩৫ নং

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৯—৩৯২

কঠিন হলেও হিতকর শিক্ষা

১৯১৮ সালের ১৮ই থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারি—রুশ এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবের ইতিহাসে এই সপ্তাহটা একটা মহান ইতিহাসিক মোড় পরিবর্তন বলে গণ্য হবে।

যুদ্ধের ঘটনা ধারায় জাগরিত কৃষক সম্প্রদায়ের একাংশ ও বুর্জোয়ার সঙ্গে একত্রে রুশ প্রলেতারিয়েত ১৯১৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে। ১৯১৭ সালের ২১শে এপ্রিল প্রলেতারিয়েত উচ্ছেদ করে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার একাধিপত্য, ক্ষমতা তুলে দেয় বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোসকারী পেটি বুর্জোয়াদের হাতে। ৩রা জুলাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শোভাযাত্রায় নামা শহুরে প্রলেতারিয়েত আপোসকারীদের সরকারকে ঝাঁকুনি দেয়। ২৫শে অক্টোবর তারা সরকারের উচ্ছেদ করে এবং প্রতিষ্ঠা করে শ্রমিক শ্রেণী ও দরিদ্রতম কৃষকদের একনায়কত্ব।

এ বিজয়কে রক্ষা করতে হয় গৃহযুদ্ধে। তাতে লাগে প্রায় তিন মাস, গাৎচিনার উপকণ্ঠে কেরেনস্কির ওপর জয়লাভ দিয়ে শুরু করে মস্কো, ইর্কুৎস্ক, ওরেনবুর্গ, কিয়েভে বুর্জোয়া, শিক্ষার্থী অফিসার (২৪) ও প্রতিবিপ্লবী কসাকদের একাংশকে পরাস্ত করে দন-তীরের রোস্তভে কালেদিন, কর্নিলভ ও আলেক্সেয়েভের ওপর বিজয়ে তা শেষ হয়।

প্রলেতারীয় অভ্যুত্থানের আগুন জ্বলে ওঠে ফিনল্যান্ডে। দাবদাহ লাফিয়ে যায় রুমানিয়ায়।

আভ্যন্তরীণ ফ্রন্টে জয়লাভ হয় অপেক্ষাকৃত সহজে, কেননা টেকনিক বা সংগঠন কোনো দিক থেকেই শত্রুর কোনো প্রাধান্য ছিল না, পায়ের নিচে

ছিল না কোনো অর্থনৈতিক বনিয়াদ, জনগণের মধ্যে কোনো নির্ভরস্থল। বিজয়ের সহজতায় নেতাদের অনেকের মাথাই না ঘুরে যায় নি। দেখা দেয় 'তুড়ি মেরে বেরিয়ে যাবার' মেজাজ।

ফ্রন্ট ছেড়ে যাওয়া, দ্রুত ভেঙে পড়া সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলাটা তারা দেখেও দেখে না। বিপ্লবী বুলিতে মাতাল হয়ে পড়েছে তারা। সে বুলি তারা টেনে এনেছে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামের ক্ষেত্রে। সাম্রাজ্যবাদের হামলা থেকে রাশিয়ার সাময়িক 'মুক্তিটাকে' তারা ধরে নিয়েছে স্বাভাবিক বলে, যখন আসলে এই 'মুক্তিটা' ঘটেছে কেবল ইঙ্গ-ফরাসী হিংস্রকদের সঙ্গে জার্মান হিংস্রকের যুদ্ধে একটা বিরতির ফলে। অস্ট্রিয়া ও জার্মানিতে গণ ধর্মঘটের সূত্রপাতটাকে তারা ধরে নেয় বিপ্লব বলে, তাতে যেন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের দিক থেকে কোনো গুরুতর বিপদ থেকে আমরা পরিত্রাণ পেয়ে গেছি। যে জার্মান বিপ্লবের জন্ম হচ্ছে অতিশয় কঠিন ও দুরূহ অবস্থায় তাকে সহায়তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কার্যকরী, একটানা কাজের বদলে দেখা দিয়েছে তুড়ি মারার অভ্যাস: 'রাখো তোমার জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের — লিবক্লেখতের সঙ্গে একত্রে আমরা এখুনি ওদের ঠাণ্ডা বানিয়ে দেব!'

১৯১৮ সালের ১৮ই থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারি, দ্ভিনস্ক দখল থেকে প্স্কভ দখল (পরে পুনরধিকৃত) — সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ওপর সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির সামরিক অভিযানের এই সপ্তাহটা একটা তিক্ত, ক্ষুব্ধ ও দুঃসহ হলেও একটা উপকারী ও হিতকর শিক্ষা দিয়েছে। এই সপ্তাহ ধরে সরকারের দপ্তরে যে দুই ধারার টেলিগ্রাম ও টেলিফোন সংবাদ এসেছে তার তুলনাটা কী অপরিসীম শিক্ষাপ্রদই না হবে! একদিকে 'দৃঢ় সংকল্প' বিপ্লবী বুলির অসংযত বন্যা — কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির শনিবারের অধিবেশনে 'বামপন্থী' (হুঁ... হুঁ...) সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি স্টেইনবের্গের এই কায়দার অপূর্ব ভাষণটির কথা মনে করলে বলা যেতে পারে স্টেইনবের্গী বুলি। অন্যদিকে বাহিনীগুলির ঘাঁটি ধরে রাখতে অস্বীকৃতি, এমন কি নার্ভা লাইন রক্ষা করতে অস্বীকার, পিছু হটার সময় সবকিছু ধ্বংস করার নির্দেশ পালন না হওয়ার কণ্টকর লজ্জাকর সংবাদ। পলায়ন, বিশৃঙ্খলা, আনাড়ীপনা, অসহায়তা ও শৈথিল্যের কথা ছেড়েই দিলাম।

তিক্ত, শোকাবহ, দুঃসহ — আবশ্যক, হিতকর, উপকারী শিক্ষা!

এই ঐতিহাসিক শিক্ষা থেকে সচেতন, চিন্তাশীল শ্রমিক তিনটি সিদ্ধান্ত টানবে: পিতৃভূমি রক্ষা, দেশের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক যুদ্ধ প্রসঙ্গে আমাদের মনোভাব নিয়ে; বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষের পরিস্থিতি নিয়ে; আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি আমাদের মনোভাবের প্রশ্নটিকে সঠিকভাবে হাজির করা নিয়ে।

১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর থেকে আমরা এখন দেশরক্ষাবাদী, এই তারিখ থেকেই আমরা পিতৃভূমি রক্ষার পক্ষে। কেননা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কচ্ছেদটা আমরা **কাজে** দেখিয়েছি। নোংরা ও রক্তমাখা সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি-চক্রান্তগুলিকে আমরা নাকচ করেছি ও প্রকাশ করেছি। **নিজেদের** বুর্জোয়াকে আমরা উচ্ছেদ করেছি। যে সব জাতিকে **আমরা** নিপীড়িত করতাম তাদের স্বাধীনতা দিয়েছি। জনগণকে আমরা দিয়েছি জমি ও শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ। আমরা রাশিয়ার সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রক্ষার পক্ষে।

কিন্তু আমরা ঠিক পিতৃভূমি রক্ষার পক্ষে বলেই দেশের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য ও সমর প্রস্তুতির প্রতি **গুরুত্বপূর্ণ** মনোভাব দাবি করি আমরা। বিপ্লবী যুদ্ধের বিপ্লবী বুলির বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম ঘোষণা করছি আমরা। সে যুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়া দরকার দীর্ঘকাল ধরে, গুরুত্ব সহকারে, শুরু করতে হবে দেশের অর্থনৈতিক উত্থান দিয়ে, রেলপথের সুব্যবস্থা দিয়ে (কেননা রেলপথ ছাড়া আধুনিক যুদ্ধ একটা শূন্যগর্ভ বুলি), সর্বত্রই কঠোরতম বিপ্লবী শৃঙ্খলা ও আত্মশৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।

যখন জানাই আছে যে সৈন্য নেই তখন অপরিসীম রকমের প্রবল ও প্রস্তুত শত্রুর সঙ্গে সামরিক সংঘাতে নামা, এ হল পিতৃভূমি রক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অপরাধ। পিতৃভূমি রক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সর্বাধিক কঠোর, পীড়নমূলক, বর্বর, লজ্জাকর শান্তিতে স্বাক্ষর দিতে আমরা বাধ্য — সাম্রাজ্যবাদের কাছে 'আত্মসমর্পণ করার' জন্য নয়, গুরুত্ব সহকারে কার্যকর রূপে তার সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে শেখা ও তৈরি হবার জন্য।

বিগত সপ্তাহটা রুশ বিপ্লবকে তুলে দিয়েছে বিশ্ব ঐতিহাসিক বিকাশের অপরিসীম রকমের উঁচু একটা স্তরে। এই কয়েক দিনে ইতিহাস সামনে এগিয়ে গেছে হঠাৎ কয়েক ধাপ উঁচুতে।

এতদিন পর্যন্ত আমাদের সামনে ছিল সামান্য তুচ্ছ-নগণ্য সব শত্রু (বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের তুলনায়), কোনো এক ইডিয়ট রমানভ(২৫), মুখসর্বস্ব কেরেনস্কি, শিক্ষার্থী অফিসার ও বুর্জোয়াদের কিছু দঙ্গল। এবার আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে সংস্কৃতিমান, প্রথম শ্রেণীর টেকনিকে সশস্ত্র, চমৎকার সংগঠিত এক সাম্রাজ্যবাদের দানব। তার সঙ্গে লড়তে **হবে**। তার সঙ্গে লড়তে **জানা** চাই। তিন বছরের যুদ্ধে অভূতপূর্ব সর্বনাশের মাত্রায় উপনীত যে কৃষক-দেশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করেছে, তাকে সামরিক সংঘাত এড়াতে হবে — কঠোরতম আত্মত্যাগের মূল্যে হলেও যতদিন সম্ভব তা এড়াতে হবে— একান্তই এই জন্য যাতে 'সর্বশেষ চূড়ান্ত লড়াই' প্রজ্বলিত হয়ে ওঠার মুহূর্ত নাগাদ গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা করার সুযোগ থাকে।

সে লড়াইটা জ্বলে উঠবে কেবল তখন যখন অগ্রসর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেখা দেবে। সে বিপ্লব নিঃসন্দেহেই প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে পেকে উঠছে, শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এই পরিপক্কমান শক্তিটাকে সাহায্য করতে **হবে**। তাকে সাহায্য করতে **জানা** চাই। তার সাহায্য করা হবে না, ক্ষতি করাই হবে যদি পার্শ্ববর্তী সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংসে পাঠাই এমন এক মুহূর্তে যখন জানাই আছে যে তার ফৌজ নেই।

'ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের ওপরেই আমাদের ভরসা' এই মহান ধ্বনিটিকে ফাঁকা বুলিতে পরিণত করার প্রয়োজন নেই। এটা একটা সত্য কথা — যদি সমাজতন্ত্রের পুরোপুরি বিজয়লাভের দীর্ঘ ও দুরূহ পথটার কথা মনে রাখি। এটা একটা তর্কাতীত দার্শনিক ঐতিহাসিক সত্য— যদি সমগ্রভাবে 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের' গোটা 'যুগটাকে' ধরি। কিন্তু **যে কোনো** প্রত্যক্ষ-নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে গেলে সমস্ত বিমূর্ত সত্যই পরিণত হয় ফাঁকা বুলিতে। 'প্রতিটি ধর্মঘটের মধ্যেই নিহিত আছে সমাজ বিপ্লবের রক্তবীজ' — এ কথা সত্য। প্রতিটি ধর্মঘট থেকেই তৎক্ষণাৎ বিপ্লবে এগিয়ে যাওয়া যাবে — এটা বাজে কথা। 'ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের ওপরেই আমাদের ভরসা' যদি এই অর্থে রাখি যে জনসাধারণের কাছে আমরা অঙ্গীকার করছি যে ইউরোপীয় বিপ্লব সামনের কয়েক সপ্তাহে অনিবার্যই জ্বলে উঠবে ও জয়লাভ করবে জার্মানরা পেত্রগ্রাদ পর্যন্ত, মস্কো পর্যন্ত, কিয়েভ পর্যন্ত পৌঁছতে পারার আগেই, তারা আমাদের

রেল পরিবহণকে 'সম্পূর্ণ ধ্বংস' করতে পারার আগেই, তাহলে আমাদের আচরণ হবে গুরুত্বমনা বিপ্লবী-আন্তর্জাতিকতাবাদীদের মতো নয়, হঠকারীদের মতো।

দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে যদি লিবক্নেখত বুর্জোয়াদের পরাস্ত করতে পারেন (সেটা অসম্ভব নয়) তাহলে সমস্ত বিঘ্ন থেকে তিনি আমাদের উদ্ধার করবেন। সেটা তর্কাতীত। কিন্তু লিবক্নেখত নিশ্চয়ই ঠিক সামনের কয়েক সপ্তাহেই জয়লাভ করবেন এই আশায় যদি আমরা আজকের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামে আমাদের আজকের রণকৌশল স্থির করি, তাহলে আমরা কেবল টিটকারি লাভেরই যোগ্য হব। বর্তমান কালের মহত্তম বিপ্লবী ধ্বনিটাকে আমরা পরিণত করব বিপ্লবী ফাঁকা বুলিতে।

বিপ্লবের দুঃসহ তবু হিতকর শিক্ষাটা থেকে শিক্ষা নিন কমরেড শ্রমিকেরা! পিতৃভূমি রক্ষার জন্য, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্য গুরুত্ব সহকারে, প্রাণপণে, অটলভাবে তৈরি হোন!

'প্রাভদা', ৩৫ নং (সান্ধ্য সংস্করণ)
২৫শে (১২ই) ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮
স্বাক্ষর: লেনিন

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৩—৩৯৭

অদ্ভুত ও বিকট

আমাদের পার্টির মস্কো আঞ্চলিক ব্যুরো ১৯১৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারির সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছে, 'অস্ট্রিয়া-জার্মানির সঙ্গে শান্তি চুক্তির সর্ত কার্যকরী করায় সম্পর্ক থাকবে' কেন্দ্রীয় কমিটির এরূপ সব নির্দেশ মান্য করতে অস্বীকার করেছে, এবং সিদ্ধান্তের 'ব্যাখ্যা ভাষ্যে' ঘোষণা করেছে যে তারা 'নিকট ভবিষ্যতে পার্টির মধ্যে ভাঙন প্রায় অনিবার্য বলে গণ্য করছে'।*

এ সবের মধ্যে যেমন অদ্ভুত কিছু নেই তেমনি বিকটও কিছু নেই। খুবই স্বাভাবিক যে পৃথক শান্তির প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে তীব্র মতভেদ থাকায় কমরেডরা কেন্দ্রীয় কমিটির তীব্র নিন্দা করতে পারেন এবং অনিবার্য ভাঙনের বিশ্বাস জানাতে পারেন। এ সবই পার্টি সভ্যের বৈধতম অধিকার এবং তা খুবই বোঝা যায়।

কিন্তু অদ্ভুত ও বিকট হল এইটে: সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে একটি 'ব্যাখ্যা ভাষ্য'। সেটির পূর্ণ পাঠ দেওয়া হল:

---

* সিদ্ধান্তের পুরো বয়ানটা এই: 'কেন্দ্রীয় কমিটির ক্রিয়াকলাপের আলোচনান্তে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির মস্কো আঞ্চলিক ব্যুরো কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কর্মধারা ও সংবিন্যাসের কারণে তার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করছে ও প্রথম সুযোগেই তার পুনর্নির্বাচন দাবি করবে। তাছাড়াও, অস্ট্রিয়া-জার্মানির সঙ্গে শান্তি চুক্তির সর্ত কার্যকরী করার সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে কেন্দ্রীয় কমিটির তেমন কোনো নির্দেশ যাই হোক না কেন মানতে বাধ্য বলে মস্কো আঞ্চলিক ব্যুরো স্বীকৃত নয়।' একমতে গৃহীত।

'মস্কো আঞ্চলিক ব্যুরো নিকট ভবিষ্যতে পার্টির মধ্যে ভাঙন প্রায় অনিবার্য বলে গণ্য করছে এবং পৃথক শান্তি চুক্তির পক্ষপাতী তথা পার্টির মধ্যস্থ নরমপন্থী সমস্ত সুবিধাবাদী, উভয়ের বিরুদ্ধেই সংগ্রামী সমস্ত একনিষ্ঠ বিপ্লবী কমিউনিস্টদের ঐক্য গঠনে সাহায্য করার কর্তব্য নিচ্ছে। **আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থে আমরা সোভিয়েত রাজ বিসর্জনের সম্ভাবনা মেনে চলা সঙ্গত মনে করি—এ সোভিয়েত রাজ বর্তমানে নিতান্তই নামসর্বস্ব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।** আগের মতোই আমরা অন্য সমস্ত দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবনা প্রসার, দৃঢ়হস্তে শ্রমিক একনায়কত্ব কার্যকরী করা ও রাশিয়ায় বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের নির্মম দমন আমাদের মূল কর্তব্য বলে গণ্য করি।'

এখানে যে কথাগুলি আমরা চিহ্নিত করে দিয়েছি সেগুলিই... অদ্ভুত ও বিকট।

এখানেই মূলকথা।

এই কথাগুলিতে সিদ্ধান্ত-লেখকদের সমস্ত কর্মনীতিটাই বাতুলতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই কথাগুলিতেই অসাধারণ স্পষ্টতায় উদ্ঘাটিত হচ্ছে তাদের ভ্রান্তির মূল।

'আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থে সোভিয়েত রাজ বিসর্জনের সম্ভাবনা মেনে চলা সঙ্গত'... এটা অদ্ভুত কেননা পূর্বপ্রত্যয় ও সিদ্ধান্তের মধ্যে সম্পর্কটাও নেই। 'আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থে সোভিয়েত রাজের **সামরিক পরাজয়** মেনে চলা সঙ্গত', থিসিসটা এরূপ হলে তা সঠিক বা বেঠিক হতে পারত, কিন্তু তাকে নিশ্চয় অদ্ভুত বলা চলত না। এই হল প্রথম কথা।

দ্বিতীয়ত: সোভিয়েত রাজ 'বর্তমানে নিতান্তই নামসর্বস্ব হয়ে দাঁড়াচ্ছে'। এটা শুধু আর অদ্ভুত নয়, একেবারে বিকট। বোঝাই যায় রচয়িতারা দারুণ জট পাকিয়ে বসেছেন। জটটা খুলতেই হয়।

প্রথম প্রশ্নে রচয়িতাদের ভাবনাটা বোঝাই যাচ্ছে এই রকম: আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থে যুদ্ধে পরাজয়ের সম্ভাবনা মেনে চলা সঙ্গত, সে পরাজয়ের পরিণাম সোভিয়েত রাজের বিসর্জন অর্থাৎ রাশিয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিজয়। এই ভাবনাটাকে ভাষা দিয়ে রচয়িতারা পরোক্ষে আমার থিসিসের সঠিকতাই মেনে নিচ্ছেন (১৯১৮ সালের ৮ই জানুয়ারির থিসিস, ১৯১৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি 'প্রাভদায়' প্রকাশিত)*, যথা: জার্মানির প্রস্তাবিত শান্তির সর্ত

---

* বর্তমান সঙ্কলনের পৃঃ ৫—১৪ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

গ্রহণ না করলে পরিণাম হবে রাশিয়ার পরাজয় এবং সোভিয়েত রাজের ধ্বংস।

এই ভাবেই la raison finit toujours par avoir raison — সত্যের জয় সর্বদাই। আমার 'চরমপন্থী' বিরোধীদের, ভাঙনের হুমকি দেওয়া মস্কোওয়ালাদের উচিত ছিল — প্রকাশ্যে ভাঙনের কথা তুলছেন বলেই — উচিত ছিল তাঁদের **সুনির্দিষ্ট** যুক্তিগুলিকে পুরোপুরি ঘোষণা করা, ঠিক সেই সব যুক্তি যা বিপ্লবী যুদ্ধের সাধারণ বুলির আড়াল নেওয়া লোকেরা এড়িয়ে যেতেই পছন্দ করেন। আমার সমস্ত থিসিস ও সমস্ত যুক্তির মূলকথাটা (আমার ১৯১৮ সালের ৭ই জানুয়ারির থিসিসগুলি যাঁরাই মন দিয়ে পড়বেন তাঁরাই দেখবেন) হল এই যে, যুগপৎ গুরুত্ব সহকারে বিপ্লবী যুদ্ধের **প্রস্তুতি** চালাবার সঙ্গে সঙ্গে (গুরুত্ব সহকারে এই প্রস্তুতির **স্বার্থেই**) **এক্ষুণি,** এই মুহূর্তে অতি দুঃসহ সন্ধি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখানো হয় তাতে। বিপ্লবী যুদ্ধের সাধারণ বুলিতে যাঁরা সীমাবদ্ধ থেকেছেন তাঁরা আমার যুক্তির মূলকথাটা এড়িয়ে গেছেন অথবা লক্ষ্য করেন নি, লক্ষ্য করতে চান নি। তাই আমি এবার সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানাব আমার 'চরমপন্থী' বিরোধী, মস্কোওয়ালাদের, এইজন্য যে তাঁরা আমার যুক্তির **মূলকথাটা** প্রসঙ্গে 'নীরবতার চক্রান্ত' ভেঙেছেন। মস্কোওয়ালারাই **প্রথম** জবাব দিলেন তার।

আর কী তাঁদের জবাব?

জবাবে আমার **সুনির্দিষ্ট** যুক্তির **সঠিকতা স্বীকার করা** হল: হ্যাঁ, মস্কোওয়ালারা স্বীকার করলেন যে এক্ষুণি জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ চালালে আমাদের সত্যিই পরাজয় ঘটবে।* হ্যাঁ, সত্যিই এ পরাজয়ের পরিণাম হবে সোভিয়েত রাজের পতন।

বারবার করেই বলি: আমার 'চরমপন্থী' বিরোধীদের, মস্কোওয়ালাদের সর্বান্তঃকরণেই ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে, তাঁরা আমার যুক্তির মূলকথাটার বিরুদ্ধে, অর্থাৎ এক্ষুণি যুদ্ধে নামলে তার অবস্থা কী দাঁড়াবে সে বিষয়ে

---

* যুদ্ধ পরিহার করা এমনিতেই অসম্ভব ছিল, এই পাল্টা যুক্তির জবাব দিয়েছে ঘটনা: আমার থিসিস পাঠ করি ৮ই জানুয়ারি; ১৫ই জানুয়ারি নাগাদ শান্তি হতে **পারত**। দম নেবার অবকাশ অবশ্যই নিশ্চিত হত (আর আমাদের পক্ষে সামান্যতম অবকাশও প্রচুর তাৎপর্য রাখে, বৈষয়িক ও নৈতিক উভয়তঃই, কেননা **জার্মানদের** ঘোষণা করতে হত **নতুন** যুদ্ধ) যদি... যদি না দেখা দিত বিপ্লবী বুলি।

আমার **সুনির্দিষ্ট** উক্তির বিরুদ্ধে 'নীরবতার চক্রান্ত' ভঙ্গ করেছেন এবং আমার সুপ্রত্যক্ষ উক্তির সঠিকতা স্বীকার করেছেন নির্ভয়ে।

অতঃপর। মস্কোওয়ালারা যা মূলত সঠিক বলে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন আমার সে যুক্তি নাকচের হেতুটা কী?

এই হেতু যে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থে সোভিয়েত রাজের বিসর্জন মেনে নেওয়া **আবশ্যক।**

কেন সেটা আন্তর্জাতিক বিপ্লবের জন্য দরকার? এইটেই হল আসল ব্যাপার, আমার যুক্তি যাঁরা নাকচ করতে চেয়েছিলেন তাঁদের যুক্তির মূলকথা। আর ঠিক এই কথাটা নিয়েই, এই সবচেয়ে জরুরী, বনিয়াদী, মূল প্রশ্ন নিয়ে সিদ্ধান্তে অথবা ব্যাখ্যা ভাষ্যে একটি কথাও নেই। যা সর্বজনবিদিত ও তর্কাতীত সে কথা বলার সময় ও স্থান সিদ্ধান্ত-রচকদের অভাব হয় নি — বলেছেন 'রাশিয়ায় বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের নির্মম দমনের' কথা (এমন উপায়ে ও প্রণালীতে যার পরিণাম হবে সোভিয়েত রাজের বিসর্জন?), বলেছেন পার্টির মধ্যস্থ সমস্ত নরমপন্থী সুবিধাবাদী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা, কিন্তু ঠিক যা নিয়ে বিতর্ক, শান্তি বিরোধীদের দৃষ্টিভঙ্গির মূলকথাটির পক্ষে যা প্রাসঙ্গিক তা নিয়ে টুঁ শব্দটি নেই!

অদ্ভুত। অতি অদ্ভুত। সিদ্ধান্ত-রচকেরা এ বিষয়ে নীরব থেকেছেন কি এই জন্য যে এই প্রশ্নে তাঁদের একান্ত দুর্বলতা তাঁরা টের পেয়েছিলেন? পরিষ্কার করে **কেন** (আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থে তা আবশ্যক), তা বললেই তাঁদের স্বরূপ ফাঁস হয়ে যেত বৈকি...

সে যাই হোক, সিদ্ধান্ত-রচকদের পক্ষে যে সব যুক্তিতে চালিত হওয়া **সম্ভব,** সেটা আমাদেরই **খুঁজে বার করতে** হচ্ছে।

রচকেরা হয়ত বা কি এই কথা বলতে চান যে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে কোনো প্রকার শান্তিই বারণ? পেত্রগ্রাদের একটি সম্মেলনে শান্তির কোনো কোনো বিরোধী এই মতটা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু পৃথক শান্তির যাঁরা বিরোধী তাঁদের একটা নগণ্য সংখ্যালঘু অংশই সমর্থন করেন তাঁদের। বোঝাই যায় যে এ অভিমত অনুসারে ব্রেস্ত আলাপ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা এবং 'এমন কি' পোল্যান্ড, লাতভিয়া ও কুর্ল্যান্ড প্রত্যাবর্তনের সর্তসহ সন্ধিও নাকচ হয়ে যায়। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির বেঠিকতা জাজ্বল্যমান (পেত্রগ্রাদের শান্তি-বিরোধীদের

অধিকাংশই, দৃষ্টান্তস্বরূপ, তার প্রতিবাদ করেন)। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মাঝখানে অবস্থিত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কোনোরূপ অর্থনৈতিক চুক্তি করা চলে না, টিকে থাকাই চলে না চাঁদে উড়ে না গিয়ে।

রচকেরা সম্ভবত কি এই কথা ভাবেন যে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থে দরকার তাকে **ঠেলা দেওয়া,** তেমন ঠেলা হতে পারে কেবল যুদ্ধই, শান্তি কিছুতেই নয়, যা জনগণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ 'বৈধকরণের' মতো একটা ধারণা ছড়াবে? এরূপ 'তত্ত্ব' মার্কসবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন, মার্কসবাদ বরাবরই বিপ্লবকে 'ঠেলা দেবার' বিরোধী, এ বিপ্লব পরিবিকশিত হয়ে ওঠে তার জনক শ্রেণী-বিরোধের তীক্ষ্নতার পরিপক্কতা অনুসারে। এ তত্ত্ব ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই **সমান** যাতে **সশস্ত্র** অভ্যুত্থানই হল সর্বকালে ও সর্বপরিস্থিতিতে **সংগ্রামের** বাধ্যতামূলক রূপ। আসলে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থে দরকার এইটে যে দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর উৎখাতকারী সোভিয়েত রাজ এই বিপ্লবকে **সাহায্য করবে,** তবে সাহায্যের **রূপ** নির্বাচন করবে নিজের শক্তি অনুসারে। **নির্দিষ্ট** দেশটিতে এ বিপ্লবের পরাজয় সম্ভাবনা ধরে নিয়ে আন্তর্জাতিক আয়তনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাহায্য করা—এ কথা এমন কি ঠেলা দেওয়ার তত্ত্ব থেকেও আসে না।

নাকি সিদ্ধান্ত-রচকেরা এই কথা মনে করেন যে জার্মানিতে বিপ্লব ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, প্রকাশ্য দেশজোড়া গৃহযুদ্ধ লেগে গেছে সেখানে, সুতরাং আমাদের উচিত জার্মান শ্রমিকদের সাহায্যে আমাদের শক্তি উৎসর্গ করা, যে জার্মান বিপ্লব ইতিমধ্যে তার চূড়ান্ত লড়াই শুরু করে ভীষণ আঘাতের সম্মুখীন হয়েছে তাকে **বাঁচাতে গিয়ে** নিজেদের ধ্বংস করা উচিত ('সোভিয়েত রাজের বিসর্জন')? এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আমরা ধ্বংস পেয়ে জার্মান প্রতিবিপ্লবের একাংশ শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করব ও তাতে করে জার্মান বিপ্লবকে বাঁচাব।

খুবই স্বীকার্য যে এরূপ পূর্বসর্তানুসারে পরাজয়ের সম্ভাবনা ও সোভিয়েত রাজ বিসর্জনের সম্ভাবনা মেনে এগুনো শুধু 'সঙ্গত' নয় (সিদ্ধান্ত-রচকদের ভাষায়), হত সোজাসুজি **অবশ্য কর্তব্য।** কিন্তু দেখাই যাচ্ছে যে এরূপ পূর্বসর্ত মোটেই নেই। জার্মান বিপ্লব পেকে উঠছে, কিন্তু

স্পষ্টই তা এখনো জার্মানিতে বিস্ফোরণের পর্যায়ে যায় নি, জার্মানিতে গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে যায় নি। 'সোভিয়েত রাজ বিসর্জনের সম্ভাবনা মেনে এগিয়ে' আমরা জার্মান বিপ্লবের পরিপক্কতায় কার্যত সাহায্য করব না, **বিঘ্ন ঘটাব।** তাতে আমরা জার্মান প্রতিক্রিয়াকেই সাহায্য করব, তার হাতকেই জোরালো করব, জার্মানির সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে দুরূহ করে তুলব, জার্মানির যে প্রলেতারীয় ও আধা-প্রলেতারীয়রা এখনো সমাজতন্ত্রে পৌঁছয় নি তাদের ব্যাপক জনগণকে সমাজতন্ত্র থেকে দূরে সরিয়েই দেব, সোভিয়েত রাশিয়ার ধ্বংসে তারা ভয় পেয়েই যাবে, যেমন ১৮৭১ সালে কমিউনের ধ্বংসে ভয় পেয়ে গিয়েছিল ইংরেজ মজুরেরা(২৬)।

ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যেদিক থেকেই দেখা যাক না কেন, রচকদের বক্তব্যে সঙ্গতি পাওয়া ভার। 'আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থে সোভিয়েত রাজ বিসর্জনের সম্ভাবনা মেনে এগুনোর' বুদ্ধিমন্ত যুক্তি নেই।

'সোভিয়েত রাজ বর্তমানে নিতান্তই নামসর্বস্ব হয়ে দাঁড়াচ্ছে'—এই বিকট প্রতিপাদ্য হাজির করে বসেছেন মস্কো সিদ্ধান্তের রচকেরা, যা আমরা আগেই দেখেছি।

জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা যেহেতু আমাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে, জার্মানির বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন তারা যেহেতু নিষিদ্ধ করবে, অমনি সোভিয়েত রাজের তাৎপর্য গেল, 'হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিতান্তই নামসর্বস্ব' — খুব সম্ভব এই হল সিদ্ধান্ত-রচকদের 'ভাবনার' ধারা। 'খুব সম্ভব' বলছি, কারণ আলোচ্য থিসিসটির সমর্থনে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কিছু রচকেরা বলেন নি।

গভীরতম, নিরুপায় নৈরাশ্যের মনোভাব, পরিপূর্ণ হতাশা-বোধ—এই হল সোভিয়েত রাজের তথাকথিত নামসর্বস্ব তাৎপর্যের, এবং সোভিয়েত রাজ বিসর্জনের সম্ভাবনা মেনে চলা রণকৌশল গ্রহণ 'তত্ত্বের' সারার্থ। যতই করো উদ্ধার তো নেই, সোভিয়েত রাজও ধ্বংস হোক—এই মনোভাব থেকেই এসেছে বিকট সিদ্ধান্তটি। তথাকথিত যে 'অর্থনৈতিক' যুক্তিতে মাঝেমাঝে অনুরূপ চিন্তা পেশ করা হয় সেটাও আসে ওই একই নিরুপায় নৈরাশ্য থেকে: সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের আর কী রইল বাপু, যদি এত টাকা, আবার অত টাকা, ফের আবার এত টাকা খেসারত দিতে হয়।

হতাশা ছাড়া আর কিছুই নয়: যতই করো, ধ্বংস অনিবার্য!

যে অতি দুঃসহ অবস্থায় রাশিয়া রয়েছে তাতে ওরূপ মনোভাব বোঝা যায়। কিন্তু 'বোঝা যায়' না সচেতন বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে। মস্কোওয়ালাদের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে উদ্ভটত্বে পেশছিয়েছে ঠিক সেদিক থেকেই এটা বৈশিষ্ট্যসূচক। ১৭৯৩ সালের ফরাসীরা কদাচ এ কথা বলে নি যে তাদের কীর্তি, প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্র নিতান্ত নামসর্বস্ব হয়ে পড়ছে, প্রজাতন্ত্র বিসর্জনের সম্ভাবনা মেনে নেওয়া দরকার। হতাশায় নয়, বিজয়ের বিশ্বাসেই পরিপূর্ণ ছিল তারা। বিপ্লবী যুদ্ধের আহ্বান দেওয়া অথচ একই সময়ে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তে 'সোভিয়েত রাজ বিসর্জনের সম্ভাবনা মেনে এগুনোর' কথা বলার অর্থ পুরোপুরি নিজেদের স্বরূপ ফাঁস করা।

উনিশ শতকের গোড়ায় নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের সময়ে প্রাশিয়া ও অন্যান্য কতকগুলি দেশ ১৯১৮ সালের রাশিয়ার চেয়ে অতুলনীয়, অপরিমেয় রকমের বেশি বোঝা ও পরাজয়ের চাপ, রাজ্যনাশ, লাঞ্ছনা ও বিজেতার হাতে নিষ্পেষণ সয়েছিল। আর আমাদের ওপর এখন যতটা দলন সম্ভব হয়েছে তার চেয়েও শতগুণ বেশি জোরে নেপোলিয়ন যখন তাদের থেঁতলেছিল সামরিক বুটের তলায়, তখন কিন্তু প্রাশিয়ার সেরা লোকেরা হতাশ বোধ করে নি, তাদের জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির 'নিতান্ত নামসর্বস্ব' তাৎপর্যের কথা বলে নি। হতাশায় হাত ওলটায় নি তারা, 'যতই করো, ধ্বংস অনিবার্য' এ মনোভাবে আত্মসমর্পণ করে নি। ব্রেস্তের চেয়ে অপরিমেয় রকমের বেশি দুঃসহ, পাশবিক, লজ্জাকর, নিপীড়নমূলক শান্তি চুক্তিতে সই করেছে তারা, ধৈর্য ধরে থাকতে পেরেছে, বিজেতাদের জোয়াল সয়েছে দৃঢ়চিত্তে, ফের লড়েছে, ফের পড়েছে বিজেতাদের রথচক্রতলে, ফের সই করেছে হীনাধিক হীন শান্তি চুক্তি, ফের অভ্যুত্থিত হয়েছে এবং **শেষ পর্যন্ত মুক্ত করেছে নিজেদের** (অধিকতর শক্তিমান বিজেতা-প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ভেদাভেদের সুযোগ সদ্ব্যবহার না করে নয়)।

আমাদের ইতিহাসে এমন ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হতে পারে না কেন?

কেন আমরা হতাশায় আত্মসমর্পণ করে সিদ্ধান্ত লিখব — সবচেয়ে লজ্জাকর সন্ধির চেয়েও যা বেশি লজ্জাকর—সিদ্ধান্ত লিখব 'নিতান্ত নামসর্বস্ব হয়ে ওঠা সোভিয়েত রাজ' নিয়ে?

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের কলোসাসদের সঙ্গে সংগ্রামে দুঃসহ সামরিক পরাজয়ে রাশিয়াতেও কেন পোক্ত হয়ে উঠবে না জাতীয় চরিত্র, জোরালো

হবে না আত্মশৃঙ্খলা, হামবড়াই ও বুলিবাগীশির অবসান হবে না, সহ্যশক্তি জাগবে না, কেন জনগণ পৌঁছবে না নেপোলিয়ন-দলিত প্রুশীয়দের সঠিক এই রণকৌশলে: সৈন্যবাহিনী না থাকলে লজ্জাকর শান্তি চুক্তিতেই সই দাও, বল সংগ্রহ করো, তারপর উত্থিত হও বার বার?

অশ্রুতপূর্ব গুরুভার শান্তি চুক্তির প্রথমটাতেই কেন হতাশ হয়ে পড়তে হবে আমাদের যখন অন্যান্য জাতি এর চেয়েও কঠোর বিপদ দৃঢ়চিত্তে সহ্য করতে পেরেছে?

এই হতাশার রণকৌশলের পেছনে আছে কি প্রলেতারিয়েতের দৃঢ়তা, যে জানে ক্ষমতা না থাকলে অধীনতা মেনে নিতে হবে, তা সত্ত্বেও যাই হোক না কেন **প্রতিটি** পরিস্থিতিতেই বল সঞ্চয় করে যে বার বার উত্থিত হতে পারে, নাকি আছে পেটি বুর্জোয়ার মেরুদণ্ডহীনতা, যারা আমাদের দেশে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি হিসাবে বিপ্লবী যুদ্ধের বুলি দিয়ে রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে?

না হে, 'চরমপন্থী' মস্কোওয়ালা প্রিয় কমরেডরা! অগ্নিপরীক্ষার প্রতিটি দিনেই আপনাদের কাছ থেকে সরিয়ে আনবে ঠিক সবচেয়ে সচেতন ও সহ্যশক্তিসম্পন্ন শ্রমিকদেরই। তারা বলবে, বিজেতারা যখন প্স্কভে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছ থেকে এক হাজার কোটি রুবল খেসারত নিচ্ছে শস্য, আকরিক আর টাকায়, শুধু তখনই নয়, শত্রু যখন এসে দাঁড়াবে নিজ্নিতে আর দন-তীরের রোস্তভে, খেসারত আদায় করবে দুই হাজার কোটি রুবল, তখনো সোভিয়েত রাজ নিতান্ত নামসর্বস্ব হয়ে **দাঁড়াচ্ছে** না এবং **দাঁড়াবে** না।

কোনো বৈদেশিক বিজয়েই জনগণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কদাচ 'নিতান্ত নামসর্বস্ব' হয়ে দাঁড়ায় না (এবং সোভিয়েত রাজ ইতিহাসে যা কখনো দেখা গেছে তার চেয়ে বহুগুণেই উচ্চতর শুধু একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মাত্র **নয়**)। বরং উল্টো, বৈদেশিক বিজয়ে সোভিয়েত রাজের প্রতি জনগণের সহানুভূতিই সুদৃঢ় হবে যদি... যদি তা হঠকারিতার পথে না যায়।

সৈন্যবাহিনী না থাকলেও জঘন্যতম শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করাই হল সে হঠকারিতা, যে সরকার তেমন অস্বীকৃতির পথে যাবে তাকে সঙ্গতভাবেই দোষ দেবে জনগণ।

ইতিহাসে ব্রেস্ত চুক্তির চেয়েও অপরিমেয় রকমের বেশি দুর্বিষহ ও

লজ্জাকর চুক্তিতে সই দেওয়া হয়েছে (তার দৃষ্টান্ত দিয়েছি আগে) — কিন্তু তাতে করে রাজক্ষমতার মর্যাদা যায় নি, নামসর্বস্ব হয়ে পড়ে নি তা, রাজ্য বা জনগণ কেউই ধ্বংস পায় নি, বরং পোক্ত হয়ে উঠেছে জনগণ, হতাশাজনক দুরূহ পরিস্থিতিতেই বিজেতার বুটের তলেই রীতিমতো সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার সুকঠিন দুরূহ বিদ্যার **শিক্ষা পেয়েছে** তারা।

রাশিয়া অগ্রসর হচ্ছে একটা নতুন ও সত্যিকারের পিতৃভূমির যুদ্ধের দিকে, সোভিয়েত রাজ সংরক্ষণ ও দৃঢ়করণের যুদ্ধের দিকে। সম্ভাবনা আছে যে আরেকটা যুগ হবে নেপোলিয়নীয় যুদ্ধগুলির মতো মুক্তি-**যুদ্ধধারার** (একটা যুদ্ধ নয়, একান্তই যুদ্ধধারা) যুগ, যে যুদ্ধ বাধিয়ে তুলবে সোভিয়েত রাশিয়ায় বিজেতারা। এ সম্ভাবনা আছে।

সেইজন্যই সৈন্যবাহিনীর অবর্তমানতাহেতু শিরোধার্য যে কোনো দুর্বিষহ ও অতি দুর্বিষহ সন্ধির চেয়েও বেশি লজ্জাকর, যে কোনো লজ্জাকর সন্ধির চেয়েও বেশি লজ্জাকর হল লজ্জাকর হতাশা। এমন কি দশটা অতি দুর্বিষহ শান্তি চুক্তিতেও আমরা ধ্বংস পাব না যদি অভ্যুত্থান ও যুদ্ধকে আমরা **গুরুত্ব দিয়ে** গ্রহণ করি। বিজেতাদের হাতে আমরা ধ্বংস পাব না যদি নিজেদের ধ্বংস হতে না দিই হতাশায় ও বুলিতে।

'প্রাভদা', ৩৭ ও ৩৮ নং
২৮শে (১৫ই) ফেব্রুয়ারি ও
১লা মার্চ (১৬ই ফেব্রুয়ারি), ১৯১৮
স্বাক্ষর: ন. লেনিন

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯—৪০৭

গুরুতর শিক্ষা ও গুরুতর দায়িত্ব

আমাদের অভাগা 'বামপন্থীরা' কাল তাদের নিজস্ব পত্রিকা 'কমিউনিস্ট' (যোগ করা দরকার, প্রাক-মার্কসবাদী যুগের কমিউনিস্ট) নিয়ে আসরে নেমে ইতিহাসের শিক্ষা ও শিক্ষামালা এড়িয়ে যেতে চাইছে, নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে চাইছে।

বৃথা চেষ্টা। এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

প্রাণপণ চেষ্টা করছে তারা, স্তূপাকৃতি করছে অসংখ্য পত্রিকাস্তম্ভ, ঘর্মাক্ত কলেবরে খাটছে, 'এমন কি' ছাপাখানার কালির মায়াও না করে 'দম নেবার অবকাশ' 'তত্ত্বটিকে' ভিত্তিহীন ও খারাপ 'তত্ত্ব' বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছে।

হায়! বাস্তব ঘটনাকে নাকচ করতে তাদের প্রচেষ্টা অক্ষম। সঙ্গতভাবেই একটি ইংরেজি প্রবাদে বলে ঘটনা বড়ো বেয়াড়া জিনিস। ঘটনাটা এই যে ৩রা মার্চ থেকে, যখন বেলা একটার সময় জার্মান সামরিক আক্রমণ বন্ধ হয়, তখন থেকে ৫ই মার্চ, সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত যখন এই লাইনগুলো আমি লিখেছি — এই সময়টা পর্যন্ত আমরা দম নেবার অবকাশ পেয়েছি এবং এই দুই দিন আমরা **ইতিমধ্যেই** সদ্ব্যবহার করেছি সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি রক্ষার **বাস্তব** কাজে (বুলি দিয়ে নয়, প্রত্যক্ষগোচর কাজে)। এটা একটা বাস্তব ঘটনা যা দিনে দিনে জনগণের কাছে আরো স্বতঃস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এটা একটা ঘটনা যে যুদ্ধ করতে অক্ষম ফ্রন্টের সৈন্যবাহিনী যখন কামান ফেলে রেখে আতঙ্কে পালাচ্ছে, সাঁকো উড়িয়ে দেবারও অবকাশ হচ্ছে না, তখন পিতৃভূমি রক্ষা ও তার প্রতিরক্ষা সামর্থ্য উন্নীত হয় না বিপ্লবী বুলির

বাচালতা দিয়ে (বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষপাতীরা যে ফৌজের **একটা** বাহিনীকেও **ঠেকিয়ে রাখে নি,** সে ফৌজের এমন আতঙ্কিত পলায়নের সময় এ বাচালতা সোজাসুজি লজ্জার কথা), সেটা হয় অবশিষ্ট ফৌজকে বাঁচাবার জন্য সুশৃঙ্খল পিছু হঠায়, দম নেবার অবকাশের প্রতিটি দিনকে সেই উদ্দেশ্যে সদ্ব্যবহার করায়।

ঘটনা বড়ো বেয়াড়া জিনিস।

আমাদের অভাগা 'বামপন্থীরা' বাস্তব ঘটনা, তার শিক্ষা, নিজেদের দায়িত্বের প্রশ্নটা এড়াবার জন্য পাঠকদের কাছ থেকে একেবারেই তাজা, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন নিকট অতীতকে **গোপন করতে** চাইছে, সুদূর ও গুরুত্বহীন অতীতের নজির দিয়ে তাকে **আড়াল করতে** চাইছে। দৃষ্টান্ত: ক. রাদেক তাঁর প্রবন্ধে **স্মরণ** করিয়ে দিয়েছেন কীভাবে তিনি ডিসেম্বরে (ডিসেম্বরে!) ফৌজকে টিকিয়ে রাখার জন্য সাহায্য করার আবশ্যকতার কথা লিখেছিলেন এবং সেটা লিখেছিলেন 'জনকমিশার পরিষদের নিকট স্মারক লিপিতে'। সে লিপিটা পড়ার সুযোগ আমার হয় নি এবং মনে মনে ভাবছি, সেটা **পুরোপুরি** ছাপালেন না কেন কার্ল রাদেক? যথাযথ ও খোলাখুলি তিনি কেন বলছেন না 'আপোসমূলক শান্তি' বলতে তখন তিনি কী বুঝেছিলেন? কেন তিনি আরো নিকট অতীতের কথা মনে করছেন না, যখন তিনি 'প্রাভদায়' পোল্যান্ড প্রত্যর্পণের সর্তে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে শান্তি চুক্তির সম্ভাবনা বিষয়ে নিজের মোহের কথা (সবচেয়ে খারাপ মোহ) লিখেছিলেন?

কেন?

এই জন্য যে আসলে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের **সাহায্য হয়েছে** ও জার্মানিতে বিপ্লবের বৃদ্ধি ও বিকাশে **বাধা হয়েছে** যে মোহ প্রচারে তার জন্য **তাদের,** 'বামপন্থীদের' দায়িত্ব উদ্ঘাটক ঘটনাগুলিকে অভাগা 'বামপন্থীরা' ঝাপসা করে তুলতে বাধ্য।

ন. বুখারিন ও তাঁর বন্ধুরা যে জোর দিয়ে বলেছিলেন জার্মানরা নাকি আক্রমণ করতে পারে না, এ ঘটনাটাও এখন বুখারিন অস্বীকার করতে **চাইছেন**। কিন্তু বহু বহু লোকেই জানে যে বুখারিন ও তাঁর বন্ধুরা এ কথা বলেছিলেন; জানেন যে এরূপ মোহ বপন করে তাঁরা জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে **সাহায্য করেছেন** ও **বাধা ঘটিয়েছেন** জার্মান বিপ্লবের বৃদ্ধিতে, — কৃষক

ফৌজের আতঙ্কিত পলায়নে বড়ো রুশী সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের হাজার হাজার কামান ও শত শত কোটি মূল্যের সম্পদ অপহৃত হওয়ায় সে বিপ্লব এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটার পরিষ্কার ও যথাযথ ভবিষ্যদ্বাণী আমি করেছিলাম আমার ৭ই জানুয়ারির থিসিসে।* ন. বুখারিন যদি এখন 'কথা ঘোরাতে' বাধ্য হন, তবে সেটা তাঁর পক্ষে আরো খারাপ। জার্মানদের পক্ষে আক্রমণ অসম্ভব, বুখারিন ও তাঁর বন্ধুদের এই কথা যাদের মনে আছে তারা অবাক মানবে এই দেখে যে ন. বুখারিনকে তাঁর নিজের কথা 'অস্বীকার করতে' হচ্ছে।

আর সে কথা যাদের মনে নেই, সে কথা যারা শোনে নি, তাদের জন্য যে দলিলটার উল্লেখ করব সেটা **এই মুহূর্তে** রাদেকের ডিসেম্বর লিপির চেয়ে বহুগুণ মূল্যবান, চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। পাঠকদের কাছ থেকে দুর্ভাগ্যবশত চাপা দেওয়া এই দলিলটি হল (১) বর্তমানের 'বামপন্থী' বিরোধীগণ সহ আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে ১৯১৮ সালের ২১শে জানুয়ারির ভোটাভুটি, আর (২) ১৯১৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় কমিটির ভোটাভুটি নিয়ে।

১৯১৮ সালের ২১শে জানুয়ারি জার্মানদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা অবিলম্বে ভেঙে দেওয়া হবে কিনা এই প্রশ্নে **পক্ষে** ভোট দিয়েছিলেন (অভাগা 'বামপন্থী' 'কমিউনিস্ট'এর সহকর্মীদের মধ্য থেকে) একমাত্র স্তুকোভ। বাকি সবাই বিপক্ষে।

জার্মানরা আলাপ আলোচনা ভেঙে দিলে বা চরমপত্র দিলে রাজ্যগ্রাসী শান্তিতে স্বাক্ষর করা চলে কি না এই প্রশ্নে **বিপক্ষে** ভোট দেন কেবল অবলেন্‌স্কি (কবে প্রকাশিত হবে 'তাঁর' থিসিস? কেন সে সম্পর্কে চুপ করে আছে 'কমিউনিস্ট'?) এবং স্তুকোভ। বাকি সবাই ভোট দেয় **পক্ষে।**

সেরূপ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত শান্তিতে স্বাক্ষর করা **আবশ্যক** কি না, এর **বিপক্ষে** ভোট দেন কেবল অবলেন্‌স্কি, স্তুকোভ, বাকি 'বামপন্থীরা' ভোটদানে **বিরত থাকে!!** বাস্তব ঘটনা।

কে বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষে এই প্রশ্নে ১৯১৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি

---

* বর্তমান সঙ্কলনের পৃঃ ৫—১৪ দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

বুখারিন ও লমোভ 'প্রশ্নের এরূপ উপস্থাপনে ভোটাভুটিতে অংশ নিতে অস্বীকার করেন।' **পক্ষে** কেউ ভোট দেয় নি। বাস্তব ঘটনা!

'জার্মান আক্রমণ যথেষ্ট রূপে (এই কথাই ছিল!) যতদিন প্রকাশ না পাচ্ছে এবং জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের উপর তার প্রতিক্রিয়া না দেখা যাচ্ছে, শান্তি আলাপ আলোচনা নতুন করে শুরুর ক্ষেত্রে ততদিন পর্যন্ত কালহরণ করা' দরকার কিনা এ প্রশ্নে **পক্ষে** ভোট দেন 'বামপন্থী' পত্রিকাটির বর্তমান সহযোগীদের মধ্যে বুখারিন, লমোভ ও উরিৎস্কি।

'জার্মান আক্রমণ যদি বাস্তব ঘটনা হিসাবেই দেখা দেয় এবং জার্মানি ও অস্ট্রিয়ায় বিপ্লবী জোয়ার না শুরু হয় তাহলে আমরা শান্তি চুক্তি করব কিনা' এ প্রশ্নে লমোভ, বুখারিন ও উরিৎস্কি ভোট দানে **বিরত থাকেন**।...

ঘটনা বড়ো বেয়াড়া জিনিস। আর ঘটনায় বলছে যে বুখারিন জার্মান আক্রমণের সম্ভাবনা অস্বীকার করেন, মোহ বপন করেন যাতে **আসলে** নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তিনি জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের **সাহায্য করেছেন,** জার্মান বিপ্লবের বৃদ্ধিতে **বাধা ঘটিয়েছেন।** এইটেই হল বিপ্লবী বুলির আসল কথা। উত্তরে যেতে গিয়ে তিনি দক্ষিণে এসে হাজির হয়েছেন।

ন. বুখারিন আমায় এই বলে তিরস্কার করেছেন যে আমি বর্তমান শান্তির সর্তগুলির প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ করছি না। কিন্তু এটা বোঝা কঠিন নয় যে আমার যুক্তি ও ব্যাপারটার মর্মার্থের দিক থেকে তার কোনো দরকার ছিল না। শুধু এইটে দেখানোই যথেষ্ট ছিল যে আমাদের পক্ষে সত্যকার, অকাল্পনিক উভয়-সংকট একটিই। হয় **এমন** সর্ত যাতে মাত্র কয়েকদিনের জন্য হলেও একটা অবকাশ পাওয়া যাচ্ছে, নয় বেলজিয়ম ও সার্বিয়ার হাল। এটা বুখারিন এমন কি পেত্রগ্রাদের বেলায়ও খণ্ডন করেন নি। এটা তাঁর সহযোগী ম. ন. পক্রভ্স্কি স্বীকার করেছেন।

নতুন সর্তগুলি যে নিকৃষ্ট, দুঃসহ ও হীনতাসূচক, ব্রেস্ত সর্তের চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট, দুঃসহ ও হীনতাসূচক, তার জন্য বড়ো রুশী সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কাছে **দোষী আমাদের অভাগা 'বামপন্থী'** বুখারিন, লমোভ, উরিৎস্কি কোম্পানি। এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য, পূর্বোল্লিখিত ভোটাভুটিতে যা প্রমাণিত হয়েছে। এড়িয়ে যাবার কোনো চেষ্টাতেই এ সত্য

চাপা দেওয়া যাবে না। আপনারা পেয়েছিলেন ব্রেস্ত সর্ত আর আপনারা তার জবাব দেন গলাবাজি ও বাহ্বাস্ফোটে, যার **পরিণাম** নিকৃষ্টতম সর্ত। এটা বাস্তব ঘটনা। আর তার দায়িত্ব আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না।

আমার ১৯১৮ সালের ৭ই জানুয়ারির থিসিসে পুরোপুরি পরিষ্কার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে আমাদের ফৌজের যা অবস্থা (অবসন্ন কৃষক জনগণের **'বিরুদ্ধে'** বুলিবাগীশিতে যা বদলানো সম্ভব ছিল না) তাতে ব্রেস্ত শান্তি গ্রহণ না করলে রাশিয়াকে আরো **নিকৃষ্ট** পৃথক শান্তি গ্রহণ করতে **হবে।**

'বামপন্থীরা' পড়ে রুশ বুর্জোয়াদের ফাঁদে, আমাদের পক্ষে **সবচেয়ে** প্রতিকূল একটা যুদ্ধে আমাদের টেনে নামানোই যাদের **প্রয়োজন** ছিল।

'বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা' যে **এই মুহূর্তে** যুদ্ধ ঘোষণার পক্ষ নিয়ে স্পষ্টতই কৃষকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সেটা ঘটনা। এই ঘটনায় বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পলিসির **লঘুচিত্ততাই** প্রমাণ হচ্ছে, যেমন লঘুচিত্ত হয়েছিল ১৯০৭ সালের গ্রীষ্মে সমগ্র সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির আপাত-'বিপ্লবী' রাজনীতি।

সবচেয়ে সচেতন ও অগ্রণী শ্রমিকেরা যে বিপ্লবী বুলির মত্ততা দ্রুত পরিহার করছে, সেটা দেখা যাচ্ছে পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর দৃষ্টান্ত থেকে। সেরা শ্রমিক অঞ্চলগুলি ভিবর্গ, ভাসিলিওস্ত্রভ অঞ্চল ইতিমধ্যেই প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছে। শ্রমিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত **এই মুহূর্তে** বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষপাতী নয়, সে যুদ্ধের জন্য **তৈরি হবার** আবশ্যকতা তারা বুঝেছে এবং তৈরি হচ্ছে। ১৯১৮ সালের ৩রা ও ৪ঠা মার্চ মস্কোয় বলশেভিকদের নগর সম্মেলনে ইতিমধ্যেই বিপ্লবী বুলির বিরোধীরা জয়লাভ করেছে।

'বামপন্থীরা' কী বিকট আত্মপ্রতারণায় পোঁছেছে তা দেখা যায় পক্রভস্কির প্রবন্ধের একটা কথায়। এতে বলা হয়েছে: 'যুদ্ধ যদি করতে হয় তবে সেটা করতে হবে **এই মুহূর্তে'** (পক্রভস্কির বড়ো হরফ)... যখন, — **শুনুন!** শুনুন! — 'যখন নবগঠিত ইউনিটগুলি সমেত রুশ ফৌজ এখনো ভেঙে যায় নি।'

আর সত্য ঘটনাকে যে উড়িয়ে না দেয়, সে জানে যে বড়ো রাশিয়ায় এবং ইউক্রেনে এবং ফিনল্যান্ডে ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে জার্মানদের

প্রত্যাঘাত দেবার প্রকাণ্ডতম **বাধাই** ছিল **আমাদের না-ভেঙে-যাওয়া ফৌজ**। এটা ঘটনা। কেননা লাল ফৌজী বাহিনীগুলিকে সঙ্গে নিয়ে আতঙ্কে না পালিয়ে সে ফৌজ পারে নি।

ইতিহাসের শিক্ষা যে গ্রহণ করতে চায়, তার দায়িত্ব থেকে পালাতে চায় না, সে শিক্ষাকে উড়িয়ে দিতে চায় না, সে অন্তত জার্মানির **সঙ্গে প্রথম** নেপোলিয়নের যুদ্ধগুলি স্মরণ করবে।

প্রাশিয়া ও জার্মানি বহুবার বিজয়ীর কাছে **দশগুণো** কঠোর ও হীনতাসূচক (আমাদের চেয়ে) শান্তি চুক্তি করেছে, বিদেশী পুলিস পর্যন্ত স্বীকার করেছে, প্রথম নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়ী অভিযানে সাহায্যের জন্য নিজেদের সৈন্য দেবার প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দিয়েছে। প্রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তিতে প্রথম নেপোলিয়ন জার্মানিকে নিপীড়িত ও খণ্ডবিখণ্ড করেছে হিণ্ডেনবুর্গ (২৭) ও ভিলহেল্‌ম আমাদের এখন যতটা দলিত করেছে তার চেয়ে দশগুণো বেশি। তা সত্ত্বেও প্রাশিয়ায় এমন লোক পাওয়া গেছে যারা গলাবাজি করে নি, অতি লজ্জাকর শান্তি চুক্তিতে সই দিয়েছে, সই দিয়েছে সৈন্যবাহিনী হাতে না থাকায়, সই দিয়েছে দশগুণো বেশি পীড়নমূলক ও হীনতাসূচক সর্তে, তারপর **এ সব সত্ত্বেও** উঠে দাঁড়িয়েছে অভ্যুত্থানে ও যুদ্ধে। এ শুধু একবার নয়, বহুবার ঘটেছে। এমন ধরনের একাধিক শান্তি চুক্তি ও একাধিক যুদ্ধের কথা ইতিহাসে জানা আছে। একাধিক দম নেবার অবকাশ। বিজয়ী কর্তৃক একাধিকটি যুদ্ধ ঘোষণার ঘটনা। এমন কতকগুলি ঘটনা যেখানে নিপীড়িত জাতিটি জোট বেঁধেছে বিজয়ী জাতির প্রতিযোগী ও সমান দিগ্বিজয়ী নিপীড়ক জাতির সঙ্গে (সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে সাহায্য **না নিয়েই** যারা 'বিপ্লবী যুদ্ধের' পক্ষপাতী তাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি)।

এইভাবেই এগিয়েছে ইতিহাস।

এই হয়েছিল। এই হবে। আমরা প্রবেশ করেছি যুদ্ধ-**ধারার** যুগে। নতুন একটা **পিতৃভূমির** যুদ্ধের দিকে আমরা চলেছি। সে যুদ্ধে আমরা পৌঁছব পরিপক্কমান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিস্থিতিতে। এই কঠোর পথ নিয়ে রুশ প্রলেতারিয়েত ও রুশ বিপ্লব গলাবাজি থেকে, বিপ্লবী বুলি থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারবে, অতি কঠোর শান্তি চুক্তি মেনে নিতে পারবে, পারবে ফের উঠে দাঁড়াতে।

একটা **'টিলসিট শান্তি'** চুক্তি করেছি আমরা। আমাদের বিজয়, আমাদের

মুক্তিতে আমরা পেঁছব যেভাবে ১৮০৭ সালের টিলসিট চুক্তির পর ১৮১৩ ও ১৮১৪ সালে জার্মানরা পেঁছেছিল নেপোলিয়নের কাছ থেকে মুক্তিতে। আমাদের 'টিলসিট চুক্তির' সঙ্গে আমাদের মুক্তির ব্যবধানটা সম্ভবত হবে স্বল্পতর, কেননা ইতিহাস চলেছে দ্রুততর গতিতে।

দূর হোক গলাবাজি! চাই শৃঙ্খলা ও সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ!

লিখিত: ৫ই মার্চ, ১৯১৮
মুদ্রিত: ৬ই মার্চ
(২১শে ফেব্রুয়ারি), ১৯১৮
'প্রাভদা', ৪২ নং
স্বাক্ষর: ন. লেনিন

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৫শ খণ্ড, পৃঃ ৪১৫—৪২০

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) জরুরী সপ্তম কংগ্রেস, ৬ই—৮ই মার্চ, ১৯১৮

কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট, ৭ই মার্চ

কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার তালিকা দিয়ে রাজনৈতিক রিপোর্ট হতে পারে, কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে তেমন রিপোর্ট নয়, **সমগ্রভাবে আমাদের বিপ্লবের একটা রূপরেখাই** জরুরী; কেবল তা থেকেই আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্তের একমাত্র মার্কসবাদী ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। বিপ্লব বিকাশের গোটা অতীত ধারাটা আমাদের বিচার করতে হবে এবং বুঝতে হবে কেন তার পরবর্তী বিকাশটা বদলে গেছে। আমাদের বিপ্লবে এমন কিছু মোড় পরিবর্তন ঘটেছে, আন্তর্জাতিক বিপ্লবের পক্ষে যার বিপুল তাৎপর্য থাকবে—যথা, **অক্টোবর বিপ্লব।**

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রথম সাফল্যগুলোর কারণ এই যে প্রলেতারিয়েতের পেছনে শুধু গ্রাম্য জনগণ নয়, বুর্জোয়ারাও ছিল। এই জন্যই জারতন্ত্রের ওপর বিজয় এত অনায়াসে ঘটে, ১৯০৫ সালে যেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে শ্রমিক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলির স্বতঃপ্রণোদিত ও স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিতে ১৯০৫ সালের অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি হয় — সোভিয়েত রাজের নীতিটা শুধু ঘোষণা করতে হয়েছিল আমাদের। সংগ্রামের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই জনগণ বিপ্লবের কর্তব্যগুলি শিখে নেয়। ২০—২১ এপ্রিলের ঘটনা — শোভাযাত্রার সঙ্গে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ধরনের একটা ব্যাপারের স্বকীয় ধরনের সংযোগ। বুর্জোয়া সরকারের পতনের পক্ষে এটাই যথেষ্ট ছিল। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত পেটি বুর্জোয়া সরকারের প্রকৃতি থেকেই যার জন্ম, শুরু হয় সেই আপোসনীতির দীর্ঘ পর্ব। জুলাই ঘটনাবলীতে তখনো প্রলেতারীয় একনায়কত্ব কার্যকরী করা সম্ভব হয় না —

জনগণ তখনো প্রস্তুত হয়ে ওঠে নি। সেই জন্যই দায়িত্বশীল কোনো সংগঠনই সে ডাক দেয় নি। কিন্তু শত্রুশিবিরের মধ্যে সন্ধানী নিরীক্ষার দিক থেকে জুলাই ঘটনাবলীর তাৎপর্য ছিল বিপুল। কর্নিলভ হাঙ্গামা (২৮) ও পরবর্তী ঘটনাবলীতে একটা ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ হয় ও অক্টোবর বিজয়কে সম্ভবপর করে তোলে। অক্টোবরেও যারা ক্ষমতার ভাগ দিতে চেয়েছিল তাদের ভুলটা (২৯) এই যে তারা অক্টোবর বিজয়ের সঙ্গে জুলাই দিবসগুলির, আক্রমণাত্মক অভিযানের, কর্নিলভ হাঙ্গামা ইত্যাদির সম্পর্ক দেখে নি, যেটা অগণিত জনগণকে এই চেতনায় পেঁছে দিয়েছিল যে সোভিয়েত রাজ অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর ঘটে গোটা রাশিয়া জুড়ে আমাদের জয়যাত্রা, সেই সঙ্গে থাকে শান্তির জন্য সকলের আকাঙ্ক্ষা। আমরা জানি যে যুদ্ধের একতরফা অস্বীকৃতিতে শান্তি হবে না; সেটা এপ্রিল সম্মেলনেই আমরা বলেছিলাম। এপ্রিল থেকে অক্টোবর এই যুগটায় সৈন্যরা খুবই পরিষ্কার বুঝেছিল যে আপোস পলিসিতে যুদ্ধ কেবল প্রলম্বিতই হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদীগণ কর্তৃক আক্রমণ চালানোর একটা বন্য অর্থহীন প্রচেষ্টাতেই তার পরিণতি হচ্ছে, যুদ্ধে বেশি করে তাদের জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে, যা চলবে বছরের পর বছর। এই জন্যই যে কোরেই হোক শান্তির সক্রিয় নীতিগ্রহণ প্রয়োজন হয়েছিল, প্রয়োজন হয় সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ ও জমিদারী ভূম্যধিকার সম্পূর্ণ উচ্ছেদের। আপনারা জানেন শুধু কেরেনস্কি নন আভ্‌ক্সেন্তিয়েভও জমিদারি সমর্থন করেন, ভূমি কমিটির সভ্যদের গ্রেপ্তার পর্যন্ত তাঁরা এগোন। ব্যাপকতম জনগণের মধ্যে আমরা যা ছড়িয়ে দিয়েছিলাম এই পলিসিটাই, 'ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে' এই ধ্বনিটার জন্যই অক্টোবরে পিটার্সবুর্গে অত সহজে জয়লাভের সুযোগ হয় আমাদের এবং রুশ বিপ্লবের বিগত মাসগুলো পরিণত হয় একটি নিরবচ্ছিন্ন জয়যাত্রায়।

গৃহযুদ্ধ হয়ে দাঁড়াল বাস্তব ঘটনা। বিপ্লবের শুরুতে এমন কি যুদ্ধেরও শুরুতে আমরা যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, সমাজতান্ত্রিক মহলের বড়ো একটা অংশ যা অবিশ্বাস এমন কি উপহাস করেছিল, যথা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করা—সেটা ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর যুধ্যমান দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ ও সবচেয়ে পশ্চাৎপদ একটি দেশে বাস্তব ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। এ গৃহযুদ্ধে অধিবাসীদের বিপুল অধিকাংশ দাঁড়াল আমাদের পক্ষে, তাই আমাদের বিজয় হল অসাধারণ সহজে।

ফ্রণ্ট ছেড়ে আসা সৈন্যরা যেখানেই গেছে সর্বত্রই বহন করে এনেছে আপোসপন্থা শেষ করার সর্বোচ্চ বিপ্লবী সংকল্প এবং আপোসপন্থী লোকেরা, শ্বেতরক্ষী, জমিদার-নন্দনেরা জনগণের মধ্যে সমস্ত পাদপীঠ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ল। ব্যাপক জনগণ ও আমাদের বিরুদ্ধে অভিযানী সামরিক ইউনিটগুলি বলশেভিকদের পক্ষে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে যুদ্ধটা ক্রমশ পরিণত হল বিপ্লবের একটা বিজয়ী যাত্রায়। এটা আমরা দেখেছি পেত্রগ্রাদে, দেখেছি গাৎচিনা ফ্রণ্টে, যেখানে কেরেনস্কি ও ক্রাস্নভ যে কসাকদের লাল রাজধানীর বিরুদ্ধে চালিত করার চেষ্টা করেন তারা দোদুল্যমান হয়ে ওঠে। পরে এটা আমরা দেখেছি মস্কোয়, ওরেনবুর্গে, ইউক্রেনে। সমগ্র রাশিয়ায় উত্তাল হয়ে ওঠে গৃহযুদ্ধের তরঙ্গ, এবং সর্বত্রই আমরা অসাধারণ সহজে জয়লাভ করি ঠিক এই জন্য যে ফলটা পেকে উঠেছিল, বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোসের পুরো অভিজ্ঞতাটা জনগণ পেয়ে গিয়েছিল। 'সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে' — দীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় জনগণ কর্তৃক ব্যবহারিকভাবে যাচাই করা আমাদের এই ধ্বনিটা হয়ে দাঁড়ায় তাদের জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য।

এই জন্য ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবরের পরবর্তী প্রথম মাসগুলো হয়ে দাঁড়ায় নিরবচ্ছিন্ন জয়যাত্রা। এই নিরবচ্ছিন্ন জয়যাত্রায় সেই সব বাধাবিঘ্নের কথা ভুলে যাওয়া হয়, গৌণ করে তোলা হয়, যাতে তৎক্ষণাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হোঁচট খায়, হোঁচট না খেয়ে পারে না। বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা মূল প্রভেদ এই যে সামন্ততন্ত্রের মধ্য থেকে পরিবিকশিত বুর্জোয়া বিপ্লবের ক্ষেত্রে সাবেকী ব্যবস্থার গর্ভেই গড়ে ওঠে নতুন অর্থনৈতিক সংগঠন, সামন্ত সমাজের সবকটি দিক তা ক্রমশ বদলে দেয়। বুর্জোয়া বিপ্লবের সামনে ছিল কেবল একটি মাত্র কর্তব্য — পূর্বতন সমাজের সমস্ত নিগড় সাফ করা, ঝেঁটিয়ে ফেলা, ভেঙে ফেলা। কোনো বুর্জোয়া বিপ্লব এই কর্তব্যটা সাধন করলেই তার কাছে প্রত্যাশিত সবকিছুই সাধন করা হয়; সে বিপ্লব পুঁজিবাদের বিকাশটাই বাড়িয়ে তোলে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিস্থিতিটা একেবারেই ভিন্ন। ইতিহাসের আঁকাবাঁকা পথের কল্যাণে যে দেশটাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করতে হল, সে দেশটা যত বেশি পশ্চাৎপদ, সাবেকী পুঁজিবাদী সম্পর্ক থেকে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কে উত্তরণ তার পক্ষে তত বেশি কঠিন। এ ক্ষেত্রে

ধ্বংসের কর্তব্যের সঙ্গে যুক্ত হয় নতুন, অভূতপূর্ব দুরূহ সব কর্তব্য — সাংগঠনিক কর্তব্য। ১৯০৫ সালের মহা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসা রুশ বিপ্লবের জনসৃজনোদ্যোগে যদি ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতেই সোভিয়েতগুলির সৃষ্টি না হত, তাহলে কোনোক্রমেই অক্টোবরে তারা ক্ষমতা দখল করতে পারত না, কেননা লক্ষ লক্ষ লোককে আলিঙ্গনকারী আন্দোলনের পূর্বপ্রস্তুত সাংগঠনিক রূপ বিদ্যমান থাকার ওপরই সাফল্য নির্ভর করছিল। এই হাতে-পাওয়া তৈরি রূপটা হল সোভিয়েত এবং সেইজন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের কপালে ছিল চমৎকার সেই সব সাফল্য, অবিরাম সেই জয়যাত্রা, যার মধ্য দিয়ে আমরা গিয়েছি, কেননা রাজনৈতিক ক্ষমতার নতুন রূপটা ছিল আগে থেকেই তৈরি, আমাদের পক্ষে শুধু কতকগুলি ডিক্রি মারফত বিপ্লবের প্রথম মাসগুলিতে সোভিয়েত ক্ষমতা যে ভ্রূণাবস্থায় ছিল তা থেকে তাকে রুশ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত আইনী-স্বীকৃত রূপে — রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার কাজটুকুই বাকি ছিল। এ প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয় অবিলম্বেই, এত সহজে জন্ম হয় তার কারণ ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে জনগণ সোভিয়েতগুলো গড়ে তোলে, কোনো পার্টি এ ধ্বনিটা দিতে পারার আগেই তারা গড়ে তোলে। ১৯০৫ সালের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসা, সে অভিজ্ঞতায় বিচক্ষণ হয়ে ওঠা জনগণের অতি গভীর সৃজনোদ্যোগ — এই জিনিসটাই গড়ে তোলে প্রলেতারীয় ক্ষমতার এই রূপটা। আভ্যন্তরীণ শত্রুর ওপর জয়লাভের কর্তব্যটা ছিল অত্যন্ত রকমের লঘু কর্তব্য। রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তোলার কর্তব্যটা ছিল অতিমাত্রায় সহজ, কেননা সে ক্ষমতার শিরদাঁড়াটা, তার বনিয়াদটা আমাদের দিয়েছিল জনগণ। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয় অবিলম্বেই। কিন্তু বাকি রইল দুটো আরো বিপুল-কঠিন কর্তব্য, তার সমাধানটা কোনোক্রমেই আমাদের প্রথম মাসগুলির বিপ্লবী জয়যাত্রার মতো হতে পারে না, — আমাদের সন্দেহ ছিল না, থাকা সম্ভব ছিল না যে পরবর্তী কালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিপুল-কঠিন কর্তব্যের সম্মুখীন হবে।

প্রথমত, এটা হল আভ্যন্তরীণ সংগঠনের কর্তব্য, যা প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকেই নিতে হয়। বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভেদ ঠিক এইখানে যে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী সম্পর্কের তৈরি রূপ বর্তমান থাকে, কিন্তু সোভিয়েত রাজ, প্রলেতারীয় রাজ এই রকম তৈরি সম্পর্কগুলো

পায় না, যদি অতি বিকশিত রূপের পুঁজিবাদ না ধরি — সে রকম পুঁজিবাদ, সত্যি বলতে গেলে, দেখা দিয়েছে কেবল শিল্পের অনতিবৃহৎ শীর্ষটায়, কৃষিকে তা খুব কম ছুঁয়েছে। হিসাবের ব্যবস্থা, বড়ো বড়ো উদ্যোগের ওপর নিয়ন্ত্রণ, সমস্ত রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কলকব্জাগুলোর একটি একক বৃহৎ যন্ত্রে, একটি অর্থনৈতিক দেহে পরিণতি, যা এমনভাবে চলবে যাতে কোটি কোটি লোক পরিচালিত হবে একটি একক পরিকল্পনা অনুসারে — এই বিপুল সাংগঠনিক কাজটাই এখন আমাদের কাঁধে। শ্রমের বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে কোনোক্রমেই তা 'হুররে' ডাক তুলে গৃহযুদ্ধের কর্তব্য যে ভাবে সাধন করা সম্ভব হয়েছে সে ভাবে সাধন করা যায় না। ব্যাপারটার প্রকৃতিই এমন যে ওরকম সমাধান চলে না। আমরা যে আমাদের কালেদিনপন্থীদের ওপর অত সহজে বিজয় লাভ করেছি এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি এমন প্রতিরোধের সামনে যাতে গুরুতর মনোযোগ অর্পণেরও প্রয়োজন করে না, তার কারণ ঘটনার এ গতিটা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল পূর্বের সমগ্র অবজেকটিভ বিকাশটা থেকেই, ফলে কেবল শেষ কথাটা বলা, সাইনবোর্ডটা খুলে ফেলা, 'সোভিয়েত থাকছে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন হিসাবে' এই কথাটার বদলে 'সোভিয়েতই হল রাষ্ট্র-ক্ষমতার একমাত্র রূপ' এই কথাটা লিখে দেওয়াই কেবল বাকি ছিল — কিন্তু সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা মোটেই সে রকম ছিল না। এ ক্ষেত্রে আমরা বিপুল দুরূহতার সম্মুখীন হই। আমাদের বিপ্লবের কর্তব্য নিয়ে যারা ভেবে দেখতে চেয়েছে তাদের সবার কাছেই সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, পুঁজিবাদী সমাজের যে ভাঙন ঘটিয়েছে যুদ্ধ তা অতিক্রম করা যায় কেবল আত্মশৃঙ্খলার দুরূহ ও দীর্ঘ পথেই, কেবল অসাধারণ সুকঠিন, সুদীর্ঘ, একরোখা প্রচেষ্টাতেই আমরা এ ভাঙন জয় করতে পারি, পরাস্ত করতে পারি এ ভাঙন বাড়িয়ে তোলার সেই সব উপাদানকে, যারা বিপ্লবকে দেখেছিল যতটা পারা যায় আদায় করে নিয়ে সাবেকী নিগড় দূর করার একটা পদ্ধতি হিসাবে। অবিশ্বাস্য ছারখারের একটা মুহূর্তে ক্ষুদে-কৃষক দেশে বিপুল সংখ্যায় এরূপ লোকের উদয় অনিবার্য, তাদের সঙ্গে যে সংগ্রামটা আমাদের সামনে সেটা শতগুণ বেশি কঠিন, চমকপ্রদ কোনো মহড়ার আশা নেই তাতে — এ সংগ্রাম আমরা সবেমাত্র শুরু করেছি। এ সংগ্রামের প্রথম পর্যায়টায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের সামনে রয়েছে সুকঠিন পরীক্ষা। এখানে বাস্তব পরিস্থিতিটাই এমন যে কালেদিনপন্থীদের

বিরুদ্ধে আমরা যে ভাবে এগিয়েছিলাম, সেভাবে ঝাণ্ডা ওড়ানো জয়যাত্রায় আমরা কোনোক্রমেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারি না। বিপ্লবের পথে যে সাংগঠনিক কর্তব্য বর্তমান, সেখানে সংগ্রামের ওই পদ্ধতিটা যে প্রয়োগ করতে চাইবে সে রাজনীতিক হিসাবে, সমাজতন্ত্রী হিসাবে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মী হিসাবে পুরোপুরি দেউলিয়া বনবে।

এই ব্যাপারটাই ঘটেছে আমাদের বিপ্লবের প্রাথমিক জয়যাত্রায় আচ্ছন্ন কিছু তরুণ কমরেডদের ক্ষেত্রে, যখন বিপ্লবের সামনে দ্বিতীয় বিপুল দুরূহতাটা আসে — আসে আন্তর্জাতিক প্রশ্নটা। কেরেনস্কির দঙ্গলগুলোকে যদি আমরা অত সহজে শায়েস্তা করে থাকি, যদি আমরা অত সহজে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে থাকি, যদি এতটুকু কষ্ট না করে আমরা ভূমির সমাজীকরণ ও শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের ডিক্রি পেয়ে থাকি, এ সবই যদি আমরা এত সহজে পেয়ে থাকি তবে তার কারণ শুধু এই যে, একটা সৌভাগ্যজনক ঘটনাচক্রে স্বল্প সময়ের জন্য আমরা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। তার পুঁজির প্রতিপত্তি, তার উচ্চ-সংগঠিত সামরিক টেকনিক, যা একটা সত্যকারের শক্তি, আন্তর্জাতিক পুঁজির একটা সত্যিকারের দুর্গ, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ কোনো ক্ষেত্রেই কোনোক্রমেই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পাশাপাশি দিন কাটাতে পারে না — পারে না তার বাস্তব অবস্থা এবং সে সাম্রাজ্যবাদে রূপায়িত পুঁজিপতি শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ উভয় কারণেই — পারে না বাণিজ্যিক যোগসূত্র ও আন্তর্জাতিক ফিনান্স সম্পর্কের ফলে। এ ক্ষেত্রে সংঘাতটা অনিবার্য। এইটেই হল রুশ বিপ্লবের বৃহত্তম দুরূহতা, তার বৃহত্তম ঐতিহাসিক সমস্যা, যথা: আন্তর্জাতিক কর্তব্য সাধন করা আবশ্যক, আন্তর্জাতিক বিপ্লব জাগিয়ে তোলা, জাতীয়সীমিত আমাদের বিপ্লব থেকে বিশ্ব বিপ্লবে উৎক্রমণ সাধন করা আবশ্যক। এই কর্তব্যটা আমাদের সামনে এসেছে তার সমস্ত অবিশ্বাস্য দুরূহতা নিয়ে। ফের বলি, নিজেদের বামপন্থী বলে গণ্য করেন আমাদের এরকম তরুণ বন্ধুদের অতি অনেকেই সবচেয়ে জরুরী জিনিসটা ভুলতে শুরু করেছেন, যথা: অক্টোবরের পরেকার বৃহত্তম বিজয়ের সপ্তাহ ও মাসগুলিতে কেন আমরা অত সহজে বিজয় থেকে বিজয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আর এটা এত সহজ হয়েছিল তার কারণ বিশেষ ধরনে পাকিয়ে ওঠা আন্তর্জাতিক ঘটনাচক্র আমাদের সাম্রাজ্যবাদ থেকে সাময়িকভাবে রক্ষা করেছিল। আমাদের নিয়ে

ঝামেলা করার অবকাশ ছিল না তার। আমাদের মনে হয়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আমাদেরও ভাবনা নেই। এবং আলাদা আলাদা সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের নিয়ে ঝামেলা করতে পারে নি এই জন্য যে আধুনিক বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের অতি বৃহৎ সামাজিক-রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি সবই এই সময় অন্তর্যুদ্ধে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল দুই দলে। এই সংগ্রামে জড়িয়ে পড়া সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রকেরা গিয়ে পেঁছয় অবিশ্বাস্য একটা সীমায়, মরণ সংঘাতে, এমন একটা মাত্রায় যে দুই দলের কেউই রুশ বিপ্লবের বিরুদ্ধে কিছুটা পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ কোনো শক্তি নিয়োগ করতে পারে নি। ঠিক এই রকম একটা মুহূর্তেই আমরা পেয়েছিলাম অক্টোবরে: আমাদের বিপ্লবের পক্ষে ঠিক একটা অনুকূল মুহূর্তেই জোটে — কথাটা আপাতবিরোধী, কিন্তু সত্য — যখন লক্ষ লক্ষ নরহত্যার আকারে একটা অভূতপূর্ব দুর্ভাগ্য দেখা দেয় অধিকাংশ সাম্রাজ্যবাদী দেশেই, যখন অভূতপূর্ব সর্বনাশে জনগণকে জর্জরিত করে তোলে যুদ্ধ, যখন যুদ্ধের চতুর্থ বৎসরে যুধ্যমান দেশগুলি পেঁছয় একটা কানাগলিতে, একটা সন্ধিক্ষণে, যখন এ প্রশ্নটা বাস্তব হয়ে ওঠে: এই অবস্থায় পর্যবসিত জনগণ কি আরো যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে? আমাদের বিপ্লবটা এই অনুকূল মুহূর্তটায় ঘটে, ঘটে শুধু এরই কল্যাণে যে বিপুল দুই হিংস্রক দলের কেউই কাউকে তৎক্ষণাৎ ঘায়েল করতেও পারল না, আমাদের বিরুদ্ধেও সম্মিলিত হতে পারল না — আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের এই মুহূর্তটাকেই কেবল কাজে লাগাবার সুযোগ পেয়ে ও কাজে লাগিয়ে আমাদের বিপ্লব ইউরোপীয় রাশিয়ায় তার এই জয়যাত্রা চালায়, ফিনল্যান্ডে উপচে পড়ে, ককেশাস ও রুমানিয়া জয় শুরু করে। শুধু এইটে দিয়েই বোঝা যায় কেন আমাদের এখানে, আমাদের পার্টির অগ্রণী মহলগুলিতে দেখা দেয় বুদ্ধিজীবী-অতিমানব পার্টি কর্মী, যারা এই জয়যাত্রায় নিজেদের ভেসে যেতে দেয়, যারা বলে: আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে আমরা শায়েস্তা করে দেব, সেখানেও জয়যাত্রা চলবে, সত্যিকারের দুরূহতা সেখানে কিছু নেই। রুশ বিপ্লবের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে গরমিলটা এইখানেই, — এ বিপ্লব শুধু কাজে লাগিয়েছিল আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সাময়িক ফ্যাসাদটাকে, কেননা ঠেলা গাড়ির দিকে ধাবিত ও তাকে চূর্ণ করে ফেলা এক রেল গাড়ির মতো যে যন্ত্রটা আমাদের দিকে ধাবিত হবে কথা ছিল সেটা সাময়িকভাবে থেমে গিয়েছিল, আর যন্ত্রটা থেমে গিয়েছিল কারণ পরস্পর সংঘর্ষ বেধেছিল দুই

দল হিংস্রকের মধ্যে। এখানে ওখানে বিপ্লবী আন্দোলন বেড়ে ওঠে, কিন্তু বিনা ব্যতিক্রমে সবকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশেই তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। তার বিকাশের গতিবেগ মোটেই আমাদের মতো ছিল না। ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বসর্ত নিয়ে যারা ভেবেছে তাদের প্রত্যেকের কাছেই এ কথা পরিষ্কার না হয়ে পারে নি যে বিপ্লব শুরু করা ইউরোপে অপারিসীম কঠিন আর আমাদের এখানে অপারিসীম সহজ, কিন্তু তা চালিয়ে যাওয়া ওখানকার চেয়ে এখানে কঠিন হবে। এই বাস্তব পরিস্থিতির জন্য এই ঘটেছে যে ইতিহাসের অসাধারণ দুরূহ, প্রচণ্ড একটা বাঁকের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়। আমাদের আভ্যন্তরীণ ফ্রণ্টে, আমাদের প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে, সোভিয়েত রাজের শত্রুদের বিরুদ্ধে অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বরের অবিরাম জয়যাত্রা থেকে আমাদের চলে আসতে হল আমাদের প্রতি সত্য সত্যই শত্রুভাবাপন্ন, সত্যকার আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংঘাতে। জয়যাত্রার পর্ব থেকে চলে যেতে হল অসাধারণ কঠিন ও দুঃসহ পরিস্থিতির একটা পর্বে; কথা দিয়ে, চমৎকার চমৎকার ধ্বনি দিয়ে — যত প্রীতিকরই সেটা হোক না কেন — তা অবশ্যই উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কেননা আমাদের স্খলিত হয়ে পড়া দেশটায় জনগণ অবিশ্বাস্য রকমের অবসন্ন, এমন অবস্থায় তারা পেঁছিয়েছে যে আর যুদ্ধ চালানো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, তিন বছরের যন্ত্রণাকর যুদ্ধে তারা এমনই পযুর্দস্ত যে সামরিক দিক থেকে পুরোপুরি অকর্মণ্যতার অবস্থায় পেঁছিয়েছে। এমন কি অক্টোবর বিপ্লবের আগেই আমরা সৈনিক জনগণের এমন সব প্রতিনিধি দেখেছি যারা বলশেভিক পার্টির অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু সমস্ত বুর্জোয়ার সমক্ষে এ সত্য বলতে তারা কুণ্ঠিত হয় নি যে রুশ ফৌজ যুদ্ধ করবে না। ফৌজের এই অবস্থাটায় বিপুল এক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। গঠন রূপের দিক থেকে যা ক্ষুদে-কৃষক দেশ, যুদ্ধে বিশৃঙ্খল, অশ্রুতপূর্ব এক অবস্থায় পর্যবসিত এই দেশটা পড়েছে অসাধারণ কঠিন এক পরিস্থিতিতে: আমাদের ফৌজ নেই অথচ দিন কাটাতে হচ্ছে হিংস্রকের পাশে, আপাদমস্তক যে সশস্ত্র, হিংস্রক হয়েই যে আছে ও এখনো থাকবে, রাজ্যগ্রাস ও ক্ষতিপূরণ বিনা শান্তির কোনো প্রচারেই যাকে অবশ্যই বোঝানো যায় নি। নিরীহ গৃহপালিত পশু রয়েছে বাঘের পাশে, তাকে বোঝাচ্ছে শান্তিটা যেন রাজ্যগ্রাস ও ক্ষতিপূরণ ছাড়াই হয়, অথচ সে শান্তি অর্জন করা সম্ভব কেবল বাঘকেই আক্রমণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতটাকে

আমাদের পার্টির ওপর মহল — বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিক সংগঠনের একাংশ — উড়িয়ে দিতে চেয়েছে সর্বাগ্রে বুলি দিয়ে, অজুহাত দিয়ে: ও সব হওয়ার কথা নয়। শান্তির এ পরিপ্রেক্ষিতটা ছিল এতই অবিশ্বাস্য যে এতদিন পর্যন্ত ঝান্ডা উড়িয়ে প্রকাশ্য লড়াইয়ে যারা নেমেছি, জয় গর্জনে পরাস্ত করেছি সমস্ত শত্রুদের, সেই আমাদের পক্ষে নতিস্বীকার করা, হীনতাসূচক সর্ত মেনে নেওয়া সম্ভব ভাবাই যায় না। কদাচ নয়। অতি গর্বিত বিপ্লবী আমরা, সর্বাগ্রে আমরা ঘোষণা করি, 'জার্মানরা আক্রমণ করতে পারে না।'

এই হল প্রথম যুক্তি, যা দিয়ে এই লোকেরা নিজেদের ভুলিয়েছে। ইতিহাস এবার আমাদের অসাধারণ কঠিন এক পরিস্থিতিতে ফেলেছে; অভূতপূর্ব কঠিন সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে একগুচ্ছ যন্ত্রণাকর পরাজয় মেনে নিতে হবে। বিশ্ব ঐতিহাসিক আয়তনে যদি দেখা যায়, তাহলে কোনো সন্দেহই থাকে না যে আমাদের বিপ্লব একক হয়ে থাকলে, অন্যান্য দেশে বিপ্লবী আন্দোলন না ঘটলে আমাদের বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয়ের আশা নেই। সমস্ত ব্যাপারটা যদি আমরা একলা বলশেভিক পার্টির হাতে নিয়ে থাকি তবে সেটা নিয়েছি এই দৃঢ়বিশ্বাসে যে সমস্ত দেশেই বিপ্লব পেকে উঠছে, গোড়ায় গোড়ায় না, শেষাশেষি — যে দুরূহতাই আমাদের সইতে হোক, যে পরাজয়ই আমাদের কপালে থাকুক, আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেখা দেবে — কেননা দেখা দিচ্ছে, পেকে উঠবে — কেননা পাক ধরছে এবং পুরো পেকে উঠবে। ফের বলি, এই সমস্ত দুরূহতা থেকে আমাদের উদ্ধার সারা ইউরোপীয় বিপ্লবে। এই সত্যটা, একেবারে বিমূর্ত সত্যটা থেকে এগুবার এবং তার দ্বারা চালিত হবার সময় আমাদের নজর রাখতে হবে যাতে তা কালক্রমে বুলিতে পরিণত না হয়, কেননা যে কোনো বিমূর্ত সত্যই বিনা বিচারে প্রয়োগ করতে গেলে বুলি হয়ে দাঁড়ায়। যদি বলেন, প্রতিটি ধর্মঘটের মধ্যেই নিহিত বিপ্লবের রক্তবীজ, যে এ কথা বোঝে না সে সমাজতন্ত্রী নয় — তবে সেটা ঠিক কথাই। সত্যিই, প্রতিটি ধর্মঘটেই নিহিত আছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু যদি বলেন বাস্তবের প্রতিটি ধর্মঘটই হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে সরাসরি পদক্ষেপ, তাহলে আপনি চরম শূন্যগর্ভ একটা বুলিই বলবেন। 'এই স্থানে প্রতি প্রতি বার' কথাটা আমরা এত শুনেছি ও এত তিতি বিরক্তি ধরে গেছে যে মজুরেরা এই সমস্ত নৈরাজ্যবাদী বুলি ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, কারণ প্রতিটি ধর্মঘটের মধ্যে বিপ্লবের রক্তবীজ নিহিত এই কথাটা

যেমন সন্দেহাতীত, তেমনি প্রতিটি ধর্মঘট থেকে বিপ্লবে পৌঁছনো যায় এই উক্তিও যে বাজে কথা সেটাও তেমনি পরিষ্কার। আমাদের বিপ্লবের সমস্ত দুরূহতা অতিক্রান্ত হবে কেবল যখন বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পেকে উঠবে, — সর্বত্রই তাতে এখন পাক ধরছে — এ কথাটা যেমন একেবারেই তর্কাতীত, তেমনি 'আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপরেই বাজি রেখে আমি যে কোনো মূর্খামি করতে পারি' এ কথা বলে আমাদের বিপ্লবের আজকের প্রতিটি নির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ দুরূহতাকে চাপা দিতে হবে — এ উক্তিও একেবারেই সমান আজগুবি। 'লিবক্লেখত উদ্ধার করবেন কারণ, যাই হোক না কেন, তিনি জয়লাভ করবেন।' এমন চমৎকার সংগঠন তিনি দেবেন, সবকিছুই আগে থেকেই এমনভাবে ঠিক করে দেবেন যে সবকিছু আমরা তৈরি আকারে পেয়ে যাব — যেমন পেয়ে গেছি পশ্চিম ইউরোপের তৈরি মার্কসবাদী শিক্ষা — যার কল্যাণে সেটা আমাদের এখানে সম্ভবত কয়েক সপ্তাহে বিজয়ী হয়েছে যেখানে পশ্চিম ইউরোপে তার বিজয়ের জন্য দরকার হয়েছে কয়েক দশক বছর। সুতরাং নতুন ঐতিহাসিক পর্বে সংগ্রামের সমস্যা সমাধানে জয়যাত্রার পুরনো পদ্ধতির প্রয়োগ একেবারেই অর্থহীন হঠকারিতা — এ নতুন পর্বটা শুরু হয়েছে, এ নতুন পর্বটা জরাজীর্ণ কেরেনস্কি ও কর্নিলভকে নয়, সামনে হাজির করেছে এক আন্তর্জাতিক হিংস্রককে — জার্মানির সাম্রাজ্যবাদকে, যেখানে বিপ্লব মাত্র পেকে উঠছে, কিন্তু জানা কথা যে পুরো পাকে নি। বিপ্লবের বিরুদ্ধে শত্রু আক্রমণের সাহস করবে না এই নিশ্চয়দানও ছিল একই রকম হঠকারিতা। ব্রেস্ত আলাপ আলোচনার সময় তখনো এমন মুহূর্ত আসে নি যে শান্তির যে কোনো সর্তেই আমাদের রাজী হতে হত। শক্তির বাস্তব অনুপাত ছিল এই রকম যে দম নেবার অবকাশ পেলে সেটা যথেষ্ট হত না। ব্রেস্ত আলাপ আলোচনা থেকে প্রমাণ হওয়ার কথা যে জার্মানরা আক্রমণ করবে, জার্মান সমাজ এতটা বিপ্লবগর্ভ নয় যে সে বিপ্লব এখুনি দেখা দেওয়া সম্ভব, এবং জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা যে তাদের আচরণে সে বিস্ফোরণের প্রস্তুতি ঘটায় নি, অথবা বামপন্থীমন্য আমাদের বন্ধুরা যা বলেন, জার্মানদের আক্রমণ করতে না পারার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করে নি, তার দোষ জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের ঘাড়ে চাপানো চলে না। এদের যখন বলা হয় যে আমাদের ফৌজ নেই, সৈন্য খালাসিতে আমরা বাধ্য হয়েছি — আমাদের নিরীহ গৃহপালিত পশুর পাশেই যে বাঘ শুয়ে আছে, সে কথা আমাদের কেউ না

ভুললেও বাধ্য হয়েছি — তখন তারা সেটা বুঝতে চায় না। সৈন্য খালাসিতে যদি বা আমরা বাধ্য হয়ে থাকি, তাহলেও এ কথা আমরা মোটেই ভুলি নি যে জমিতে সঙীন গেঁথে রাখার একতরফা আদেশেই যুদ্ধ শেষ হয় না।

সাধারণভাবে এটা কী করে ঘটল যে আমাদের পার্টির কোনো মতধারা, কোনো দৃষ্টিভঙ্গি, কোনো সংগঠন সৈন্য খালাসির বিরুদ্ধতা করে নি? আমরা কি একেবারেই উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম? একেবারেই নয়। বলশেভিক নয় এমন সব অফিসার অক্টোবরের আগেই বলছিল যে সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করতে অক্ষম, সপ্তাহ কয়েকের জন্যও তাদের ফ্রণ্টে ধরে রাখা অসম্ভব। যারা বাস্তব সত্যকে, অমার্জিত তিক্ত বাস্তবতাকে দেখতে চায়, লুকতে চায় না, চোখের ওপর টুপি নামিয়ে হামবড়া বুলি দিয়ে এড়াতে চায় না, তাদের সকলের কাছেই সেটা অক্টোবরের পর স্বতঃস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফৌজ নেই, তাকে ধরে রাখা অসম্ভব। সর্বোত্তম যা করা সম্ভব সেটা হল যথাসম্ভব দ্রুত তাকে ভেঙে দেওয়া। এটা হল দেহের ব্যাধিগ্রস্ত অংশ, অভূতপূর্ব কষ্ট সয়েছে তা, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিতে তা পর্যুদস্ত, সে যুদ্ধে তা নেমেছিল টেকনিকাল প্রস্তুতি ছাড়াই, এবং এমন অবস্থায় বেরিয়ে এসেছে যে প্রতিটি আক্রমণেই আতঙ্কে আত্মসমর্পণ করছে। এত অশ্রুতপূর্ব কষ্ট যারা সয়েছে সে লোকেদের দোষ দেওয়া যায় না। এমন কি রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্বেই শত শত সিদ্ধান্তে রুশ সৈনিকেরা পুরোপুরি খোলাখুলি বলেছিল: 'আমরা রক্তে হাবুডুবু খাচ্ছি, যুদ্ধ করার সামর্থ্য নেই আমাদের'। যুদ্ধের সমাপ্তিটা কৃত্রিমভাবে বিলম্বিত করা যেত, কেরেনস্কির বুজরুকি চালানো যেত, সমাপ্তিটা কয়েক সপ্তাহ পেছনো যেত, কিন্তু অবজেকটিভ বাস্তবতা সবকিছু ফুঁড়ে বেরয়। রুশ রাষ্ট্র দেহের এটা রুগ্ন অংশ, এ যুদ্ধের বোঝাটা তা আর বইতে পারছে না। যত দ্রুত আমরা তাকে ভেঙে দেব, এখনো ততটা অসুস্থ হয় নি এমন সব ইউনিটের মধ্যে ততই দ্রুত তা মিলিয়ে যাবে, ততই দ্রুত দেশ প্রস্তুত হয়ে উঠবে নতুন অগ্নিপরীক্ষার জন্য। বহির্ঘটনার দিক থেকে যা উদ্ভট—সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেওয়ার এ সিদ্ধান্তটা আমরা বিনা প্রতিবাদে একমত হয়ে যখন গ্রহণ করি তখন এই কথাটাই আমরা ভেবেছিলাম। এটা ছিল সঠিক পদক্ষেপ। আমরা বলেছিলাম, সৈন্যবাহিনী টিকিয়ে রাখাটা হল একটা লঘুচিত্ত মোহ। সৈন্যবাহিনীকে যত তাড়াতাড়ি ভেঙে দেওয়া যাবে, সমগ্রভাবে সামাজিক দেহের আরোগ্যলাভ ততই দ্রুত হবে। সেইজন্যই 'জার্মানরা আক্রমণ করতে

পারে না' এই যে বুলি থেকে দেখা দেয় আরেকটা বুলি: 'আমরা যুদ্ধ বন্ধ ঘোষণা করতে পারি। যুদ্ধও নয়, শান্তি স্বাক্ষরও নয়!'—তা এত প্রগাঢ় ভ্রান্ত, সেইজন্যই তা ঘটনাবলীর এত তিক্ত অতিরঞ্জন। কিন্তু জার্মানরা যদি আক্রমণ করে? 'না, তারা আক্রমণ করতে পারে না।' কিন্তু বাজি রাখার অধিকার আছে কি আপনাদের, আন্তর্জাতিক বিপ্লবের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিন, এই প্রত্যক্ষ প্রশ্নটা নিন: সে মুহূর্ত যখন দেখা দেবে তখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক হয়েই কি আপনারা দাঁড়াচ্ছেন না? কিন্তু আমরা, ১৯১৭ সালের অক্টোবরের পর থেকে যারা প্রতিরক্ষাবাদী, পিতৃভূমি রক্ষা যারা মানি, সেই আমরা সবাই জানি যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করেছি কথায় নয়, কাজে: গুপ্ত চুক্তিগুলি ছিঁড়ে ফেলেছি(৩০), নিজ দেশের বুর্জোয়াদের পরাস্ত করেছি, প্রকাশ্য সম্মানজনক চুক্তির প্রস্তাব করেছি, ফলে সমস্ত জাতিই আমাদের উদ্দেশ্য কী তা কার্যক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছে। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র রক্ষার অভিমত যারা গুরুত্ব সহকারে পোষণ করে তেমন লোকে এমন হঠকারিতার পথ নিতে পারল কী করে যার ফল ফলেছে? অথচ এটা বাস্তব ঘটনা, কেননা আমাদের পার্টিতে 'বামপন্থী' বিরোধিতার সৃষ্টি প্রসঙ্গে যে দুরূহ সংকটের মধ্য দিয়ে আমাদের পার্টি যাচ্ছে, সেটা রুশ বিপ্লবের বৃহত্তম কয়েকটি সংকটেরই একটি।

এ সংকট অতিক্রান্ত হবে। আমাদের পার্টি এবং আমাদের বিপ্লব কেউ এ সংকটে মাথা ভেঙে বসবে না, যদিও বর্তমান মুহূর্তে সেটা খুবই সহজ, খুবই সম্ভবপর ছিল। এই প্রশ্নে আমরা যে আমাদের মাথা ভেঙে বসব না তার গ্যারাণ্টি হল এই যে উপদলীয় মতভেদ সমাধানের পুরনো পদ্ধতির বদলে—অস্বাভাবিক পরিমাণের মুদ্রিত সাহিত্য ও আলোচনা এবং যথেষ্ট পরিমাণ ভাঙন—এই সাবেকী পদ্ধতির বদলে ঘটনাধারায় জ্ঞানলাভের নতুন পদ্ধতি লোকে পেয়েছে। এ পদ্ধতিটা হল তথ্য দিয়ে, ঘটনা দিয়ে, বিশ্ব ইতিহাসের শিক্ষা দিয়ে যাচাই। আপনারা বলছেন যে জার্মানরা আক্রমণ করতে পারে না। আপনাদের রণকৌশল দাঁড়িয়েছিল যে যুদ্ধ বন্ধ ঘোষণা করা যায়। ইতিহাস আপনাদের শিক্ষা দিয়েছে, এ মোহ চূর্ণ করেছে। হ্যাঁ, জার্মান বিপ্লব বাড়ছে, কিন্তু আমরা যতটা চেয়েছিলাম সেভাবে নয়, রুশ বুদ্ধিজীবীদের কাছে যা প্রীতিকর হত তেমন দ্রুত নয়, অক্টোবরে আমাদের বিপ্লব যে গতিবেগ অর্জন করেছিল তেমন বেগে নয়—তখন আমরা যে কোনো শহরে গিয়ে হাজির

হতাম, সোভিয়েত রাজ ঘোষণা করতাম, আর কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রমিকদের দশের নয় ভাগই আসত আমাদের কাছে। অত দ্রুত এগোতে না পারার দুর্ভাগ্যে জার্মান বিপ্লব ভুগছে। এবং কে কার পরোয়া করবে, আমরা বিপ্লবের, নাকি বিপ্লব আমাদের? আপনাদের ইচ্ছা ছিল বিপ্লব আমাদের পরোয়া করে চলবে, আর ইতিহাস আপনাদের শিক্ষা দিল। এটা একটা শিক্ষা, কেননা এ কথা পরম সত্য যে জার্মান বিপ্লব ছাড়া আমরা ধ্বংস পাব — সম্ভবত পেত্রগ্রাদে নয়, মস্কোয় নয়, কিন্তু ভ্লাদিভস্তকে, আরো দূরতম সব অঞ্চলে যেখানে সম্ভবত আমাদের চলে যেতে হবে এবং যার দূরত্ব সম্ভবত পেত্রগ্রাদ থেকে মস্কোর চেয়ে বেশি; কিন্তু কল্পনীয় যে দুর্যোগই ঘটুক, জার্মান বিপ্লব শুরু না হলে আমরা মারা পড়ব। তাহলেও আমাদের এ বিশ্বাস তাতে এক বিন্দুও টলবে না যে সবচেয়ে কঠিনতম পরিস্থিতিকেও আমাদের বিনা গলাবাজিতে সইতে পারা চাই।

আমরা যা আশা করেছিলাম তেমন দ্রুত বিপ্লব আসবে না। ইতিহাস সেটা দেখিয়েছে, বাস্তব ঘটনা হিসাবে সেটা মেনে নেওয়া চাই, এইটে হিসাবে রাখতে পারা চাই যে অগ্রসর দেশগুলিতে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তত সহজে শুরু হতে পারে না যেভাবে শুরু হয়েছিল রাশিয়াতে, নিকোলাস ও রাসপুতিনের (৩১) দেশে, যেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে কারা বাস করে, কী ঘটছে সেখানে তা নিয়ে জনগণের বিপুল অংশই ছিল নির্বিকার। এমন একটা দেশে বিপ্লব শুরু করা ছিল সহজ, একটা পালকের ভার তোলার মতো লঘু।

আর যে দেশে পুঁজিবাদ বিকশিত হয়ে উঠেছে, শেষ লোকটি পর্যন্ত যেখানে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সংগঠনশীলতার অধিকারী, সেখানে বিনা প্রস্তুতিতে বিপ্লব শুরু করতে যাওয়া ভুল, উদ্ভট। সেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সূত্রপাতের যন্ত্রণাকর পর্বের দিকে আমরা এখনো মাত্র এগোচ্ছি। এটা বাস্তব ঘটনা। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, কয়েক দিনের মধ্যে সে বিপ্লব জয়লাভ করবে কিনা — তা আমরা জানি না, কেউ জানে না, হয়তবা সেটা খুবই সম্ভবপর, কিন্তু তার ওপর বাজি রাখা চলে না। অসাধারণ দুরূহতা, অসাধারণ কঠিন পরাজয় যা অনিবার্য তার জন্য তৈরি থাকতে হবে কেননা ইউরোপে বিপ্লব এখনো শুরু হয় নি, যদিও কালই তা শুরু হতে পারে, আর যখন শুরু হবে তখন সন্দেহের দংশন সইতে হবে না, বিপ্লবী যুদ্ধের প্রশ্নই থাকবে না, শুরু হবে একটা নিরবচ্ছিন্ন জয়যাত্রা। এটা হবে, অবধার্যই হবে, কিন্তু এখনো হয়

নি। এই সাদামাটা সত্যটাই ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে, এইটে দিয়েই ইতিহাস আমাদের প্রচণ্ড ঘা মেরেছে,—আর কথায় বলে, একজন মার খাওয়া লোক দুজন মার-না-খাওয়া লোকের সমান। তাই জার্মানরা আক্রমণ করতে পারে না, হুররে হাঁক দিয়েই কাজ ফতে করা যায়, এই আশার ব্যাপারে ইতিহাস আমাদের প্রচণ্ড ঘা দেবার পর, আমার ধারণা, আমাদের সোভিয়েত সংগঠনের কল্যাণে এ শিক্ষাটা সমগ্র সোভিয়েত রাশিয়ার জনগণের চেতনায় অতি দ্রুত প্রবেশ করবে। সবাই তারা চঞ্চল, সভা করছে, তৈরি হচ্ছে কংগ্রেসের জন্য, প্রস্তাব আনছে, যা ঘটে গেছে তার বিচার করছে। আমাদের দেশে যা চলছে সেটা সাবেকী প্রাক-বিপ্লব বিতর্ক নয়, যা সীমাবদ্ধ থাকত পার্টির সংকীর্ণ ভিতর মহলে, এখন সমস্ত সিদ্ধান্তই পেশ করা হচ্ছে জনগণের আলোচনার জন্য, অভিজ্ঞতা দিয়ে কাজ দিয়ে সে সিদ্ধান্ত যাচাইয়ের দাবি করছে তারা, শস্তা বক্তৃতায় তারা কখনো নিজেদের ভাসিয়ে দেয় না, ঘটনার বাস্তব ধারায় নির্ধারিত পথটা থেকে তারা নিজেদের কখনো বিচ্যুত হতে দেয় না। অবশ্যই বুদ্ধিজীবী বা বামপন্থী বলশেভিক হলে সামনের দুরূহতা কথায় উড়িয়ে দিতে পারে: ফৌজ যে নেই এ সমস্যাটা, জার্মানিতে বিপ্লব যে শুরু হয় নি তা সে অবশ্যই উড়িয়ে দিতে পারে। জনগণের সংখ্যা কোটি কোটি—আর রাজনীতি শুরু হয় সেইখানটায় যেখানে কোটি কোটি লোক; যেখানে হাজার হাজার লোক সেখানে নয়, যেখানে কোটি কোটি সেখানেই গুরুতর রাজনীতি সবে শুরু হচ্ছে—কোটি কোটি লোক জানে ফৌজ ব্যাপারটা কী, ফ্রণ্ট থেকে ফেরা সৈন্য তারা দেখেছে। ব্যক্তি বিশেষকে না ধরে যদি সত্যকার জনগণকে ধরি, তবে তারা জানে যে লড়াই চালাতে আমরা অক্ষম, ফ্রণ্টের প্রতিটি লোকই কল্পনীয় সবকিছুই সহ্য করেছে। এ সত্যটা জনগণ বুঝেছে যে ফৌজ না থাকলে আর পাশেই হিংস্রক বর্তমান থাকলে কঠোরতম হীনতাসূচক শান্তি চুক্তিতেই সই করতে হবে। বিপ্লব যতদিন না জন্মগ্রহণ করছে, নিজস্ব ফৌজকে যতদিন না আপনারা সুস্থ করে তুলছেন, যতদিন তাকে ঘরে ঘরে ফেরত না পাঠাচ্ছেন, ততদিন এটা অনিবার্য। ততদিন পর্যন্ত রোগী সুস্থ হবে না। আর জার্মান হিংস্রকদের আমরা 'হুররে' হাঁকে পরাস্ত করতে পারব না, দূর করতে পারব না, যেভাবে দূর করেছি কেরেনস্কিকে, কর্নিলভকে। তিক্ত বাস্তবটাকে উড়িয়ে দেবার জন্য কেউ কেউ যে সব অজুহাত দেবার চেষ্টা করেছে, তা বর্জন করেই এই শিক্ষাটা জনগণ রপ্ত করেছে।

প্রথম দিকে অক্টোবর নভেম্বরের নিরবচ্ছিন্ন জয়যাত্রা, তারপর হঠাৎ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জার্মান হিংস্রকের হাতে রুশ বিপ্লবের পরাজয়, লুণ্ঠেরা চুক্তির সর্ত মেনে নিতে রুশ বিপ্লব রাজী। হ্যাঁ, ইতিহাসের পরিবর্তনগুলো খুবই দুঃসহ, এমন সবকিছু পরিবর্তনই আমাদের কাছে দুঃসহ। ১৯০৭ সালে যখন আমরা স্তলিপিনের সঙ্গে একটা অভূতপূর্ব রকমের লজ্জাকর আভ্যন্তরীণ চুক্তিতে সই দিয়েছিলাম, স্তলিপিন দুমার শুয়োরখাটালের মধ্য দিয়ে যখন আমাদের যেতে হয়েছিল, রাজতান্ত্রিক কাগজে(৩২) সই দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তখনো আমরা এই একই ব্যাপারের মধ্য দিয়ে যাই, তবে বর্তমানের তুলনায় ক্ষুদ্রায়তনে। বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ অগ্রবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত লোকেরা তখন বলেছিলেন (নিজেদের যাথার্থ্যে তাঁদেরও বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না): 'আমরা গর্বিত বিপ্লবী, রুশ বিপ্লবে আমরা বিশ্বাসী, আইনসঙ্গত স্তলিপিন প্রতিষ্ঠানে আমরা কদাচ যাব না।' যাবেন। জনগণের জীবন, ইতিহাস আপনাদের প্রত্যয়ের চেয়ে প্রবল। যদি না যান, ইতিহাসই আপনাদের ঠেলে পাঠাবে। এঁরা ছিলেন খুবই বামপন্থী, ইতিহাসের প্রথম বাঁকেই উপদল হিসাবে তাঁদের খানিকটা ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকে নি। আমরা যদি বিপ্লবী হয়েই থাকতে পেরে থাকি, কষ্টকর পরিস্থিতিতে কাজ করতে ও ফের সে পরিস্থিতি থেকে বেরতে পেরে থাকি, তাহলে এবারেও বেরিয়ে আসতে পারব, কেননা এটা আমাদের খামখেয়াল নয়, এটা একটা বাস্তব অপরিহার্যতা, চরম মাত্রায় ছারখার হওয়া একটা দেশে এ অপরিহার্যতা দেখা দিয়েছে তার কারণ আমাদের কামনার পরোয়া না করে ইউরোপীয় বিপ্লব বিলম্ব করার স্পর্ধা দেখিয়েছে আর আমাদের কামনার পরোয়া না করে আক্রমণ করার স্পর্ধা করেছে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ।

এ ক্ষেত্রে পিছু হটতে পারা চাই। অবিশ্বাস্য রকমের রূঢ়, শোচনীয় বাস্তবটাকে বুলি দিয়ে চোখের আড়াল করা যায় না; বলতে হবে: ভগবান করুন, আধা-সুশৃঙ্খলভাবে যেন পিছু হটি। পুরো শৃঙ্খলায় পিছু হটতে আমরা অক্ষম, ভগবান করুন যেন আধা-শৃঙ্খলায় পিছু হটি, সামান্যতম একটা অবকাশও যেন লাভ করি, যাতে আমাদের দেহের রুগ্ন অংশটা খানিকটুকুও সেরে যায়। দেহটা সমগ্রভাবে সুস্থ, ব্যাধিটা সে জয় করবে। কিন্তু অবিলম্বেই, এক মুহূর্তেই ব্যাধি দূর হোক এ দাবি করা চলে না, পলাতক ফৌজকে থামানো যায় না। বামপন্থী হতে ইচ্ছুক আমাদের তরুণ বন্ধুদের একজনকে

আমি যখন বলেছিলাম: ফ্রণ্টে যান কমরেড, ফৌজে কী ঘটছে সেটা গিয়ে দেখুন,—তখন এটাকে একটা ক্ষোভজনক প্রস্তাব বলে ধরা হয়েছিল: 'আমাদের নির্বাসনে পাঠাতে চাইছেন যাতে বিপ্লবী যুদ্ধের মহা নীতিটির পক্ষে এখানে আন্দোলন চালাতে না পারি।' এ প্রস্তাব দিয়ে আমি, সত্যিই বলছি, উপদলীয় বিপক্ষদের নির্বাসনে পাঠাবার কথা ভাবি নি: ফৌজটা যে দারুণভাবে পালাতে শুরু করেছে সেইটে দেখার প্রস্তাব করেছিলাম। এটা আমরা আগেই জানতাম, আগে থেকেই আমরা চোখ বুঁজে থাকতে পারি নি যে সেখানে অভূতপূর্ব মাত্রায় ভাঙন পেঁাছিয়েছে, এমন কি প্রায় কানাকড়ি নিয়ে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র জার্মানদের কাছে বেচে দেওয়ার মতো ঘটনা পর্যন্ত এগিয়েছে। এটা আমরা জানতাম, যেমন জানা আছে যে ফৌজকে ধরে রাখা যাবে না, এবং জার্মানরা আক্রমণ করতে পারে না এ যুক্তিটা ছিল বৃহত্তম হঠকারিতা। ইউরোপীয় বিপ্লবের জন্মলাভে যদি বিলম্ব ঘটে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের কঠিন পরাজয় আছে, কেননা আমাদের ফৌজ নেই, কেননা আমাদের সংগঠন নেই, কেননা এই দুই সমস্যার সমাধান এক্ষুণি করে দেওয়া যায় না। তুমি যদি খাপ খাইয়ে নিতে না পারো, যদি কাদার মধ্যে হামাগুড়ি দেবার জন্য তৈরি না থাকো, তাহলে তুমি বিপ্লবী নও, বাক্যবীর, আর এভাবে এগুবার প্রস্তাব আমি করছি এইজন্য নয় যে সেটা আমার সখ, এইজন্য যে অন্য পথ নেই, ইতিহাস তেমন প্রীতিকর রূপ নেয় না যাতে সর্বত্রই একই সময়ে বিপ্লব পেকে উঠবে।

ব্যাপারটা ঘটছে এই যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংঘাতের একটা প্রচেষ্টা রূপে, তাতে প্রমাণ হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ একেবারেই পচা, এবং প্রতিটি ফৌজের অভ্যন্তরেই প্রলেতারীয় উপাদান মাথা তুলছে। হ্যাঁ, আন্তর্জাতিক বিশ্ব বিপ্লব দেখা দেবে, কিন্তু আপাতত এটি অতি সুন্দর, অতি মধুর একটি রূপকথা, এবং বেশ বুঝি যে শিশুদের প্রকৃতিই হল এমন যে তারা মধুর রূপকথা ভালোবাসে। কিন্তু জিজ্ঞেস করি: মধুর রূপকথায় বিশ্বাস করা কি গুরুত্বমনা বিপ্লবীর শোভা পায়? প্রতিটি রূপকথাতেই বাস্তবের কিছু উপাদান থাকে: ছেলেদের জন্য আপনি যদি এমন রূপকথা শোনান যেখানে মোরগ ও বেড়াল মানুষের ভাষায় কথা কয় না, তাহলে তাতে তাদের মন টানবে না। ঠিক একইভাবে, জনগণকে যদি বলা যায় যে জার্মানিতে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে ও সেই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে

সংঘাতের বদলে দেখা দেবে ময়দানী বিশ্ব বিপ্লব(৩৩), তাহলে জনগণ বলবে, ধাপ্পা দিচ্ছ। ইতিহাস যে দুরূহতা আরোপ করেছে এতে করে সেটা আপনারা উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছেন শুধু নিজের কল্পনা রাজ্যে, নিজের কামনা রাজ্যে। জার্মান প্রলেতারিয়েত যদি আক্রমণে নামার অবস্থায় থাকে, সেটা ভালো কথা। কিন্তু সেটা কি আপনারা মেপে দেখতে পেরেছেন, এমন যন্ত্র কি পেয়েছেন যাতে অমুক দিন জার্মান বিপ্লবের জন্ম হবে সেটা স্থির করা যাবে? না, সেটা আপনারা জানেন না, আমাদেরও জানা নেই। আপনারা সবকিছুই বাজি রেখেছেন। বিপ্লবের জন্ম হলে সবই বেঁচে যাবে। খুবই ঠিক কথা! কিন্তু আমাদের যা আশা সেভাবে যদি তা না এগোয়, কালকেই যদি তার জয় না হয়, তাহলে? তাহলে জনগণ আপনাদের বলবে: আপনারা হঠকারীদের মতো কাজ করেছেন—আপনারা ঘটনার যে সুপরিণতির ওপর সবকিছু বাজি রেখেছিলেন সেটা ঘটে নি, বিশ্ব বিপ্লবের বদলে যে পরিস্থিতিটা দেখা দিয়েছে, তাতে টিকে থাকার পক্ষে আপনারা অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছেন—সে বিশ্ব বিপ্লব অনিবার্যই আসবে, কিন্তু এখনো পুরো পেকে ওঠে নি।

আপাদমস্তক সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদের কাছে দুঃসহতম পরাজয়ের পর্ব শুধু হয়েছে এমন একটা দেশের, যা নিজের ফৌজ ভেঙে দিয়েছে, ভেঙে দিতেই হত। আমি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, সেটা পুরোপুরি ঘটেছে: ব্রেস্ত শান্তির বদলে আমরা পেলাম অনেক বেশি হীনতাসূচক একটা শান্তি—ব্রেস্ত শান্তি যারা গ্রহণ করে নি তাদের দোষে। আমরা জানতাম যে ফৌজের দোষে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চুক্তি করছি। টেবলে আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম লিবক্নেখতের সঙ্গে নয়, হফমানের সঙ্গে(৩৪)—আর তাতে আমরা জার্মান বিপ্লবকেই সাহায্য করেছি। আর এখন আপনারা সাহায্য করছেন জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে, কেননা লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ—কামান, গোলা—ছেড়ে দিয়েছেন, আর সৈন্যবাহিনীর হাল যারা দেখেছে, যন্ত্রণাকর অবিশ্বাস্য সে অবস্থা যারা দেখেছে তাদেরই এ ভবিষ্যদ্বাণী করা উচিত ছিল। জার্মানদের সামান্যতম আক্রমণেই আমরা অনিবার্য ও অবধার্য মারা পড়ব—ফ্রণ্ট থেকে আগত সত্যনিষ্ঠ প্রতিটি লোকেই এ কথা বলেছে। দিন কয়েকের মধ্যেই শত্রুর মৃগয়ায় পরিণত হলাম আমরা।

এ শিক্ষা নিয়ে আমরা আমাদের ভাঙন, আমাদের সংকটটা উত্তীর্ণ হব, তা সে ব্যাধিটা যত কঠিনই হোক না কেন, কেননা আমাদের অসীম বিশ্বাসী এক

সহযোগী আসবে: বিশ্ব বিপ্লব। এই 'টিলসিট শান্তি'(৩৫), অশ্রুতপূর্ব শান্তি, ব্রেস্তের চেয়ে অনেক বেশি হীনতাসূচক লুঠেরা শান্তির আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের কথা যখন তোলা হয়, তখন আমি জবাব দিই: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সেটা আমাদের করতেই হবে, কেননা আমরা জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখছি। একটি দেশের আভ্যন্তরীণ অক্টোবর-নভেম্বরের রণকৌশলকে, বিপ্লবের সেই জয়যাত্রা পর্বের রণকৌশলকে আমাদের উৎকল্পনার জোরে বিশ্ব বিপ্লবের ঘটনাধারায় চালাতে যাওয়ার নির্বন্ধ হল ব্যর্থতা। যখন বলা হয়, দম নেবার অবকাশটা উৎকল্পনা, 'কমিউনিস্ট' নামধারী পত্রিকা (নিশ্চয় কমিউন কথাটা থেকেই) যখন স্তম্ভের পর স্তম্ভ ভরায় অবকাশতত্ত্ব খণ্ডনের চেষ্টায়, তখন আমি বলি: অনেক উপদলীয় সংঘাত ও ভাঙনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে আমায়, ফলে অনেক অভিজ্ঞতা আছে আমার, কিন্তু বলতেই হবে যে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, উপদলীয় পার্টি-বিভেদের পুরনো পন্থায় এ ব্যাধি দূর হবে না, বাস্তব জীবনই তার আরোগ্য ঘটাবে আগেই। জীবন এগিয়ে চলেছে অতি দ্রুত। এদিক থেকে তা চমৎকার কাজ করছে। ইতিহাস তার ইঞ্জিনটা চালাচ্ছে এত দ্রুত যে 'কমিউনিস্ট'এর সম্পাদকমণ্ডলী তাদের পরের সংখ্যা বার করে উঠবার আগেই পেত্রগ্রাদের অধিকাংশ শ্রমিক তাদের বক্তব্যে সন্দিহান হয়ে উঠতে শুরু করবে, কারণ বাস্তব জীবনই দেখিয়ে দিচ্ছে যে অবকাশটা বাস্তব ঘটনা। আমরা এই এখনই শান্তিতে স্বাক্ষর করছি, অবকাশ পাচ্ছি, সেটা আমরা পিতৃভূমি রক্ষার জন্য ব্যবহার করব আরো ভালো করে, কেননা যুদ্ধ চলতে থাকলে আমাদের হাতে থাকবে আতঙ্কে পলায়মান এক ফৌজ, তাকে থামানো দরকার, কিন্তু আমাদের কমরেডরা তাকে থামাতে পারে না ও পারে নি, কেননা বচনামৃতের চেয়ে, হাজার দশেক যুক্তির চেয়ে যুদ্ধটা বেশি শক্তিশালী। বাস্তব পরিস্থিতি যদি তারা না বোঝে, তাহলে ফৌজকে থামাতে পারবে না তারা, থামানো যেত না। এই রুগ্ন ফৌজটা সমস্ত দেহকে সংক্রামিত করেছে, এবং ঘটল নতুন একটা অভূতপূর্ব পরাজয়, বিপ্লবের ওপর জার্মান সাম্রাজ্যবাদের নতুন আঘাত—গুরুতর আঘাত, কেননা চিন্তাহীনের মতো আমরা সাম্রাজ্যবাদের আঘাতের সামনে মেসিনগান ছাড়াই বসে ছিলাম। অথচ এই অবকাশটা আমরা কাজে লাগাব ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য, লড়বার জন্য লোককে বোঝাবার উদ্দেশ্যে, রুশ শ্রমিক কৃষককে এই কথাটা বলবার জন্য: 'গড়ে তুলুন আত্মশৃঙ্খলা, কঠোর শৃঙ্খলা, নইলে আপনারা জার্মান বুটের হিলের

তলায় পড়ে থাকবেন, যেমন পড়ে আছেন এখন, অনিবার্যই পড়ে থাকবেন যতদিন না লোকে লড়তে শিখছে, এমন ফৌজ গড়ে তুলতে পারছে যারা পালাতে জানে না, বরং অভূতপূর্ব কষ্ট বরণ করতে সক্ষম।' এটা অপরিহার্য কেননা জার্মান বিপ্লব এখনো ভূমিষ্ঠ হয় নি, কালই সে বিপ্লব ঘটবে এ অঙ্গীকার করা যায় না।

এই জন্যই 'কমিউনিস্ট'এর প্রবন্ধপ্রপাতে অবকাশের যে তত্ত্ব একেবারেই অস্বীকৃত হয়েছে, সেটাকেই সামনে হাজির করছে স্বয়ং জীবন। সবাই দেখছে যে অবকাশটা বিদ্যমান, সবাই সেটার সদ্ব্যবহার করছে। আমরা আন্দাজ করেছিলাম যে পেত্রগ্রাদ আমাদের হস্তচ্যুত হবে দিন কয়েকের মধ্যেই, যখন আমাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর জার্মান সৈন্যরা ছিল পেত্রগ্রাদ থেকে কয়েকটা মার্চ দূরে, এবং সেরা নাবিক ও পুতিলভ কারখানার শ্রমিকেরা (৩৬) তাদের সবকিছু উদ্দীপনা সত্ত্বেও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল, যখন দেখা দিয়েছিল অভূতপূর্ব বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্ক, যাতে সৈন্যরা গাৎচিনা পর্যন্ত পালাতে বাধ্য হয়, যখন আমরা এমন একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে যাই যে যা সমর্পণ করি নি, তাই পুনরধিকার করছিলাম; — ব্যাপারটা ঘটেছিল এই যে টেলিগ্রাফিস্ট স্টেশনে এসে পেঁছিল, টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সামনে বসে তার-বার্তা পাঠাল: 'কোনো জার্মান দেখা যাচ্ছে না, স্টেশনটা আমরা অধিকার করেছি।' কয়েক ঘণ্টা বাদেই যোগাযোগ পথের কমিশারিয়েত থেকে টেলিফোনে আমায় জানানো হল: 'পরের স্টেশনও অধিকার করা হয়েছে, আমরা ইয়ামবুর্গের কাছে পেঁছচ্ছি। কোনো জার্মান নেই। টেলিগ্রাফিস্ট তার স্থান নিয়েছে।' এই অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাদের। এই হল এগার দিন যুদ্ধের আসল ইতিহাস (৩৭)। এ ইতিহাসের বিবরণ আমাদের দিয়েছেন নৌসৈন্যরা, পুতিলভ কারখানার শ্রমিকেরা। তাঁদের সোভিয়েত কংগ্রেসে আনা উচিত। সত্য কথাটা তাঁরা শোনান। ভয়ঙ্কর তিক্ত জ্বালাময় কণ্টকর হীনতাসূচক সত্য সেটা, তাহলেও সেটা শতগুণ হিতকর, রুশ জনগণ তা বোঝে।

আন্তর্জাতিক ময়দানী বিপ্লবে কেউ আকৃষ্ট হলে আমার আপত্তি নেই, কেননা সে বিপ্লব শুরু হবে। সবই আসবে যথাকালে, কিন্তু আপাতত আত্মশৃঙ্খলায় লাগুন, যাই হোক না কেন নিয়ম মেনে চলুন, যাতে আদর্শ শৃঙ্খলা দেখা দেয়, যাতে দিন রাতের মধ্যে অন্তত এক ঘণ্টাও লড়াইয়ের তালিম নিতে পারে শ্রমিকেরা। মধুর রূপকথা শোনানোর চেয়ে এটা কিছুটা

কঠিন। এই হল আজকের কাজ, এতে করে আপনারা জার্মান বিপ্লবকে, আন্তর্জাতিক বিপ্লবকে সাহায্য করবেন। কতদিনের অবকাশ আমরা পেয়েছি সেটা আমরা জানি না, কিন্তু পেয়েছি। তাড়াতাড়ি করে ফৌজ ভেঙে দেওয়া দরকার, কেননা এটা ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গ; আর ইতিমধ্যে ফিনল্যান্ডের বিপ্লবকে সাহায্য করব আমরা।

হ্যাঁ, চুক্তি আমরা লঙ্ঘন অবশ্যই করব—ইতিমধ্যেই তিরিশ চল্লিশ বার তা লঙ্ঘন করেছি। কেবল শিশুর পক্ষেই এ কথা না বোঝা সম্ভব যে, বর্তমানের মতো যুগে, মুক্তির যন্ত্রণাকর দীর্ঘ পর্বটা যখন শুরু হচ্ছে, যে পর্বটা সবেমাত্র সোভিয়েত রাজের সৃষ্টি করেছে, তাকে বিকাশের তিন পর্যায়ে তুলে ধরেছে, — তখন কেবল শিশুর পক্ষেই এ কথা না বোঝা সম্ভব যে এ ক্ষেত্রে একটা দীর্ঘকালের, সুবিবেচিত লড়াই হওয়ারই কথা। লজ্জাকর শান্তি চুক্তিতে বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছে, কিন্তু 'কমিউনিস্ট'এর কমরেডরা যখন যুদ্ধের কথা বলেন, তখন তাঁরা আবেদন জানান আবেগের কাছে, ভুলে যান যে লোকেদের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আছে, চোখের সামনে তাদের রক্তস্নাত শিশুর ছবি*। কী তাঁরা বলেন? 'সচেতন বিপ্লবী কখনোই এটা সইবে না, এ লজ্জা মানবে না।' তাঁদের পত্রিকার নাম 'কমিউনিস্ট', কিন্তু নাম রাখা উচিত ছিল 'শ্লিয়াখতিচ'— কেননা তাঁরা দেখছেন 'শ্লিয়াখতিচের** চোখ দিয়ে — তরবারি হস্তে চমকপ্রদ ভঙ্গিতে মৃত্যু বরণ করার সময় যিনি বলেছিলেন 'শান্তি লজ্জার কথা, সম্মানের কথা যুদ্ধ!' তাঁরা বিচার করেন শ্লিয়াখতিচের চোখ দিয়ে, আমি কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

ফৌজ যখন পালাচ্ছে, হাজার হাজার লোককে লোকসান দিতে না হলে না পালিয়ে পারে না, তখন যদি আমি শান্তি মেনে নিই, তবে সেটা মেনে নিচ্ছি যাতে আরো খারাপ অবস্থা না হয়। চুক্তি কি লজ্জাকর? গুরুত্বমনা প্রতিটি কৃষক ও শ্রমিক আমায় সমর্থন করবে, কারণ তারা বোঝে যে শান্তি হল বলসংগ্রহের উপায়। ইতিহাসে জানে — সে কথা আমি উল্লেখ করেছি একাধিকবার, — ইতিহাসে জানা আছে টিলসিট শান্তির পর নেপোলিয়নের হাত থেকে জার্মানদের মুক্তির কথা। আমি ইচ্ছে করেই 'টিলসিট শান্তি' বলছি, যদিও তাতে যা ছিল তেমন সর্তে আমরা সই দিই নি, যথা: অন্য

* আলেক্সান্দ্র পুশ্‌কিনের লেখা 'বরিস গদুনভ' নাটকের একটি পঙক্তি। — সম্পাঃ

** পোলীয় অভিজাত। — সম্পাঃ

দেশ জয় করার জন্য বিজয়ীদের সাহায্যে আমাদের সৈন্যবাহিনী পাঠানোর অঙ্গীকার; ইতিহাসে এতদূর পর্যন্ত ব্যাপার ঘটেছে এবং এই অবস্থাতেই আমাদের ব্যাপারটা পৌঁছবে যদি আমরা কেবল আন্তর্জাতিক ময়দানী বিপ্লবের ভরসা করে থাকি। দেখবেন, এই ধরনের সামরিক দাসত্বে আবার ইতিহাস আপনাদের ঠেলে না দেয়। এবং সমস্ত দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় ঘটবার আগেই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র দাসত্বে বাঁধা পড়তে পারে। টিলসিটে নেপোলিয়ন অভূতপূর্ব লজ্জাকর শান্তি সর্তে জার্মানদের বাধ্য করেন। সেখানে ব্যাপার গড়িয়েছিল এই যে বার কয়েক শান্তি চুক্তি করতে হয়েছিল। তখনকার যিনি হফমান সেই নেপোলিয়ন শান্তি চুক্তি লঙ্ঘনের দায়ে জার্মানদের চেপে ধরেন, ঐ দায়ে হফমান আমাদেরও ধরবেন। তবে আমাদের চেষ্টা থাকবে যাতে তাড়াতাড়ি না ধরতে পারেন।

বিগত যুদ্ধটা থেকে রুশ জনগণ একটা তিক্ত যন্ত্রণাকর কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছে: সংগঠিত হতে হবে, সুশৃঙ্খল হতে হবে, বাধ্য হতে হবে, মেনে চলতে হবে, এমন শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে হবে যেটা হবে আদর্শস্বরূপ। জার্মানদের কাছ থেকে শৃঙ্খলার শিক্ষা নিন, নইলে আমাদের জনগণের ধ্বংস নিশ্চিত, চিরকালই পড়ে থাকতে হবে দাসত্বে।

এইভাবে, কেবল এইভাবেই ইতিহাস এগিয়েছে। ইতিহাস বলে দিচ্ছে যে শান্তি হল যুদ্ধের জন্য অবকাশ, যুদ্ধ হল অন্তত কিছুটা পরিমাণ ভালো বা খারাপ শান্তি পাবারই উপায়। ব্রেস্তে শক্তির পারস্পরিক অনুপাত ছিল পরাজিতের শান্তি পাবার অনুরূপ, কিন্তু সেটা হীনতাসূচক শান্তি নয়। পুস্কভের সময় শক্তির যে পারস্পরিক অনুপাত সেটা লজ্জাকর, আরো হীনতাসূচক শান্তি পাবার মতো, আর পরের পর্যায়ে পেত্রগ্রাদে আর মস্কোয় আমাদের ওপর যে শান্তির হুকুম হবে সেটা হবে চতুর্গুণ হীনতাসূচক। আমরা বলি না যে সোভিয়েত রাজ হল কেবল আধার যা আমাদের বলেছেন মস্কোর তরুণ বন্ধুরা,* আমরা বলব না যে অমুক একটা বিপ্লবী নীতির খাতিরে আধেয়টাকে বিসর্জন দেওয়া যায়, কিন্তু আমরা বলব: রুশ জনগণ বুঝুক যে তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে, সংগঠিত হতে হবে, তাহলেই সবকটি 'টিলসিট শান্তিই' তারা সইতে পারবে। মুক্তি যুদ্ধ ধারার গোটা ইতিহাস থেকেই দেখা যায় যে সে সব যুদ্ধে ব্যাপক জনগণ যদি জড়িত হয়, তাহলে

---

* বর্তমান সংকলনের পৃঃ ৬২—৭০ দ্রষ্টব্য। —সম্পাঃ

মুক্তি আসে দ্রুত। আমরা বলি: ইতিহাস যদি এইভাবেই এগিয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরও শান্তি বিসর্জন দিতে হবে, ফিরতে হবে যুদ্ধে — এবং সেটা সম্ভবত কিছু দিনের পরেই। প্রতিটি লোককেই তৈরি থাকতে হবে। আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে জার্মানরা নার্ভার কাছে তৈরি হচ্ছে, যদিও অবশ্য নার্ভা দখল হয় নি, এই যে কথাটা সমস্ত কাগজে বলছে তা যদি সত্যি হয়; নার্ভায় যদি বা না হয় তো নার্ভার কাছে; প্স্কভে যদি না হয় তো প্স্কভের কাছে জার্মানরা তাদের নিয়মিত বাহিনী ও নিজেদের রেলপথ গুছিয়ে নিচ্ছে যাতে পরের লাফে দখল করতে পারে পেত্রগ্রাদ। জানোয়ারটা লাফ দেয় ভালোই। সেটা সে দেখিয়েছে। আরো একবার সে লাফ দেবে। তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সেইজন্যই তৈরি থাকতে হবে, গলাবাজি নয়, অন্তত একদিনের অবকাশ হলেও সেটা গ্রহণ করতে পারা চাই, কেননা সেই একটা দিনকেও পেত্রগ্রাদ থেকে লোক স্থানান্তরণের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব— যে পেত্রগ্রাদ দখল হলে আমাদের লক্ষ লক্ষ প্রলেতারীয়র অভূতপূর্ব দুর্ভোগ ঘটবে। আমি ফের বলছি, পেত্রগ্রাদ থেকে লোক স্থানান্তরণের মাত্র কয়েকটা দিন পাওয়া সম্ভব হলেই আমি বিশগুণ, শতগুণ হীনতাসূচক চুক্তি সই করতে রাজী আছি, সই করতে বাধ্য বলে মনে করি, কেননা তাতে আমি শ্রমিকদের কষ্টই লাঘব করব, অন্যথায় তারা জার্মানদের জোয়ালে পড়তে পারে; তাতে করে মালমসলা বারুদ প্রভৃতি যা আমাদের দরকার পেত্রগ্রাদ থেকে তা সরিয়ে আনার কাজটাও সহজ করে তুলব, কেননা আমি প্রতিরক্ষাবাদী, কেননা ফৌজকে প্রস্তুত করে তোলার পক্ষপাতী আমি, তা একেবারে সুদূর পশ্চাদ্ভাগে হলেও, আমাদের বর্তমানে ভেঙে পড়া ব্যাধিগ্রস্ত ফৌজের চিকিৎসা হচ্ছে সেখানেই।

আমরা জানি না অবকাশটা কী রকম হবে — সুযোগের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করব। হয়ত অবকাশটা হবে বড়ো, হয়ত বা সেটা হবে মাত্র দিন কয়েকের জন্য। সবই হতে পারে, কী হবে তা কেউ জানে না, জানা সম্ভব নয়, কেননা বৃহত্তম শক্তিরা আবদ্ধ-আড়ষ্ট, একাধিক ফ্রণ্টে লড়তে বাধ্য। হফমানের আচরণ নির্ধারিত হচ্ছে একদিকে এই আবশ্যিকতায় যে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে চূর্ণ করা প্রয়োজন, অন্য দিকে এই ঘটনায় যে একগুচ্ছ ফ্রণ্টে তার যুদ্ধ চলছে, এবং তৃতীয়ত, এই ব্যাপারে যে জার্মানির মধ্যে বিপ্লব পেকে উঠছে, বেড়ে উঠছে, হফমান সেটা জানে, এই মুহূর্তেই পেত্রগ্রাদ দখল করতে, মস্কো দখল

করতে সে পারে না, যা অনেকে বলছে। কিন্তু এটা সে করতে পারে কাল, পুরোপুরি সেটা সম্ভব। আমি ফের বলি, ফৌজের ব্যাধিটা যখন চাক্ষুষ ঘটনা, যে করেই হোক অন্তত দিন কয়েকের অবকাশ পাবার জন্য যখন আমরা প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাচ্ছি, তেমন একটা মুহূর্তে আমরা বলি যে জনগণের সঙ্গে যারা যুক্ত, যারা জানে যুদ্ধ কী, জনগণ মানে কী, গুরুত্বমনা এমন প্রতিটি বিপ্লবীর কাজ হল জনগণকে সুশৃংখল করে তোলা, সারিয়ে তোলা, নতুন যুদ্ধের জন্য খাড়া করে তোলার চেষ্টা করা — এমন প্রতিটি বিপ্লবীই আমাদের সমর্থন করবে, লজ্জাকর যে-কোনো চুক্তিকেই সঙ্গত জ্ঞান করবে, কেননা সে চুক্তি হচ্ছে প্রলেতারীয় বিপ্লব ও রাশিয়ার নবীভবনের স্বার্থে, অসুস্থ অঙ্গটি থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য। কাণ্ডজ্ঞানী যে কোনো ব্যক্তিই বুঝবেন, এ চুক্তি স্বাক্ষর করে আমরা আমাদের শ্রমিক বিপ্লব বন্ধ করছি না; সবাই বুঝবেন যে জার্মানদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে আমরা সামরিক সাহায্য দান বন্ধ করছি না: ফিনদের আমরা অস্ত্র পাঠাচ্ছি, তবে বাহিনী পাঠাচ্ছি না, তা অকর্মণ্য প্রমাণিত হচ্ছে।

সম্ভবত আমরা যুদ্ধ মেনে নেব; হয়ত কাল মস্কোই ছেড়ে দেব, তারপর আক্রমণে চলে আসব: শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করবে আমাদের সৈন্য যদি জনগণের মেজাজে পরিবর্তন ঘটে, সে পরিবর্তন পেকে উঠছে, তার জন্য হয়ত বা অনেক সময় দরকার হবে, কিন্তু সে পরিবর্তন আসবে, ব্যাপক জনগণ আজ যা বলছে সে কথা তখন বলবে না। কঠিনতম হলেও শান্তি গ্রহণে আমি বাধ্য, কেননা এই মুহূর্তে আমি নিজেকে বলতে পারি না যে সে মুহূর্ত এসে গেছে। নবীভবনের কাল যখন আসবে, তখন সেটা সবাই টের পাবে, দেখবে যে রুশীরা হাঁদা নয়; এ রুশীরা দেখছে, বুঝছে যে সংযত থাকতে হবে, এ ধ্বনিকে কার্যকরী করতে হবে—এই হল আমাদের পার্টি কংগ্রেসের ও সোভিয়েত কংগ্রেসের প্রধান কাজ।

নতুন পথে কাজ করতে পারা চাই। এটা অপরিসীম কঠিন, কিন্তু মোটেই হতাশ হবার মতো নয়। সোভিয়েত রাজকে তা মোটেই বিদীর্ণ করবে না, যদি আমরা নিজেরাই নির্বোধতম হঠকারিতায় তাকে বিদীর্ণ না করি। সেদিন আসবে যেদিন জনগণ বলবে: আমি আর যন্ত্রণা সইতে রাজী নই। কিন্তু সেটা ঘটা সম্ভব যদি আমরা এ হঠকারিতার পথ না নিই, বরং দিন কয়েক আগে যে অভূতপূর্ব হীনতাসূচক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছি তার

আওতায় কঠিনতম পরিস্থিতিতে কাজ করে যেতে পারি, কেননা একটা মাত্র যুদ্ধ দিয়ে, একটা মাত্র শান্তি চুক্তি দিয়ে এধরনের ঐতিহাসিক সংকটের সমাধান হয়ে যায় না। হীনতাসূচক যে কয়েকটি শান্তি পরিণত হয় নতুন হীনতা ও নতুন লঙ্ঘনের এক একটা অবকাশে, সেরূপ কয়েকটি শান্তির পর জার্মান জনগণ যখন তাদের টিলসিট শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর দেয় ১৮০৭ সালে, তখন রাজতান্ত্রিক সংগঠনের জন্য জার্মান জনগণ ছিল হাত-পা বাঁধা। জনগণের সোভিয়েত সংগঠন আমাদের কাজটাকে সহজ করে দেবে।

আমাদের শুধু একটাই ধ্বনি হওয়া উচিত — যথাযোগ্যরূপে যুদ্ধকর্মটা শিখে নিতে হবে, রেলপথ সুশৃঙ্খল করে তুলতে হবে। রেলপথ ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী যুদ্ধটা হল সবচেয়ে মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা। শৃঙ্খলা গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক, সেই উদ্যোগ, সেই পরাক্রম গড়ে তুলতে হবে যা থেকে সৃষ্টি হয় বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি।

মাত্র এক ঘণ্টার হলেও অবকাশ যখন পেয়েছেন সেটা আঁকড়ে ধরুন সুদূর পশ্চাদ্ভাগের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য, সেখানে নতুন ফৌজ গড়ে তোলার জন্য। জীবন আপনাদের যার জন্য দণ্ড দিয়েছে ও আরো দণ্ড দেবে সে মোহ ঝেড়ে ফেলুন। আমাদের সামনে কঠিনতম পরাজয়ের যুগ দেখা যাচ্ছে, সেটা চাক্ষুষ বিদ্যমান, সেটা হিসাবে রাখতে পারা চাই; অবৈধ অবস্থায়, জার্মানদের কাছে সুস্পষ্ট দাসত্বের পরিস্থিতিতেই অবিচল কাজ চালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকা চাই — এটাকে রঙীন করে তুলে লাভ নেই; এটা সত্যিকারের এক 'টিলসিট শান্তি'। এইভাবে যদি আমরা কাজ করতে পারি, তাহলে পরাজয় সত্ত্বেও আমরা একান্ত নিশ্চয়তায় বলতে পারি যে আমরা জিতব। (করতালি।)

সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট
প্রকাশিত হয়
৯ই মার্চ (২৪শে ফেব্রুয়ারি), ১৯১৮
৪৫ নং 'প্রাভদায়'

সম্পূর্ণাকারে প্রকাশিত ১৯২৮ সালে
'সারা ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির
(বলশেভিক) কংগ্রেস ও সম্মেলনের
মিনিট্স। — সপ্তম কংগ্রেস।
মার্চ, ১৯১৮' পুস্তকে

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৬শ খণ্ড, পৃঃ ৩—২৬

কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট প্রসঙ্গে সমাপ্তি ভাষণ, ৮ই মার্চ

কমরেড, অপেক্ষাকৃত গৌণ কিছু মন্তব্য নিয়ে, শেষের দিক থেকে শুরু করা যাক। কমরেড বুখারিন তাঁর বক্তৃতার শেষের দিকে আমাদের পেতলুরার (৩৮) সঙ্গে তুলনা পর্যন্ত করেছেন। উনি যদি সেটা সত্যিই ভাবেন তাহলে আমাদের সঙ্গে তিনি এক পার্টিতে থাকতে পারছেন কী করে? এটা কি নিতান্তই বুলি নয়? বলাই বাহুল্য ব্যাপারটা সত্যিই তাই হলে আমরা এক পার্টিতে বসতে পারতাম না। আমরা যে একত্রেই রয়েছি তাতেই প্রমাণ হয় যে দশের মধ্যে নয়টা ক্ষেত্রেই আমরা বুখারিনের সঙ্গে একমত। আমরা ইউক্রেনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিলাম, এই নিয়ে তিনি খানিকটা বিপ্লবী বুলি যোগ করেছেন তা ঠিক। আমার বিশ্বাস অমন সুবিদিত একটা বাজে কথা আলোচনারই যোগ্য নয়। আমি কমরেড রিয়াজানভের প্রসঙ্গে যেতে চাই এবং বলতে চাই যে দশ বছরে একবার নিয়মের যে ব্যতিক্রম ঘটে তাতে যেমন কেবল নিয়মটাই সমর্থিত হয়, ঠিক তেমনি কমরেড রিয়াজানভ আচমকা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে ফেলেছেন। (করতালি।) তিনি বলেছেন, লেনিন স্থান ছাড়ছেন কাল লাভের জন্য। এটা প্রায় একটা দার্শনিক উক্তি। এই দফায় দেখা গেল যে কমরেড রিয়াজানভ বুলিই বটে, তবে একান্তই গুরুত্বপূর্ণ একটা বুলি বলে ফেলেছেন, একেবারে আসল কথাটাই তাতে পাওয়া যাবে: বাস্তবত যে বিজয়ী তার কাছে আমি স্থান ছাড়ছি সময় লাভ করার জন্য। আসল ব্যাপারটাই এই এবং শুধু এইটেই। বাদবাকিটা: বিপ্লবী যুদ্ধের প্রয়োজন, কৃষকদের উত্থান ইত্যাদি, সবই কেবল কথা। বুখারিন যদি এই 'কথা বোঝান'

যে যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে দ্বিমত হতে পারে না এবং বলেন: 'যে-কোনো সামরিক লোককে জিজ্ঞেস করুন' (তাঁর কথাটা হুবহু আমি টুকে রেখেছি), যদি তিনি এইভাবেই প্রশনটা তোলেন যে জিজ্ঞেস করা যাক যে-কোনো সামরিক লোককে, তাহলে আমার জবাব: যে-কোনো সামরিক লোক হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল একজন ফরাসী অফিসারকে, এঁর সঙ্গে আমায় আলাপ করতে হয়েছিল(৩৯)। এই ফরাসী অফিসার আমার দিকে অবশ্যই রুষ্ট দৃষ্টি হেনে — আমি যে জার্মানদের কাছে রাশিয়া বিক্রি করে দিয়েছি — বলেছিলেন: 'আমি রয়ালিস্ট, ফ্রান্সেও আমি রাজতন্ত্রের পক্ষে এবং জার্মান পরাজয়ের পক্ষপাতী, ভাববেন না আমি সোভিয়েত রাজের পক্ষপাতী — রাজতন্ত্রী যখন, তখন কেই বা সে কথা ভাববে, — কিন্তু ব্রেস্ত চুক্তিতে আপনাদের স্বাক্ষর দেওয়ার পক্ষে আমি, কেননা এটা আবশ্যক।' এই হল আপনার 'যে-কোনো সামরিক লোককে জিজ্ঞাসা করার' ফল। যে-কোনো সামরিক লোককে ঠিক সেই কথাই বলতে হত যা আমি বলেছি: ব্রেস্ত চুক্তি স্বাক্ষর করতে হত। এখন যদি বুখারিনের বক্তৃতা থেকে এই বেরয় যে আমাদের মতপার্থক্য অনেক কমে এসেছে, তাহলে তার কারণ মতপার্থক্যের প্রধান বিষয়টাই তাঁর অনুগামীরা চেপে গিয়েছেন।

আমরা জনগণের মনোবল ভেঙে দিয়েছি এই কথা বলে বুখারিন যখন বজ্রহুঙ্কার ছাড়েন তখন তিনি একেবারেই সঠিক, তবে হুঙ্কারটা তিনি নিজের বিরুদ্ধেই ছাড়ছেন, আমাদের বিরুদ্ধে নয়। কেন্দ্রীয় কমিটিতে এই খিচুড়িটা কে পাকিয়েছে? আপনি কমরেড বুখারিন। (হাসি।) আপনি যতই চেঁচান 'না', সত্য চাপা যাবে না। আমরা রয়েছি আমাদের কমরেডী সংসারের মধ্যে, আমাদের নিজস্ব কংগ্রেসে, এখানে লুকোবার কিছু নেই, সত্য কথাই বলতে হবে। আর সত্য কথাটা এই যে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিল তিনটি মতধারা। ১৭ই ফেব্রুয়ারি লমোভ ও বুখারিন ভোট দেন নি। ভোটের রেকর্ড টাইপ করে কপি করে রাখতে বলেছি আমি, পার্টির যে-কোনো সভ্য ইচ্ছা হলে সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে ভোটের রেকর্ড দেখতে পারেন — ২১শে জানুয়ারির ঐতিহাসিক ভোট, যা থেকে দেখা যাবে যে দোদুল্যমানতা দেখিয়েছে ওরাই, আমরা এতটুকু দ্বিধা করি নি, আমরা বলেছিলাম: 'ব্রেস্ত শান্তিই গ্রহণ করব, তার চেয়ে ভালো কিছু পাওয়া যাবে না, — গ্রহণ করব বিপ্লবী যুদ্ধ প্রস্তুত করার জন্য।' ইতিমধ্যেই আমরা পাঁচ দিন সময় পেয়ে গেছি পেত্রগ্রাদ থেকে

স্থানান্তরণের জন্য। ক্রিলেঙ্কো ও পদ্‌ভয়স্কির ঘোষণা (৪০) এখন প্রকাশিত হয়েছে—এ'রা বামপন্থীদের দলে ছিলেন না, বুখারিন তাঁদের অবজ্ঞা করেছেন এই বলে যে ক্রিলেঙ্কোকে 'ঠেলে ভেড়ানো' হচ্ছে, যেন তিনি যা রিপোর্ট করেছেন সেটা আমরা বুঝি বা বানিয়েছি। এ'দের সঙ্গে আমরা পুরোপুরি একমত; কেননা এই হল অবস্থা, আমি যা বলেছিলাম এই সামরিক লোকেরাই তা সমর্থন করছেন আর আপনারা সে সব উড়িয়ে দিচ্ছেন এই বলে যে জার্মানরা আক্রমণ করবে না। এই অবস্থার সঙ্গে কি অক্টোবরের তুলনা করা সম্ভব, যখন সামরিক টেকনিকের প্রশ্ন ছিল না? না, আপনারা যদি বাস্তব ঘটনা মানতে চান তো এইটে মানতে হবে যে মতপার্থক্য হয়েছিল এই প্রশ্নে: যুদ্ধ যখন প্রতিকূল বলে জানাই আছে তখন যুদ্ধ শুরু করা উচিত নয়। কমরেড বুখারিন যখন তাঁর সমাপ্তি ভাষণ শুরু করেন এই ভয়ংকর প্রশ্ন দিয়ে: 'অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ কি সম্ভব?' তখন তিনি আমায় ভয়ানক অবাক করে দেন। বিনা দ্বিধায় আমি জবাব দেব, সম্ভব, — কিন্তু বর্তমানে শান্তি গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে কোনো স্ববিরোধই নেই।

এই ছোটো কয়েকটি মন্তব্যের পর আমি পূর্বতন বক্তাদের বিশদ জবাবে আসছি। রাদেকের ব্যাপারে আমায় ব্যতিক্রম করতে হবে। কিন্তু আরেকটি বক্তৃতা হয়েছে — এটি কমরেড উরিৎস্কির। কানোসা (৪১), 'বেইমানি', 'পিছু হটেছে', 'মানিয়ে নিয়েছে' ছাড়া কী আছে তাতে? এসব কী কথা? আপনার এ সমালোচনাটা কি বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পত্রিকা থেকে নয়? নিজেদের ভয়ানক বামপন্থী বলে গণ্য করেন কেন্দ্রীয় কমিটির এমন সব সভ্য কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট যে বিবৃতি পেশ করে সারা বিশ্বের সামনে আত্মজাহির করার সমূহ দৃষ্টান্ত রেখেছেন সেটা কমরেড বুবনভ পড়ে শোনান: 'কেন্দ্রীয় কমিটির আচরণে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের উপর আঘাত হানা হচ্ছে।' এটা কি শুধু বুলি নয়? 'সারা বিশ্বের সামনে অক্ষমতা জাহির করা!' কী করে জাহির করলাম? শান্তির প্রস্তাব দিয়েছি বলে? ফৌজ পালিয়েছে বলে? ব্রেস্ত শান্তি গ্রহণ না করে এই মুহূর্তে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করার অর্থ হবে সারা বিশ্বকে দেখানো যে আমাদের ফৌজ অসুস্থ, লড়াইয়ে নামতে চায় না — এটা কি আমরা প্রমাণ করে দিই নি? এই দোদুল্যমানতা আমরাই ঘটিয়েছি, কমরেড বুবনভের এ উক্তি একেবারেই বাজে কথা — এটা ঘটেছে কারণ আমাদের ফৌজ ব্যাধিগ্রস্ত। যাই হোক না কেন অবকাশ

দিতেই হত। সঠিক রণনীতি অনুসরণ করলে এক মাসের অবকাশ পেয়ে যেতাম, কিন্তু আপনারা বেঠিক রণনীতি অনুসরণ করেছিলেন বলে আমরা পেয়েছি মাত্র পাঁচ দিনের অবকাশ — তবু সেটাও ভালোই। যুদ্ধের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে আতঙ্কে পলায়মান ফৌজকে থামাবার জন্য কোনো কোনো সময় কয়েক দিনই যথেষ্ট। এই মুহূর্তে এই দানবিক শান্তিটা যে গ্রহণ করবে না, সই করবে না, সে রণনীতিজ্ঞ নয়, বুলিসর্বস্ব লোক। সেই হল দুর্ভাগ্য। কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যরা যে আমায় 'অক্ষমতা জাহির', 'বেইমানি' প্রভৃতি কথা লিখে পাঠান, সেটা সবচেয়ে অনিষ্টকর, শূন্যগর্ভ ছেলেমানুষী বুলি। আমাদের অক্ষমতা আমরা জাহির করেছি এই দিক থেকে যে আমরা লড়াইয়ের চেষ্টা করেছি এমন সময় যখন সে অক্ষমতা জাহির করা চলে না, যখন আমাদের ওপর আক্রমণ ছিল অনিবার্য। আর প্স্কভ কৃষকদের কথা যদি ধরি, তো তাদের আমরা সোভিয়েত কংগ্রেসে নিয়ে আসব, জার্মানরা কী রকম ব্যবহার করছে সেটা তারা যেন শোনায়, তারা যেন এমন মনোবৃত্তি গড়ে দেয় যাতে আতঙ্কিত পলায়নে ব্যাধিগ্রস্ত সৈনিক আরোগ্যলাভ করতে শুরু করে ও বলে: 'হ্যাঁ, এবার আমি বুঝেছি, বলশেভিকরা যে যুদ্ধ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এটা সে যুদ্ধ নয়, এটা নতুন যুদ্ধ, জার্মানরা তা চালাচ্ছে সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে।' তখন আরোগ্যলাভ শুরু হবে। কিন্তু আপনারা যে প্রশ্ন তুলছেন তার জবাব দেওয়া যায় না। অবকাশের মেয়াদটা কতদিন তা কেউ জানে না।

এরপর কমরেড ত্রৎস্কির অভিমত আমায় ছুঁয়ে যেতে হবে। তাঁর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দুটি দিক আলাদা করে দেখা দরকার: ব্রেস্তে যখন তিনি আলাপ আলোচনা শুরু করেন ও আন্দোলনের উদ্দেশ্যে সেটা চমৎকার কাজে লাগান, তখন আমরা সবাই কমরেড ত্রৎস্কির সঙ্গে একমত ছিলাম। আমার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার একাংশ তিনি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমি যোগ করব যে আমাদের মধ্যে এই কথা ছিল যে আমরা জার্মানদের চরমপত্র পর্যন্ত ডেঁটে থাকব, চরমপত্রের পর মেনে নেব। জার্মানরা আমাদের বোকা বানিয়েছে — সাত দিনের মধ্যে পাঁচ দিন তারা মেরে নিয়েছে (৪২)। গড়িমসি করার দিক থেকে ত্রৎস্কির রণকৌশল ছিল সঠিক: সেটা বেঠিক হয়ে দাঁড়ায় যখন যুদ্ধ বন্ধ ঘোষিত হয় অথচ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় না। একান্ত সুনির্দিষ্টরূপে আমি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের

প্রস্তাব করেছিলাম। ব্রেস্ত শান্তির চেয়ে ভালো শান্তি পাওয়া আমাদের সম্ভব ছিল না। সকলের কাছেই পরিষ্কার যে একমাসের অবকাশ হতে পারত, লোকসান ঘটত না। ইতিহাসে এসব কিছুই ঘটে নি বলে সে সব কথা মনে করাতে যাওয়ার অর্থ হয় না, কিন্তু হাস্যকর লাগে যখন বুখারিন বলেন, 'বাস্তব জীবনই দেখিয়ে দেবে যে আমরা ছিলাম সঠিক।' সঠিক ছিলাম আমি, কারণ এমন কি ১৯১৫ সালেই আমি লিখেছিলাম, 'যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে হবে, সে যুদ্ধ অনিবার্য, তা আসছে, তা এসে পৌঁছবে।' কিন্তু দরকার ছিল শান্তি গ্রহণ করা, বৃথা বাগাড়ম্বর না করা। এবং শান্তিটা গ্রহণ করা উচিত ছিল আরো এই জন্য যে যুদ্ধটা ভবিষ্যতে আসবে আর বর্তমানে আমরা পেত্রগ্রাদ থেকে স্থানান্তরণের কাজটা অন্তত সহজসাধ্য করছি, সেটা সহজসাধ্য আমরা করেছি। এটা বাস্তব ঘটনা। কমরেড ত্রৎস্কি যখন নতুন দাবি তোলেন: 'প্রতিশ্রুতি দিন ভিন্নিচেঙ্কোর সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করবেন না'(৪৩), তখন আমি বলি, কোনোক্রমেই তেমন দায়িত্ব আমি নিতে পারি না। কংগ্রেস যদি সে প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে আমি এবং আমার সহমতাবলম্বীদের কেউই তার দায়িত্ব নেবে না। তার অর্থ হবে দরকার পড়লে পিছু হটে, কখনো বা আক্রমণে নেমে মহড়া নেবার সুস্পষ্ট নীতির বদলে ফের একটা আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তে আবদ্ধ হয়ে থাকা। যুদ্ধের ক্ষেত্রে কখনোই আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তে বাঁধা পড়া চলে না। যুদ্ধের ইতিহাস না জানা, চুক্তিটা যে বল সংগ্রহের উপায় তা না জানা হাস্যকর — প্রুশীয় দৃষ্টান্তের কথা আমি আগেই বলেছি। কেউ কেউ, সঠিকভাবে বললে, ঠিক শিশুর মতো ভাবে: চুক্তি সই করেছে, তার মানে দেশটা বেচে দিল, জাহান্নমে গেল। এটা একেবারেই হাস্যকর, সামরিক ইতিহাসে স্পষ্টাধিক স্পষ্ট করে বলা আছে যে পরাজয়ের ক্ষেত্রে চুক্তি সই করা হল বল সংগ্রহের উপায়। ইতিহাসে এমন ঘটনা আছে যখন যুদ্ধের পর যুদ্ধ হয়েছে, এ সবই আমরা ভুলে গেছি, আমরা দেখেছি পুরনো যুদ্ধ পরিণত হচ্ছে...*। আপনাদের যদি পছন্দ হয় আনুষ্ঠানিক নির্দেশ দিয়ে নিজেদের চিরকালের জন্য বেঁধে রাখুন এবং সে ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল পদগুলি দিন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের। আমরা তার দায়িত্ব নেব না। এ ক্ষেত্রে ভাঙন ঘটাবার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা

---

* স্টেনোগ্রাফিক রিপোর্টে এইখানে কয়েকটা কথা নেই।—সম্পাঃ

নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জীবনই আপনাদের চৈতন্যোদ্রেক করবে। ১২ই মার্চ খুব দূরে নয়, অনেক মালমসলাই আপনারা পেয়ে যাবেন (৪৪)।

কমরেড ত্রৎস্কি বলছেন, এটা হবে কথাটার পূর্ণ অর্থেই বেইমানি। আমি জোর দিয়ে বলছি যে এটা একেবারেই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। প্রত্যক্ষভাবে বোঝাবার জন্য আমি একটা দৃষ্টান্ত দেব: দুজন লোক চলছে, তাদের আক্রমণ করল দশজন লোক। একজন লড়ছে, অন্যজন পালাল — এটা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা; যদি এক একটাতে লক্ষ লোক সমেত দুটি ফৌজ থাকে, তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে পাঁচটি ফৌজ; একটি ফৌজকে ঘেরাও করেছে দু'লক্ষ লোক, তার সাহায্যে অন্য ফৌজটির যাওয়ার কথা, কিন্তু জানে যে তিন লক্ষ লোক এমনভাবে অবস্থিত যে ফাঁদে পড়তে হবে: সাহায্যে যাওয়া চলে কি? না চলে না। এটা বেইমানিও নয়, কাপুরুষতাও নয়: সংখ্যার সরল বৃদ্ধিতেই সমস্ত সংজ্ঞা পালটে গেছে, প্রতিটি সামরিক লোকই তা জানে —এখানে ব্যক্তিগত কোনো অর্থ অচল: এতে করে আমি নিজের ফৌজকে বাঁচাচ্ছি, অন্য ফৌজটা নয় বন্দীই হোক। নিজের ফৌজকে আমি নতুন করে তুলব, সহযোগী আছে আমার, অপেক্ষা করে থাকব, সহযোগীরা আসবে। কেবল এইভাবেই জিনিসটা বিবেচ্য। কিন্তু সামরিক বিবেচনার সঙ্গে যখন অন্য বিবেচনা গুলিয়ে ফেলা হয়, তখন সেটা ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই না। এভাবে রাজনীতি চলে না।

যাকিছু করা সম্ভব ছিল সবকিছুই আমরা করেছি। আমরা যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছি তাতে করে পেত্রগ্রাদকে বাঁচিয়েছি, অন্তত কয়েক দিনের জন্য হলেও। (সেক্রেটারি ও স্টেনোগ্রাফাররা যেন আবার কথাটা টুকে রাখার কথা না ভাবেন।) চুক্তিতে নির্দেশ আছে ফিনল্যান্ড থেকে আমাদের সৈন্য ফিরিয়ে আনতে হবে, সে সৈন্যদল যে অকেজো তা জানাই আছে, কিন্তু ফিনল্যান্ডে অস্ত্র পাঠানো আমাদের নিষিদ্ধ করা হয় নি। দিন কয়েক আগে যদি পেত্রগ্রাদের পতন হত, তাহলে পেত্রগ্রাদে আতঙ্ক ছড়াত, কিছুই আমরা সেখান থেকে চালান দিতে পারতাম না, অথচ এই পাঁচ দিনে আমরা আমাদের ফিন কমরেডদের সাহায্য করেছি, কতটা করেছি তা বলব না, সেটা তারা নিজেরাই জানে।

আমরা ফিনল্যান্ডের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি এ কথা একেবারেই ছেলেমানুষী বুলি। আমরা যে সময়মতো জার্মানদের কাছ থেকে পিছু হটে

এসেছি, ঠিক এতেই সাহায্য করেছি ফিনল্যান্ডকে। পেত্রগ্রাদ চূর্ণ হলেও রাশিয়া কদাচ ধ্বংস হবে না, কমরেড বুখারিনের এ কথা হাজার বার সত্যি, কিন্তু বুখারিনের কায়দায় যদি মহড়া নিতে হয় তাহলে ভালো রকম একটা বিপ্লবকেও ধ্বংস করা সম্ভব। (হাসি।)

আমরা ফিনল্যান্ড, ইউক্রেন কারো প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করি নি। কোনো সচেতন শ্রমিকই আমাদের এ ভর্ৎসনা করবে না। আমাদের যা সাধ্য তাই দিয়েই সাহায্য করছি। আমাদের সৈন্যদল থেকে একটা খাসা লোককেও আমরা সরিয়ে দিই নি, দেব না। আপনারা যদি বলেন হফমান আমাদের ধরে ফেলবে, চেপে ধরবে — তবে বলব অবশ্যই, সেটা সে পারে, তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু কতদিনের মধ্যে সে এটা করবে তা সেও জানে না এবং কেউই জানে না। তাছাড়া আমাদের ধরে ফেলবে, চেপে ধরবে, আপনাদের এই যুক্তিটা হল রাজনৈতিক শক্তি অনুপাতের যুক্তি, তা নিয়ে পরে বলব।

ত্রৎস্কির প্রস্তাব আমি আদৌ কেন গ্রহণ করতে অক্ষম তা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে (ওভাবে রাজনীতি চলে না) আমার বলা উচিত যে আমাদের কংগ্রেসে কমরেডরা কী পরিমাণ বুলি বর্জন করেছেন, তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন রাদেক (কার্যত বুলি ধরে আছেন উরিৎস্কি)। রাদেকের বক্তৃতার ফাঁকা বুলিতে নালিশ আমি কোনোক্রমেই ধরতে পারি না। তিনি বলেছেন: 'বিশ্বাসঘাতকতা ও লজ্জার চিহ্ন মাত্র নেই, কেননা এ কথা পরিষ্কার যে আপনারা পশ্চাদপসরণ করেছেন অনেক বড়ো সমর শক্তির সামনে।' এই মূল্যায়ণটায় ত্রৎস্কির সমস্ত মতামত চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। রাদেক যে বলেন: 'দাঁতে দাঁত চেপে শক্তি প্রস্তুত করে তুলতে হবে', সেটা ঠিক, এখানে আমি পুরোপুরি একমত — গলাবাজি না করে দাঁতে দাঁত চেপে প্রস্তুত হতে হবে।

দাঁতে দাঁত চেপে গলাবাজি না করে শক্তি প্রস্তুত করো। বিপ্লবী যুদ্ধ আসবে, তা নিয়ে আমাদের মতানৈক্য নেই। মতানৈক্যটা 'টিলসিট শান্তি' নিয়ে — স্বাক্ষর করা হবে কি হবে না? সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার — ফৌজটা অসুস্থ, সেই জন্যই কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকা চাই সুদৃঢ় একটা লাইন, মতানৈক্য নয়, মাঝামাঝি লাইনও নয়, যা সমর্থন করেছেন কমরেড বুখারিন। অবকাশ নিয়ে একটা রঙীন ছবি আমি আঁকছি না; কেউ জানে না অবকাশটা কতদিন চলবে, আমিও জানি না। অবকাশটা কতদিন চলবে তা আমাকে দিয়ে বলাবার

জন্য যে চেষ্টা হয়েছে সেটা হাস্যকর। রাজপথগুলো বজায় থাকার দৌলতে আমরা ইউক্রেন ও ফিনল্যান্ড উভয়কেই সাহায্য করে যাচ্ছি। মহড়া নিয়ে, পিছু হটে অবকাশটার সদ্ব্যবহার করছি।

এখন জার্মান শ্রমিকদের এ কথা আর বলা চলছে না যে রুশীরা পাগলামি করছে, কেননা এখন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে জার্মান-জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এগিয়ে আসছে এবং সেটা সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে উঠবে; বলশেভিকদের চূর্ণ করার বাসনা ছাড়াও পশ্চিমকেও চূর্ণ করার বাসনা আছে জার্মানদের, সবকিছুই জট পাকিয়ে গেছে এবং এ নতুন যুদ্ধে মহড়া নিতে হবে ও নিতে জানা চাই।

কমরেড বুখারিনের বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি বলব যে বুখারিন যখন আর যুক্তি পান না, তখন তিনি উরিৎস্কির ঝুলি থেকে কিছু একটা পেশ করে বলেন: 'চুক্তিটা আমাদের মুখে চুনকালি দিচ্ছে।' এখানে যুক্তির প্রয়োজন পড়ে না: আমাদের মুখে যদি চুনকালি পড়েই থাকে, তাহলে কাগজপত্র গুটিয়ে আমাদের পালানোই উচিত ছিল, কিন্তু 'মুখে চুনকালি পড়লেও' আমার মনে হয় না যে আমাদের অভিমত টলেছে। কমরেড বুখারিন আমাদের অভিমতের শ্রেণী ভিত্তি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তার বদলে লোকান্তরিত এক মস্কো-অর্থনীতিবাদীর কাহিনী শোনালেন। আমাদের রণকৌশলের সঙ্গে ফড়ে-বৃত্তির একটা সম্পর্ক পেতেই, হায় ভগবান, হাস্যকর ব্যাপার, ভুলে যাওয়া হল যে সমগ্রভাবে শ্রেণীর সম্পর্ক—ফড়িয়া নয়, শ্রেণীর সম্পর্ক থেকে দেখা যাচ্ছে যে রুশ বুর্জোয়া ও তার সমস্ত লেজুড় দেলো-নারোদা ও নভায়া-জীজ্ন-পন্থীরা সবাই সর্বশক্তিতে আমাদের এই যুদ্ধে উসকাতে চাইছে। এই শ্রেণীগত ঘটনাটায় তো আপনি জোর দিচ্ছেন না। এই মুহূর্তে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অর্থ রুশ বুর্জোয়ার প্ররোচনায় আত্মসমর্পণ করা। এটা নতুন কিছু নয়, কারণ এইটেই এখন আমাদের উচ্ছেদ করার নিশ্চিততম পথ—বলছি না একেবারে নিশ্চিত, একেবারে নিশ্চিত কিছু হয় না। কমরেড বুখারিন যখন বলেন: 'জীবন তাঁদের পক্ষে, শেষ পর্যন্ত আমরা বিপ্লবী যুদ্ধ স্বীকার করব', তখন তিনি বড়ো শস্তায় জিততে গেছেন, কেননা বিপ্লবী যুদ্ধের অনিবার্যতার ভবিষ্যদ্বাণী আমরা করেছিলাম ১৯১৫ সালেই। আমাদের মতভেদটা হয়েছিল এই নিয়ে: জার্মানরা আক্রমণ করবে কি না; যুদ্ধ বন্ধ ঘোষণা করা আমাদের প্রয়োজন;

বিপ্লবী যুদ্ধের স্বার্থে আমাদের সময় লাভ করার জন্য ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়ে সত্যি করে পিছু হটে আসা দরকার। জঘন্যতম যে শান্তি চুক্তি কল্পনা করা সম্ভব সেটা রণনীতি ও রাজনীতিরই নির্দেশ। এই রণকৌশলটা স্বীকার করা মাত্রই আমাদের সমস্ত মতভেদ লোপ পাবে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশিত হয়
১৯শে (৬ই) মার্চ, ১৯১৮
সম্পূর্ণাকারে প্রকাশিত ১৯২৮ সালে
'সারা ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির
(বলশেভিক) কংগ্রেস ও সম্মেলনের
মিনিট্‌স।—সপ্তম কংগ্রেস।
মার্চ, ১৯১৮' পুস্তকে

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৬শ খণ্ড, পৃঃ ২৭—৩৪

কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকতে 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' অস্বীকৃতি প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত

কংগ্রেস মনে করে যে পার্টির বর্তমান অবস্থায় কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকতে অস্বীকার করা একান্ত অবাঞ্ছনীয়, কেননা পার্টি ঐক্যের আকাঙ্ক্ষীদের কাছে এরূপ অস্বীকার নীতিগতভাবে অমার্জনীয় এবং বর্তমানে তা পার্টি ঐক্যকে দ্বিগুণ বিপন্ন করবে।

কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যবস্থা মনোমতো না হলে প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে ও করা উচিত কেন্দ্রীয় কমিটি পরিত্যাগ করে নয়, বরং উপযুক্ত বিবৃতি দিয়ে।

সেই জন্যই গণ সংগঠনগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে কমরেডরা তাঁদের বিবৃতি প্রত্যাহার করবেন এই দৃঢ় বিশ্বাসে কংগ্রেস উক্ত বিবৃতিগুলি গ্রাহ্য না করে নির্বাচন চালাবে।

লিখিত: ৮ই মার্চ, ১৯১৮
প্রথম প্রকাশিত ১৯২৮ সালে
'সারা ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির
(বলশেভিক) কংগ্রেস ও সম্মেলনের
মিনিট্‌স। — সপ্তম কংগ্রেস।
মার্চ, ১৯১৮' পুস্তকে

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৬শ খণ্ড, পৃঃ ৬৯

‘বামপন্থী কমিউনিস্টদের’ আচরণ প্রসঙ্গে মন্তব্য

নিজেদের ‘বামপন্থী কমিউনিস্ট’ বলে অভিহিত করেন এমন কিছু কমরেড ব্রেস্ত শান্তি চুক্তি নিষ্পন্নের পর পার্টির মধ্যে ‘বিরোধিতার’ মঞ্চ গ্রহণ করেছেন এবং এর ফলে তাঁদের ক্রিয়াকলাপ ক্রমেই বেশি করে পার্টি শৃঙ্খলার একান্তই অবিশ্বস্ত ও অমার্জনীয় লঙ্ঘনের পথে নেমে যাচ্ছে।

পার্টি কংগ্রেস কমরেড বুখারিনকে কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য পদে নিয়োগ করে, কমরেড বুখারিন পদগ্রহণে অস্বীকার করেন।

কমরেড স্মির্নভ, অবলেন্স্কি, ইয়াকভ্লেভা তাঁদের জনকমিশার পদ ও জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের ব্যবস্থাপক পদ ত্যাগ করেছেন।

এটা একেবারেই অবিশ্বস্ত, অকমরেডোচিত, পার্টি শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী আচরণ এবং সেরূপ আচরণ হয়েছিল উপরোক্ত কমরেডদের পক্ষ থেকে **ভাঙন ঘটাবার একটা পদক্ষেপ**...*

লিখিত: ১৯১৮ সালের
৮ই থেকে ১৮ই মার্চের মধ্যে
প্রথম প্রকাশিত ১৯২৯ সালে
লেনিনের বিবিধ সংগ্রহে, ১১শ খণ্ডে

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৬শ খণ্ড, পৃঃ ৭৭

---

* এইখানেই পাণ্ডুলিপি ছিন্ন। — সম্পাঃ

আমাদের দিনের প্রধান কর্তব্য

কাঙালিনী তুমি ধনোচ্ছলা,
পরাক্রান্তা তুমিই অবলা,
জননী রাশিয়া! (৪৫)

মানব ইতিহাস আজ বৃহত্তম, কঠিনতম এক বাঁক নিচ্ছে, তার তাৎপর্য অপরিমেয়, বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন না করে বলা যায়, — বিশ্বমুক্তিবিধায়ক। যুদ্ধ থেকে শান্তিতে; প্রবলতম দস্যুদের লুট করা মালের নতুন বণ্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কোটি কোটি শোষিত ও মেহনতীদের যারা রক্তস্নানে পাঠায় সেই হিংস্রকদের মধ্যে যুদ্ধ থেকে, পুঁজির জোয়াল থেকে মুক্তির জন্য, উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে উৎপীড়িতদের যুদ্ধের দিকে; অপরিসীম দুর্ভোগ, যন্ত্রণা-বুভুক্ষা ও বন্যতা থেকে কমিউনিস্ট সমাজ, সার্বজনীন সচ্ছলতা ও অটুট শান্তির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে; — এত আমূল বাঁকের প্রখরতম বিন্দুগুলিতে যখন প্রচণ্ড শব্দে ও ঝাঁকুনিতে পুরনোটা ভেঙে ও ধ্বসে পড়ছে আর তার পাশেই অবর্ণনীয় যন্ত্রণার মধ্যে জন্ম নিচ্ছে নতুন, তখন কারো কারো মাথা যে ঘুরে উঠবে, কেউ কেউ যে হতাশ হয়ে পড়বে, কখনো-কখনো বা অতি তিক্ত বাস্তব থেকে কেউ কেউ যে উদ্ধার খুঁজবে সুন্দর সুন্দর লোভনীয় বুলির আড়ালে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

সাম্রাজ্যবাদ থেকে কমিউনিস্ট বিপ্লবের দিকে মোড় নেওয়া একটা প্রখরাধিক প্রখর ঐতিহাসিক বাঁককে বিশেষ স্পষ্ট করে লক্ষ্য করার, বিশেষ তীব্রতা ও যন্ত্রণায় তার অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ হয়েছে রাশিয়ার। দিন কয়েকের মধ্যে আমরা সবচেয়ে সাবেকী, প্রবল, বর্বর ও পাশবিক একটি রাজতন্ত্রকে চূর্ণ করি। কয়েক মাসের মধ্যে আমরা বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোসের, পেটি বুর্জোয়া মোহ থেকে মুক্তি লাভের একগুচ্ছ পর্যায় পেরিয়ে আসি,

যার জন্য অন্যান্য দেশের লেগেছে কয়েক দশক। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমরা বুর্জোয়ার উচ্ছেদ করে গৃহযুদ্ধে তার প্রকাশ্য প্রতিরোধ পরাস্ত করি। বলশেভিকবাদের বিজয়ী সমারোহ যাত্রায় আমরা এগিয়েছি দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। জারতন্ত্র ও বুর্জোয়াদের দ্বারা নিপীড়িত মেহনতীদের সবচেয়ে নিচেকার স্তরগুলিকে আমরা উত্থিত করেছি মুক্তিতে ও স্বাবলম্বী জীবনে। আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি ও সংহত করেছি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে— রাষ্ট্রের এ এক নতুন রূপ, সবচেয়ে সেরা বুর্জোয়া-পার্লামেণ্টী প্রজাতন্ত্রের চেয়ে তা অপরিসীম উচ্চ ও গণতান্ত্রিক। আমরা স্থাপন করেছি দরিদ্রতম কৃষকদের দ্বারা সমর্থিত প্রলেতারীয় একনায়কত্ব এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের একটা ব্যাপক সুচিন্তিত প্রণালী শুরু করেছি। সমস্ত দেশের কোটি কোটি শ্রমিকদের মধ্যে আমরা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাগিয়েছি, প্রজ্জ্বলিত করেছি উদ্দীপনার আগুন। সর্বত্রই আমরা ডাক ছড়িয়েছি আন্তর্জাতিক শ্রমিক বিপ্লবের। সমস্ত দেশের সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রকদের চ্যালেঞ্জ করেছি আমরা।

এবং দিন কয়েক পরেই নিরস্ত্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের ভূপাতিত করে এক সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রক। অবিশ্বাস্য কঠোর ও হীনতাসূচক একটা শান্তি চুক্তি করতে সে আমাদের বাধ্য করে — সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের লৌহ দংষ্ট্রা থেকে অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হলেও নিজেদের ছিন্ন করে আনার সাহস যে আমরা করেছিলাম, সেটা তার ভেট। নিজের দেশেই শ্রমিক বিপ্লবের প্রেতচ্ছায়া যতই ভয়ংকর হয়ে তার সামনে দাঁড়াচ্ছে, ততই ক্ষিপ্ত হয়ে সে হিংস্রক রাশিয়াকে পিষ্ট, দলিত ও খন্ড খন্ড করছে।

'টিলসিট শান্তিতে' স্বাক্ষর দিতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। আত্মপ্রতারণার প্রয়োজন নেই। অরঞ্জিত তিক্ত সত্যটার মুখোমুখি সোজাসুজি তাকাতে পারার সাহস থাকা চাই। পরাজয়, অঙ্গচ্ছেদ, দাসত্ব ও হীনতার যে গহ্বরে আমরা পড়েছি, সেটা পুরোপুরি তল অবধি মেপে দেখতে হবে। যত পরিষ্কার করে সেটা আমরা বুঝব, ততই দৃঢ়, পোক্ত, লৌহকঠিন হয়ে উঠবে আমাদের মুক্তির সংকল্প, দাসত্ব থেকে ফের স্বাধীনতায় উঠে দাঁড়াবার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা, রাশিয়া যাতে কাঙালিনী ও অবলা হয়ে না থাকে, কথাটার পরিপূর্ণ অর্থেই রাশিয়া যাতে পরাক্রান্তা ও ধনোচ্ছলা হয়ে ওঠে, যে করেই হোক তা ঘটাবার জন্য আমাদের প্রতিজ্ঞা।

পরাক্রান্তা ও ধনোচ্ছলা তার হয়ে ওঠা সম্ভব, কেননা সব সত্ত্বেও আমাদের হাতে স্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট রয়ে গেছে যাতে প্রত্যেককেই প্রচুর পরিমাণে না হলেও যথেষ্ট পরিমাণে জীবনোপকরণ জোগানো সম্ভব। সত্যিকারের পরাক্রান্তা ধনোচ্ছলা রাশিয়া গড়ে তোলার মতো মালমসলা আছে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদে, লোক-বলে এবং সেই অপরূপ উৎসাহে, যা আমাদের মহাবিপ্লব জাগিয়ে তুলেছে জনসৃজনের ক্ষেত্রে।

রাশিয়া ঠিক তাই হবে যদি সবকিছু বিষাদ ও সবকিছু বুলি বিসর্জন দেওয়া হয়, দাঁতে দাঁত চেপে যদি নিজের শক্তি সঞ্চয় করা হয়, যদি টানটান করে তোলা হয় প্রতিটি স্নায়ু, প্রতিটি পেশী, যদি বোঝা হয় যে উদ্ধার-লাভ সম্ভব **কেবল** আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই যে পথটা আমরা নিয়েছি, তাতেই। পরাজয়ে হতাশ না হয়ে এই পথে এগুনো, সমাজতান্ত্রিক সমাজের পাকা বনিয়াদের জন্য পাথরের পর পাথর গাঁথা, শৃঙ্খলা ও আত্মশৃঙ্খলা গড়ে তোলার জন্য অক্লান্ত খেটে যাওয়া, সর্বত্রই সংগঠনশীলতা, সুব্যবস্থা, কার্যকারিতা, সর্বজাতীয় শক্তির সুষ্ঠু সহযোগিতা, উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের ব্যাপারে সার্বজনীন হিসাব ও নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে তোলা — এই হল সামরিক পরাক্রম ও সমাজতান্ত্রিক পরাক্রম গড়ে তোলার পথ।

কঠিন পরাজয় ঘটলে খাঁটি সমাজতন্ত্রীর পক্ষে গলাবাজি করা বা হতাশ হয়ে পড়া কিছুই শোভা পায় না। আমরা নাকি নিরুপায়, এই-কঠিনতম-শান্তি-চুক্তিরূপ 'যশোহীন' মৃত্যু (শ্লিয়াখতিচের দৃষ্টিকোণ থেকে) ও নিষ্ফল লড়াইয়ে 'বীরোচিত' মৃত্যুর মধ্যে একটা বেছে নেওয়াই নাকি বাকি আছে, এ কথা সত্য নয়। এ কথা সত্য নয় যে 'টিলসিট শান্তিতে' স্বাক্ষর দিয়ে আমরা আমাদের আদর্শ বা আমাদের বন্ধুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কারো প্রতি ও কিছুর প্রতিই আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করি নি, একটা মিথ্যাকেও আমরা পবিত্র করে তুলি নি বা আড়াল করি নি, দুরবস্থায় পতিত একজন বন্ধু বা কমরেডকেও যা সাধ্য যা আয়ত্তে ছিল তেমন সবকিছু দিয়ে সাহায্য করতে অস্বীকার করি নি। পর্যুদস্ত অথবা আতঙ্কিত পলায়নের ব্যাধিগ্রস্ত সৈন্যবাহিনীর হতাবশেষকে যদি সেনানায়ক দেশের গভীরে সরিয়ে নিয়ে আসে, চূড়ান্ত পরিস্থিতি হিসাবে এই পশ্চাদপসরণকে রক্ষা করে কঠিনতম ও অতি

হীনতাসূচক শান্তি চুক্তি দিয়ে, তাহলে সৈন্যবাহিনীর যে অংশগুলিকে সাহায্য করতে সে অসমর্থ অথবা শত্রু যাদের ছিন্ন করে ফেলেছে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় না। তখনো যা রক্ষা করা সম্ভব তা রক্ষা করার একমাত্র পথটাই গ্রহণ করে, হঠকারিতায় রাজী না হয়ে, তিক্ত সত্যটাকে জনগণের কাছে রঙীন না করে, 'সময় লাভের জন্য স্থান ছেড়ে দিয়ে', বল সঞ্চয়ের জন্য, ভাঙন ও হতাশায় পীড়িত সৈন্যবাহিনীকে দম নেবার বা চিকিৎসার সুযোগ দেবার জন্য নিতান্ত ন্যূনতম হলেও **প্রতিটি** অবকাশকে ব্যবহার করে সে সেনানায়ক তার কর্তব্যই পালন করে।

'টিলসিট শান্তিতে' আমরা সই দিয়েছি। ১৮০৭ সালে প্রথম নেপোলিয়ন যখন প্রাশিয়াকে টিলসিট শান্তিতে বাধ্য করেন, তখন বিজয়ীরা জার্মানদের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকেই চূর্ণ করেছিল, রাজধানী ও সমস্ত বড়ো বড়ো শহর দখল করেছিল, নিজেদের পুলিস ব্যবস্থা চালু করেছিল, নতুন লুঠেরা যুদ্ধ চালাবার জন্য বিজয়ীদের সাহায্যকারী সৈন্য দিতে বিজিতদের বাধ্য করেছিল, একদল জার্মান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরেকদল জার্মান রাষ্ট্রের সঙ্গে জোট বেঁধে জার্মানিকে খণ্ড খণ্ড করেছিল। এবং তা সত্ত্বেও, **এমনি ধারা** শান্তি চুক্তির পরেও জার্মান জনগণ টিকে থাকে, শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, উত্থিত হয়ে স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের অধিকার জয় করে নিতে পারে।

যারা ভাবতে চায় ও ভাবতে পারে তাদের সকলের কাছেই টিলসিট শান্তির দৃষ্টান্ত থেকে (সে যুগে জার্মানদের ওপর চাপানো বহু কঠোর ও হীনতাসূচক চুক্তির এটা শুধু একটা) পরিষ্কার প্রতীয়মান হবে যে, কঠোর চুক্তির অর্থ সর্ব অবস্থাতেই অতলগহ্বর ধ্বংস আর যুদ্ধই বীর্য ও পরিত্রাণের উপায় — এই ধারণাটা কী পরিমাণ ছেলেমানুষী বাতুলতা। যুদ্ধের যুগগুলো থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে ইতিহাসে শান্তি চুক্তি প্রায়ই একটা অবকাশ ও নতুন সংঘর্ষের জন্য বল সঞ্চয়ের ভূমিকা নিয়েছে। টিলসিট শান্তিটা ছিল জার্মানির পক্ষে বৃহত্তম একটা হীনতা, আর সেই সঙ্গেই বৃহত্তম একটা জাতীয় উত্থানের দিকে মোড়। সে সময়কার ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এ উত্থানটার পক্ষে **বুর্জোয়া** রাষ্ট্রের পথ ছাড়া অন্য পথ খোলা ছিল না। তখন, শতাধিক বৎসর আগে ইতিহাস গড়ত মুষ্টিমেয় অভিজাত ও জনকয়েক বুর্জোয়া

বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক কৃষক জনগণ ছিল নিদ্রাতুর ও নিদ্রিত। এর ফলে ইতিহাস তখন এগুতে পারত কেবল সাংঘাতিক ধীরে।

বর্তমানে পুঁজিবাদ সাধারণভাবে সংস্কৃতিকে ও বিশেষ করে জনগণের সংস্কৃতিকে বহু বহু গুণ উন্নীত করেছে। জনগণকে ঝাঁকুনি দিয়েছে যুদ্ধ, অভূতপূর্ব বীভৎসতা ও যন্ত্রণায় তাকে জাগিয়ে তুলেছে। যুদ্ধ ঠেলা দিয়েছে ইতিহাসকে, এবং সে ইতিহাস এখন ধাবিত হয়েছে রেল ইঞ্জিনের গতিবেগে। এখন স্বাধীনভাবে ইতিহাস গড়ছে কোটি কোটি লোক। পুঁজিবাদ এখন পুরো বেড়ে উঠেছে সমাজতন্ত্রের জন্য।

আর সেইজন্য, রাশিয়া যদি এখন এগিয়ে থাকে — আর এগুচ্ছে সে নিঃসন্দেহেই — 'টিলসিট শান্তি' থেকে জাতীয় উত্থানের দিকে, পিতৃভূমির মহা যুদ্ধের দিকে, তাহলে সে উত্থানের পথটা বুর্জোয়ার রাষ্ট্রের দিকে নয়, আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে। ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর থেকে আমরা প্রতিরক্ষাবাদী। আমরা 'পিতৃভূমি রক্ষার' পক্ষে, কিন্তু পিতৃভূমির যে যুদ্ধের দিকে আমরা এগুচ্ছি সেটা সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমির জন্য যুদ্ধ, পিতৃভূমি হিসাবে সমাজতন্ত্রের জন্য এবং সমাজতন্ত্রের বিশ্ববাহিনীর এক **ইউনিট** হিসাবে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ।

'জার্মানদের ঘৃণা করো, মারো জার্মানদের!' এই ছিল এবং তাই রয়ে গেছে সাধারণ দেশপ্রেমের অর্থাৎ বুর্জোয়া দেশপ্রেমের ধ্বনি। কিন্তু আমরা বলব: 'ঘৃণা করো সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রকদের, ঘৃণা করো পুঁজিবাদকে, পুঁজিবাদ নিপাত যাক!' আর সেই সঙ্গেই বলব: 'জার্মানদের কাছ থেকে শেখো! জার্মান শ্রমিকদের সঙ্গে ভ্রাতৃ-ঐক্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকো। আমাদের সাহায্যে আসতে তাদের বিলম্ব ঘটেছে। আমরা সময় নেব, শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকব, আমাদের সাহায্যে তারা **এসে পৌঁছবে।**'

হ্যাঁ, জার্মানদের কাছে শেখো! ইতিহাস এগোয় আঁকাবাঁকায়, ঘুরপথে। এই দাঁড়িয়েছে যে এই মুহূর্তে একটা পাশবিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলা, সংগঠন, আধুনিকতম যন্ত্রশিল্পের ভিত্তিতে সুষ্ঠু সহযোগিতা, কঠোরতম হিসাব ও নিয়ন্ত্রণের প্রেরণা রূপায়িত হচ্ছে ঠিক জার্মানদের মধ্যেই।

আর ঠিক এই জিনিসটাতেই আমাদের ঘাটতি। ঠিক এই জিনিসটাই আমাদের শিখে নিতে হবে। বিজয়ী সূচনা থেকে শুরু করে কয়েকটা দুঃসহ

অগ্নিপরীক্ষার পর বিজয়ী সমাপ্তিতে পৌঁছতে হলে ঠিক এই জিনিসটাই আমাদের মহা বিপ্লবের প্রয়োজন। কাঙালিনী ও অবলা হয়ে থাকার পালা শেষ করতে হলে, চিরকালের মতো পরাক্রান্তা ও ধনোচ্ছলা হয়ে উঠতে হলে ঠিক এই জিনিসটাই রুশ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দরকার।

১১ই মার্চ, ১৯১৮

'সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী
কমিটির ইজ্‌ভেস্তিয়া', ৪৬ নং
১২ই মার্চ, ১৯১৮
স্বাক্ষর: ন. লেনিন

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৬শ খণ্ড, পৃঃ ৭৮—৮২

চতুর্থ সারা রুশ জরুরী সোভিয়েত কংগ্রেস
১৪ই — ১৬ই মার্চ, ১৯১৮

শান্তি চুক্তি অনুমোদনের রিপোর্ট, ১৪ই মার্চ

কমরেড, আজ আমাদের যে প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেটা রুশ বিপ্লবের এবং শুধু রুশ নয়, আন্তর্জাতিক বিপ্লবের বিকাশে একটা মোড়-পরিবর্তন সূচিত করছে এবং সোভিয়েত রাজের প্রতিনিধিরা ব্রেস্ত-লিতোভ্স্কে যে কঠোরতম শান্তি চুক্তি নিষ্পন্ন করেছেন এবং সোভিয়েত রাজ যা অনুমোদন বা র‍্যাটিফিকেশনের প্রস্তাব করছে, সেই শান্তি চুক্তিটার প্রশ্নে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হলে যে মোড়টায় আমরা এসে দাঁড়িয়েছি তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য প্রণিধান করা, এতদিন পর্যন্ত বিপ্লব বিকাশের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ছিল এবং যে কঠিনতম পরাজয় ও দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা গিয়েছি তার মূল কারণটা কী তা উপলব্ধি করা সর্বাগ্রে দরকার।

আমার ধারণা, এ প্রশ্নে সোভিয়েত পার্টিগুলির (৪৬) মধ্যে মতভেদের প্রধান উৎস এই যে সাম্রাজ্যবাদের কাছে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পরাজয়ে যে ক্ষোভ বৈধ ও সঙ্গত, তাতে কিছু লোক বড়ো বেশি আত্মসমর্পণ করছেন, মাঝেমাঝে খুব বেশি রকম হতাশায় গা ভাসাচ্ছেন, এবং বর্তমান সন্ধিটার সময় বিপ্লব বিকাশের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি কী রূপ নিয়েছিল, এবং সন্ধির পর তা যে চেহারায় ফুটে উঠছে তার খতিয়ান করার বদলে বিপ্লবের রণকৌশল প্রসঙ্গে জবাব দেবার চেষ্টা হচ্ছে সরাসরি আবেগের ভিত্তিতে। অথচ বিপ্লবের সমস্ত ইতিহাসের সমগ্র অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, প্রশ্নটা যখন যে-কোনো গণ আন্দোলন বা শ্রেণী-সংগ্রাম নিয়ে, বিশেষ করে বর্তমানের মতো একটা শ্রেণী-সংগ্রাম, যা প্রকাণ্ড হলেও মাত্র একটা দেশ জুড়ে অবারিত

হচ্ছে তাই নয়, সমস্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ককেও যা আলিঙ্গন করছে—তখন নিজেদের রণকৌশলের ভিত্তিরূপে প্রথমত ও প্রধানত রাখা আবশ্যক বাস্তব পরিস্থিতির খতিয়ান, বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার এতদিন পর্যন্ত বিপ্লবের গতিপথটা কী ছিল এবং কেন তাতে এমন ভয়ংকর, এমন প্রচণ্ড, আমাদের পক্ষে এমন প্রতিকূল পরিবর্তন হল।

আমাদের বিপ্লবের বিকাশটাকে যদি এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যালোচনা করি, তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাব যে এতদিন পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত ও বহু পরিমাণে আপাত-প্রতীয়মান একটা স্বাবলম্বন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক থেকে সাময়িক স্বাধীনতার পর্ব দিয়ে সে বিপ্লব এগিয়েছে। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে বর্তমান বছরের ১১ই ফেব্রুয়ারি জার্মান আক্রমণের সূত্রপাত পর্যন্ত এই যে পথটা দিয়ে আমাদের বিপ্লব এসেছে, মোটের ওপর এ পথটা ছিল সহজ ও দ্রুত সাফল্যের পথ। আন্তর্জাতিক আয়তনে যদি এ বিপ্লবের বিকাশটাকে দেখি, কেবলমাত্র রুশ বিপ্লব বিকাশের দিক থেকে, তাহলে দেখব যে এই বছরটায় আমরা তিনটি পর্বের মধ্য দিয়ে গিয়েছি। প্রথম পর্বে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী কৃষক সম্প্রদায়ের অগ্রণী, সচেতন ও সচল সমস্ত অংশের সঙ্গে একত্রে শুধু পেটি বুর্জোয়া নয় বৃহৎ বুর্জোয়ারও সমর্থনে কয়েকদিনের মধ্যেই রাজতন্ত্রকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রচণ্ড সাফল্যের কারণ এই যে রুশ জনগণ একদিকে ১৯০৫ সালের অভিজ্ঞতা থেকে বিপ্লবী সংগ্রাম-ক্ষমতার এক বিপুল সঞ্চয় জুটিয়েছিল, এবং অন্যদিকে, একটা বিশেষ রকম পশ্চাৎপদ দেশ হিসাবে রাশিয়া যুদ্ধের জন্য বিশেষ রকম কষ্ট সহ্য করে এবং পুরনো ব্যবস্থায় সে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সম্পূর্ণ অসম্ভাবিতার অবস্থায় এসে পৌঁছয় বিশেষ তাড়াতাড়ি।

নতুন সংগঠন — শ্রমিক সৈনিক কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতের সংগঠন যখন গড়ে ওঠে, তখনকার সংক্ষিপ্ত উদ্দাম সাফল্যের পর আমাদের বিপ্লবের পক্ষে শুরু হয় উৎক্রমণ পর্বের দীর্ঘ মাস, — এ পর্বে বুর্জোয়া ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির অস্তিত্বের ফলে সঙ্গে সঙ্গেই ফাটলগ্রস্ত হলেও তাকে টিকিয়ে রাখে ও সংহত করে তোলে পেটি বুর্জোয়া আপোস পার্টিরা — মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, যারা সে ক্ষমতাকে সমর্থন করে। সে ক্ষমতা সমর্থন করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী গুপ্ত চুক্তি, শ্রমিক শ্রেণীকে ফাঁকা প্রতিশ্রুতির স্তোকবাক্য দেয়, সে ক্ষমতা কিছুই করে না, ভগ্নদশাই

বহাল রাখে। আমাদের পক্ষে, রুশ বিপ্লবের পক্ষে যা দীর্ঘ, সে পর্বে সোভিয়েতগুলি তাদের শক্তি সঞ্চয় করে; রুশ বিপ্লবের পক্ষে এটা ছিল দীর্ঘ পর্ব, কিন্তু আন্তর্জাতিক বিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংক্ষিপ্ত, কেননা অধিকাংশ প্রধান প্রধান দেশে পেটি বুর্জোয়া মোহ কাটিয়ে ওঠার পর্ব, নানা ধরনের পার্টি, উপদল ও মতধারার আপোসপন্থা উত্তীর্ণ হবার পর্ব চলেছে কয়েক মাস নিয়ে নয়, দীর্ঘ বহু দশক ধরে, — ২০শে এপ্রিল থেকে শুরু করে জুন মাসে পকেটে গুপ্ত সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি নিয়ে কেরেনস্কি যখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নতুন করে শুরু করে, এই পর্বটার একটা নির্ধারক ভূমিকা ছিল। এই পর্বে আমরা জুলাই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে যাই, কর্নিলভ হাঙ্গামা উত্তীর্ণ হতে হয়, এবং কেবল গণ সংগ্রামের অভিজ্ঞতার ফলেই, শ্রমিক কৃষকদের ব্যাপকতম জনগণ যখন বচনামৃত থেকে নয় নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই পেটি বুর্জোয়া আপোসের সমস্ত ব্যর্থতা দেখল, কেবল তখনই, দীর্ঘ রাজনৈতিক বিকাশের পর, দীর্ঘ প্রস্তুতি এবং পার্টি জোটগুলির মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের পরই গড়ে ওঠে অক্টোবর বিপ্লবের ভিত্তি, এবং শুরু হয় রুশ বিপ্লবের তৃতীয় পর্বের প্রথম পর্যায়, আন্তর্জাতিক দিক থেকে যে পর্যায়টা বিচ্ছিন্ন অথবা সাময়িকভাবে পৃথক।

এই তৃতীয় পর্ব, অক্টোবর পর্বটা হল সংগঠনের পর্ব, অতি দুরূহ পর্ব এটা, অথচ সেই সঙ্গে বৃহত্তম ও দ্রুততম বিজয়ের পর্ব। বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে, তার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে, প্রলেতারিয়েত ও দরিদ্রতম কৃষকদের বিপুল অধিকাংশের সমর্থন নিশ্চিত করে আমাদের বিপ্লব অক্টোবর থেকে এগোয় বিজয়ী সমারোহ যাত্রায়। সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার একাংশের সমর্থনপুষ্ট শোষক, জমিদার ও বুর্জোয়াদের প্রতিরোধরূপে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় রাশিয়ার সর্বপ্রান্তে।

গৃহযুদ্ধ শুরু হল এবং এ গৃহযুদ্ধে দেখা গেল সোভিয়েত রাজের বিরোধীদের শক্তি, মেহনতী ও শোষিত জনগণের শত্রুদের শক্তি নগণ্য; গৃহযুদ্ধ পরিণত হয় সোভিয়েত রাজের অবিরাম বিজয়ে, কেননা তার বিপক্ষদের, শোষকদের, জমিদার ও বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনো খুঁটি ছিল না, তাদের আক্রমণ চূর্ণ হয়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মেলানো হয় সামরিক কর্ম ততটা নয়, যতটা প্রচার-আন্দোলন; স্তরের পর স্তর, জনগণের দলের পর দল, মায় মেহনতী কসাকরা পর্যন্ত শোষকদের

পরিত্যাগ করে যায় — সোভিয়েত রাজের পক্ষ থেকে এ জনগণকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল তারা।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ও সোভিয়েত রাজের বিজয়ী সমারোহ যাত্রার এই যে পর্বে রাশিয়ার মেহনতী ও শোষিতদের বিপুল জনগণকে স্বপক্ষে টেনে আনা হয় সুনিশ্চিতরূপে, চূড়ান্তরূপে, চিরকালের জন্য, এই পর্বটা হল রুশ বিপ্লব বিকাশের সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ বিন্দু — এতদিন পর্যন্ত এ বিপ্লব এগিয়েছে যেন বা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের অপেক্ষা না রেখে। এইটেই হল সেই কারণ যার জন্য সবচেয়ে পশ্চাৎপদ ও ১৯০৫ সালের অভিজ্ঞতায় বিপ্লবের জন্য সবচেয়ে প্রস্তুত দেশটা অত দ্রুত, অত সহজে, অত পরিকল্পিত রূপে একটার পর একটা শ্রেণীকে ক্ষমতায় ঠেলে দিয়েছে, এক একটা রাজনৈতিক বিন্যাস উত্তীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত যে রাজনৈতিক সংবিন্যাসে পৌঁছেছে সেটা শুধু রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্রে নয়, পশ্চিম ইউরোপীয় শ্রমিক বিপ্লবের ক্ষেত্রেও শেষ কথা, কেননা সোভিয়েত রাজ রাশিয়ায় সংহত হয়ে উঠেছে এবং বরাবরের মতো মেহনতী ও শোষিতদের সহানুভূতি লাভ করেছে, কারণ এ রাজ্য রাষ্ট্রক্ষমতার সাবেকী পীড়ন যন্ত্রটাকে নিশ্চিহ্ন করেছে, কারণ নতুন ও উচ্চতম রূপের এক রাষ্ট্রের বনিয়াদ তা গড়ে দিয়েছে; তার ভ্রূণরূপ হল প্যারিস কমিউন, যা সাবেকী যন্ত্রটাকে উচ্ছেদ করে তার জায়গায় সরাসরি জনগণের সশস্ত্র শক্তিকে বসায়, বুর্জোয়া পার্লামেণ্টী গণতন্ত্রের বদলে শোষকদের বাদ দিয়ে মেহনতী জনগণের গণতন্ত্র চালু করে ও নিয়মিতভাবে শোষকদের প্রতিরোধ দমন করে।

এ পর্বে এই কাজটাই করেছে রুশ বিপ্লব, এইজন্যই রুশ বিপ্লবের ছোটো একটা অগ্রবাহিনীর মনে এই ধারণা জন্মেছে যে এই জয়যাত্রা, রুশ বিপ্লবের এই দ্রুত অভিযান ভবিষ্যতেও বিজয় লাভের ভরসা করতে পারে। এবং ভুলটা এইখানেই, কেননা এক থেকে আরেক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে ও একমাত্র রাশিয়ার অভ্যন্তরে শ্রেণী সমঝোতা কাটিয়ে উঠে রুশ বিপ্লব যে পর্বে বেড়ে উঠছিল, সে পর্বটার অস্তিত্ব ঐতিহাসিকভাবে সম্ভব হয়েছিল শুধু এই জন্য যে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের অতিকায় হিংস্র দানবদের আক্রমণ সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে ছিল। যে বিপ্লব কয়েক দিনের মধ্যে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে, বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোসের সমস্ত চেষ্টা নিঃশেষ করে কয়েক মাসের মধ্যে ও কয়েক সপ্তাহের মধ্যে গৃহযুদ্ধে

বুর্জোয়ার সবকিছু প্রতিরোধ পরাস্ত করে, সে বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের মাঝখানে, বিশ্ব হিংস্রকদের মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদী জানোয়ারদের পাশে টিকে থাকতে পেরেছে শুধু সেই পরিমাণে, যে পরিমাণে বুর্জোয়ারা পরস্পরের সঙ্গে মরণপণ সংঘর্ষে জড়িয়ে গিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণে অক্ষম হয়ে পড়ে।

তারপর শুরু হয়েছে সেই পর্বটা যা এত স্পষ্ট করে, এত দুঃসহরূপে আমাদের টের পেতে হচ্ছে — কঠিনতম পরাজয়, রুশ বিপ্লবের পক্ষে কঠিনতম পরীক্ষার পর্ব, যখন বিপ্লবের শত্রুদের ওপর দ্রুত সোজাসুজি ও খোলাখুলি আক্রমণের বদলে আমাদের কঠিনতম পরাজয় সইতে ও পশ্চাদপসরণ করতে হচ্ছে আমাদের চেয়ে অপরিমেয় রকমের একটা বৃহৎ শক্তির সামনে, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও ফিনান্স পুঁজির সামনে, সেই সমরশক্তির সামনে যা সমস্ত বুর্জোয়া তাদের আধুনিক টেকনিক ও তাদের সংগঠন নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে সমাবেশ করেছে ছোটো ছোটো জাতিকে লুণ্ঠন, পীড়ন ও নিষ্পেষণের জন্য; শক্তি সমকক্ষতার কথা ভাবতে হচ্ছে আমাদের, অপরিসীম কঠিন একটা কর্তব্যের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে আমাদের, সম্মুখ সমরে যে শত্রুকে দেখতে পাচ্ছি সে রমানভ বা কেরেনস্কির মতো নয় — তাদের ওপর গুরুত্ব অর্পণের প্রয়োজন ছিল না — সমস্ত সামরিক-সাম্রাজ্যবাদী পরাক্রম নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ার শক্তি, বিশ্ব হিংস্রকদের মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাদের। এবং বোঝাই যায় যে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতের পক্ষ থেকে সাহায্য আসতে বিলম্ব হওয়ায় এ শক্তিগুলোর সঙ্গে সংঘাতে আমাদেরই নামতে হয়েছে ও কঠিনতম পরাজয় সইতে হয়েছে।

আর এই যুগটা হল কঠিন পরাজয়ের যুগ, পশ্চাদপসরণের যুগ, এ যুগে আমাদের ঘাঁটির অল্প একটু অংশ হলেও তা রক্ষা করতে হবে সাম্রাজ্যবাদের সামনে পিছু হটে, সেই সময়ের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে যখন সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বদলে যাবে, আমাদের কাছে এসে পৌঁছবে ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের সেই সব শক্তি যারা বর্তমান, যারা পেকে উঠছে, আমাদের মতো অত সহজে যারা নিজেদের শত্রুর সঙ্গে ফয়সালা করে উঠতে পারে নি, কারণ শুরু করাটা যে রুশ বিপ্লবের পক্ষে সহজ ছিল, পরবর্তী পদক্ষেপ করা যে কঠিন হবে, এ কথা ভুললে প্রকাণ্ড মোহ, প্রকাণ্ড

ভুল হবে। এটা ছিল অনিবার্য, কারণ আমাদের শুরু করতে হয়েছিল সবচেয়ে জীর্ণ, পশ্চাৎপদ একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে। ইউরোপীয় বিপ্লবকে শুরু করতে হচ্ছে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে, তার প্রশ্নটা এমন একটা শত্রুকে নিয়ে যে অপরিমেয় রকমের বেশি গুরুতর, এমন একটা পরিস্থিতিতে যা অপরিসীম রকমের বেশি কঠিন। ইউরোপীয় বিপ্লবের পক্ষে শুরু করাটা হবে অনেক বেশি কঠিন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে ব্যবস্থাটা তাকে দমন করছে তার ব্যূহে প্রথম ভাঙন ঘটানোটা তার পক্ষে অনেক বেশি কঠিন। বিপ্লবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে পৌঁছনো তার পক্ষে হবে অনেক সহজ। এবং বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর মধ্যে যে শক্তি অনুপাত রয়েছে তার ফলে অন্য কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এই প্রধান মোড় পরিবর্তনটাই অনবরত তাদের চোখ এড়িয়ে যায় যারা বর্তমান অবস্থাটাকে, বিপ্লবের অসাধারণ কঠিন পরিস্থিতিটাকে দেখে ইতিহাসের দৃষ্টি-কোণ থেকে নয়, আবেগ ও ক্রোধের দৃষ্টি-কোণ থেকে। অথচ ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি যে সর্বদাই, সমস্ত বিপ্লবেই, দ্রুত বিজয় থেকে দুঃসহ পরাজয়ের দিকে প্রচণ্ড বাঁক ও উৎক্রমণের মধ্য দিয়ে যখন বিপ্লব যায়, সে পর্বে মেকি বিপ্লবী বুলির একটা পর্ব দেখা দেয়, এবং সর্বদাই তাতে বিপ্লবের বিকাশে মহা অনিষ্ট ঘটে। এবং তাই কমরেড, দ্রুত সহজ ও পরিপূর্ণ বিজয় থেকে দুঃসহ পরাজয়ের মধ্যে আমাদের যা নিক্ষেপ করেছে সেই মোড় পরিবর্তনটার হিসাব করা কর্তব্য বলে যদি ধরে নিই, কেবল তবেই আমাদের রণকৌশলের সঠিক মূল্যায়ণ করা সম্ভব হবে। এ প্রশ্নটা অপরিসীম কঠিন, অপরিসীম দুরূহ একটা প্রশ্ন, বিপ্লবের বর্তমান বিকাশের মোড় নেওয়ার ফল এটা — আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সহজ বিজয় থেকে বহিঃক্ষেত্রে অসাধারণ কঠিন পরাজয়ের দিকে মোড়, এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে, সাম্রাজ্যবাদের অপেক্ষমাণ অবস্থায় রুশ বিপ্লবের প্রচার-আন্দোলনমূলক ক্রিয়াকলাপের যুগ থেকে সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপের দিকে মোড় — এতে সমস্ত আন্তর্জাতিক পশ্চিম ইউরোপীয় আন্দোলনের সামনে অতি কঠিন ও অতি তীব্র একটা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথাটা না ভুললে বর্তমানের কঠোরতম, তথাকথিত জঘন্য শান্তির প্রশ্নে রাশিয়ার মূল স্বার্থগুলো কী রূপ নিয়েছে তা বিচার করা দরকার।

এ শান্তি গ্রহণের আবশ্যকতা যারা অস্বীকার করছে তাদের সঙ্গে বিতর্কে আমায় অনেক বার এই কথা শ্নতে হয়েছে যেন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের দৃষ্টিভঙ্গিতে কেবল অবসন্ন কৃষক জনগণ, শ্রেণীচ্যুত সৈনিক ইত্যাদির স্বার্থই অভিব্যক্ত হচ্ছে। এবং এই রকম উল্লেখ ও এই রকম উক্তিতে আমার সর্বদাই ভেবে অবাক লেগেছে কীভাবে কমরেডরা জাতীয় বিকাশের শ্রেণী পরিধিটা ভুলে যাচ্ছেন, ভুলে যাচ্ছেন তাঁরা যাঁরা একমাত্র নিজেদের যুক্তি খুঁজতেই ব্যস্ত। ভাবটা এই যেন প্রলেতারিয়েতের পার্টি ক্ষমতা দখল করতে গিয়ে আগে থেকেই এ কথা ভেবে রাখে নি যে প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে আধা-প্রলেতারিয়েতের অর্থাৎ দরিদ্রতম কৃষকদের, অর্থাৎ রুশ কৃষকদের অধিকাংশের জোট দরকার। কেবল এই ধরনের জোটই রাশিয়ায় ক্ষমতা তুলে দিতে পারে বিপ্লবী সোভিয়েত রাজের হাতে—জনগণের অধিকাংশের, সত্যিকারের যারা অধিকাংশ তাদের রাজের হাতে — এ ছাড়া ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার যে কোনো প্রচেষ্টা অর্থহীন, বিশেষ করে ইতিহাসের কঠিন মোড় পরিবর্তনের সময়। যেন আমাদের সর্বজনস্বীকৃত এই সব সত্য বুঝি বা এখন বিসর্জন দেওয়া সম্ভব এবং কৃষক ও শ্রেণীচ্যুত সৈনিকের অবসন্ন অবস্থার অবজ্ঞাসূচক উল্লেখ করে দায়িত্ব এড়ানো চলে। কৃষক ও শ্রেণীচ্যুত সৈনিকের অবসন্ন অবস্থার কথায় আমাদের বলতে হবে যে দেশ প্রতিরোধ স্বীকার করতে পারে, দরিদ্রতম কৃষকেরা প্রতিরোধে এগোতে পারে শুধু সেই সীমার মধ্যে যেখানে এই দরিদ্র কৃষকের পক্ষে সংগ্রামের জন্য শক্তি নিয়োগ করা সম্ভব।

অক্টোবরে যখন আমরা ক্ষমতা দখল করি তখন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ঘটনাধারা অনিবার্য গতিতে এই দিকেই যাচ্ছে, বলশেভিকবাদের দিকে সোভিয়েতগুলির মোড় ফেরার অর্থ গোটা দেশেরই মোড় ফেরা, বলশেভিকদের ক্ষমতা অনিবার্য। এইটে উপলব্ধি করে যখন আমরা ক্ষমতা দখলের দিকে এগোই, তখন আমরা নিজেদের কাছে এবং সমস্ত জনগণের কাছে একান্তই পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে বলেছিলাম যে এটা হল প্রলেতারিয়েত ও দরিদ্র কৃষকদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর, প্রলেতারিয়েত জানে যে কৃষকেরা তাকে সমর্থন করবে, এবং সমর্থন করবে কিসে সেটা আপনারা নিজেরাই জানেন: শান্তির জন্য তার সক্রিয় সংগ্রামে, বৃহৎ ফিনান্স পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্পে। এ কথা বলে আমরা মোটেই ভুল

করছি না এবং শ্রেণী-শক্তি ও শ্রেণী-সম্পর্কের বিবেচনা কিছুটা মানলে কেউই এই সন্দেহাতীত সত্যটা উড়িয়ে দিতে পারে না যে ইউরোপীয় ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবের জন্য যে ক্ষুদে-কৃষক দেশটা এত বহুকিছু করেছে, তাকে তেমন একটা দুরূহ, অতি দুরূহ পরিস্থিতিতে লড়াই চালিয়ে যেতে বলতে পারি না, যখন পশ্চিম ইউরোপের সাহায্য নিঃসংশয়েই আসছে — ঘটনায় ধর্মঘট ইত্যাদিতে তা প্রমাণিত, — কিন্তু আসন্ন সে সাহায্য আসতে যখন নিঃসন্দেহেই দেরি হয়েছে। এইজন্যই আমি বলি যে কৃষক জনগণের অবসন্নতা ইত্যাদি যুক্তির পেছনে যারা ছোটে সেটা নিতান্তই তাদের যুক্তি না থাকা ও নিরুপায়তার ফল, সাধারণ আয়তনে সমগ্রভাবে সমস্ত শ্রেণী-সম্পর্কটা কী, প্রলেতারিয়েত ও ব্যাপক কৃষক জনের যে বিপ্লব তার শ্রেণী-সম্পর্কটা কী তা ধরতে পারার সম্ভাবনা তাদের সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে; ইতিহাসের প্রতিটি প্রচণ্ড মোড় পরিবর্তনের সময় যদি আমরা সমগ্রভাবে, সমস্ত শ্রেণীর শ্রেণী-সম্পর্কটার খতিয়ান করি, পৃথক এক একটা দৃষ্টান্ত ও উপলক্ষ ধরে না থাকি, কেবল তাহলেই আমরা নির্ভরযোগ্য তথ্যের বিশ্লেষণের ওপর পাকাপাকি দাঁড়িয়েছি বলে ভাবতে পারব। আমি বেশ বুঝি যে রুশ বুর্জোয়া এখন আমাদের বিপ্লবী যুদ্ধে ঠেলে দিতে চাইছে, যখন সে যুদ্ধ আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এ হল বুর্জোয়ার শ্রেণী-স্বার্থের দাবি।

ফৌজটার এ হাল করেছে কে, সে সম্বন্ধে একটি কথাও না বলে যখন তারা কেবল চেঁচায়: জঘন্য শান্তি চুক্তি, তখন আমি বেশ বুঝতে পারি যে ওরা হল 'দেলো নারোদা'-পন্থী, মেনশেভিক-সেরেতেলিপন্থী, চের্নোভপন্থী ও তাদের ধুয়াধারী সমেত বুর্জোয়ারা (করতালি), আমি বেশ বুঝতে পারি যে এই বুর্জোয়ারাই বিপ্লবী যুদ্ধের চিৎকার করছে। এটা তাদের শ্রেণী-স্বার্থের দাবি, সোভিয়েত রাজ যেন একটা ভুল চাল দেয়, তাদের এই বাসনা থেকেই এটা আসছে। এটা সে সব লোকেদের ক্ষেত্রে বোধগম্য যারা একদিকে তাদের পত্রিকার সমস্ত পাতা ভরায় প্রতিবিপ্লবী লেখায়... (কণ্ঠস্বর: 'সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে'।) দুঃখের বিষয় এখনো সব নয়, কিন্তু সবই বন্ধ করা হবে। (করতালি।) বুর্জোয়া আফিম দিয়ে জনগণকে বিমূঢ় করার জন্য একচেটিয়া সম্পদ কাজে লাগিয়ে যাবার সুযোগ প্রতিবিপ্লবী, বুর্জোয়া

পক্ষপাতী ও তার সহযোগীদের জন্য মঞ্জুর করবে কোন প্রলেতারিয়েত তা আমি দেখতে চাই। তেমন প্রলেতারিয়েত নেই। (করতালি।)

আমি বেশ বুঝি যে ঐরকম সব প্রকাশনের পাতা থেকে জঘন্য শান্তির বিরুদ্ধে অবিরাম চিৎকার আর্তনাদ ও হল্লা উঠছে, আমি খুবই জানি যে এই বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষে রয়েছে এমন লোক যারা, কাদেত থেকে(৪৭) শুরু করে দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পর্যন্ত সবাই একই সময়ে জার্মানদের আক্রমণের ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়ে তাদের বরণ করছে, সগর্বে বলছে: 'এইত জার্মানরা এসে গেছে', আর জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণে অধিকৃত এলাকাগুলিতে কাঁধপট্টি আঁটা নিজেদের অফিসারদের ঘুরতে পাঠাচ্ছে। হ্যাঁ, এরকম বুর্জোয়া, এই সব যোগসাজশকারীদের কাছ থেকে বিপ্লবী যুদ্ধের প্রচারে আমি একটুও অবাক হই না। তাদের ইচ্ছে, সোভিয়েত রাজ যেন ফাঁদে পড়ে। স্বরূপ খুলে ধরেছে তারা, এই সব বুর্জোয়া ও এই সব যোগসাজশকারীরা। ওদের আমরা দেখেছি ও জলজ্যান্ত দেখছি, আমরা জানি যে এইতো ইউক্রেনে ইউক্রেনী কেরেনস্কি, ইউক্রেনী চের্নোভ, ইউক্রেনী সেরেতেলিরা — অর্থাৎ ভিন্নিচেঙ্কো মহাশয়েরা — এই মহাশয়েরা, ইউক্রেনী কেরেনস্কি-চের্নোভ-সেরেতেলিরা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যে শান্তি চুক্তিটা করেছিল সেটা জনগণের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে এবং এখন জার্মান বেঅনেটের সাহায্যে চেষ্টা করছে ইউক্রেনে সোভিয়েত রাজ উচ্ছেদের জন্য। এই কান্ডই করেছে এই সব বুর্জোয়া ও এই সব যোগসাজশকারী ও তাদের মতাবলম্বীরা। (করতালি।) এই ব্যাপারই করেছে এই সব ইউক্রেনী বুর্জোয়া ও তাদের সহযোগীরা, তাদের চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদের সামনে, জনগণের কাছ থেকে তারা নিজেদের গুপ্ত চুক্তিগুলো লুকিয়ে রেখেছিল ও লুকিয়ে রাখছে, জার্মান বেঅনেট নিয়ে তারা আসছে সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে। এই জিনিসটাই চায় রুশ বুর্জোয়ারা, সচেতনভাবেই হোক বা অচেতনভাবেই হোক এই দিকেই সোভিয়েত রাজকে ঠেলে দিচ্ছে বুর্জোয়ার ধুয়াধারীরা: তারা জানে যে পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে নামতে এখন সোভিয়েত রাজ একেবারেই অক্ষম। এবং এই জন্যই কেবল এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে, কেবল এই রকম সাধারণ শ্রেণীগত পরিস্থিতিতেই তাদের ভ্রান্তির পুরো গভীরতাটা আমরা বুঝব যারা বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির মতো নিজেদের

এমন একটা তত্ত্বে ভেসে যেতে দেয় যা দুরূহ মুহূর্তে বিপ্লবের সমস্ত ইতিহাসেই দেখা যায়, যা গড়ে ওঠে অর্ধেক হতাশা ও অর্ধেক বুলি দিয়ে; সুস্থ মস্তিষ্কে বাস্তবটাকে দেখা এবং আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর প্রসঙ্গে বিপ্লবের কর্তব্য শ্রেণী-শক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিরূপণ করার বদলে সে তত্ত্বে আপনাকে গুরুতর ও কঠিনতম সব প্রশ্নের সমাধান করতে বলা হয় আবেগের ঝোঁকে, কেবলমাত্র আবেগের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। শান্তিটা অবিশ্বাস্য রকমের কঠোর ও লজ্জাকর। আমার নিজের বিবৃতিতে ও বক্তৃতায় ও শান্তিকে আমি একাধিকবার অভিহিত করেছি টিলসিট শান্তি বলে, প্রচণ্ডতম কয়েকটা পরাজয়ের পর প্রুশীয় ও জার্মান জাতির ওপর সে শান্তিটা চাপিয়ে দিয়েছিলেন নেপোলিয়ন। হ্যাঁ, এ শান্তিটা হল প্রচণ্ডতম পরাজয়, সোভিয়েত রাজের পক্ষে তা হীনতাসূচক, কিন্তু এইটুকু দেখে, এতেই সীমাবদ্ধ থেকে আপনারা যদি আবেগের কাছে আবেদন করেন, বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলেন, বৃহত্তম একটা ঐতিহাসিক প্রশ্নের সমাধান করতে চান এই ক'রে, তাহলে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের গোটা পার্টিটা একদা যে হাস্যকর ও শোচনীয় অবস্থায় পড়েছিল, সেই অবস্থাতেই আপনারা পড়বেন (করতালি), যখন ১৯০৭ সালে, কতকগুলি দিক থেকে সমরূপ একটা পরিস্থিতিতে তারা একইভাবে আবেদন করেছিল বিপ্লবীর ভাবাবেগের কাছে, যখন ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে আমাদের বিপ্লবের গুরুতর পরাজয়ের পর স্তলিপিন জারী করেন তৃতীয় দুমার আইন — অতি জঘন্যতম এক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অতি লজ্জাকর ও দুর্বিষহ সব সর্ত চাপিয়ে দেন আমাদের উপর, যখন আমাদের পার্টির অভ্যন্তরে কিছুটা দ্বিধার পর (এ প্রশ্নে বর্তমানের চেয়ে তখন দ্বিধা ছিল বেশি) পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় যে আবেগে আত্মসমর্পণ করার অধিকার নেই আমাদের, লজ্জাকর তৃতীয় দুমার বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষোভ ও অসন্তোষ যত বেশিই হোক না কেন, আমাদের মানতে হবে যে এটা কোনো আপতিকতার ব্যাপার নয়, বিকাশমান শ্রেণী-সংগ্রামের পক্ষে ঐতিহাসিক আবশ্যিকতার ব্যাপার — এ শ্রেণী-সংগ্রামের আর শক্তি নেই, আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এই লজ্জাকর পরিস্থিতির মধ্যেও শ্রেণী-সংগ্রাম সে শক্তি সঞ্চয় করবে। দেখা গেল আমরা ঠিক করেছিলাম। যারা বিপ্লবী বুলিতে মাতাতে চেয়েছিল, যারা মাতাতে চেয়েছিল ন্যায্যতার আবেদনে, কেননা তিনগুণো ন্যায়সঙ্গত আবেগই তাতে ব্যক্ত হয়, —

তারা যে শিক্ষা পায় সেটা কোনো বিবেচক চিন্তাশীল বিপ্লবীই ভুলবে না।

বিপ্লব অমন মসৃণভাবে এগোয় না যে আমাদের দ্রুত ও অনায়াস অগ্রগতি নিশ্চিত থাকবে। এমন কি জাতীয় ক্ষেত্রেও এমন একটা মহা বিপ্লব ঘটে নি যা পরাজয়ের দুঃসহ পর্বের মধ্যে দিয়ে যায় নি, এবং গণ আন্দোলনের, বর্ধমান বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে এমন মনোভাব নেওয়া চলে না যে শান্তিটাকে জঘন্য, হীনতাসূচক ঘোষণা করলে বিপ্লবী সেটা আর মেনে নিতে পারবে না; আন্দোলনী বুলি আমদানি করা ও এ শান্তি উপলক্ষে আমাদের ওপর ধিক্কার বর্ষণ করাই যথেষ্ট নয় — এটা বিপ্লবের সর্বজনবিদিত অ-আ-ক-খ, এটা সমস্ত বিপ্লবেরই সর্বজনবিদিত অভিজ্ঞতা। ১৯০৫ সাল থেকে আমাদের যা অভিজ্ঞতা — আর আমাদের যদি কোনো ঐশ্বর্য থেকে থাকে, কোনো কিছুর কল্যাণে যদি রুশ শ্রমিক শ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করার অতি কঠিন ও অতি শ্রদ্ধেয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়ে থাকে, তবে সেটা এইজন্য যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির একটা বিশেষ যোগাযোগের জন্য ২০ শতকের গোড়ায় দুটি মহা বিপ্লব সম্পন্ন করা রুশ জনগণের পক্ষে সম্ভব হয় — আমাদের বিপ্লবগুলোর সে অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে; এ কথা বুঝতে হবে যে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের শ্রেণী-সম্পর্কগত অনুপাতের পরিবর্তনটা হিসাব করেই কেবল আমরা সুস্পষ্টরূপে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এই মুহূর্তে লড়াই চালাবার মতো অবস্থায় আমরা নেই; এটা আমাদের বিবেচনা করতে হবে, নিজেদের বলতে হবে: অবকাশটা যেমনই হোক না কেন, শান্তিটা যত নড়বড়েই হোক, যত সংক্ষিপ্তই হোক, যত কঠোর ও হীনতাসূচক হোক, যুদ্ধের চেয়ে সেটা ভালো, কেননা এতে জনগণ হাঁপ ছাড়ার সুযোগ পাবে, কেননা বুর্জোয়ারা যা করেছে সেটা সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যাবে তাতে, — আর এ বুর্জোয়ারা এখন সুযোগ পাওয়া মাত্রই সর্বত্র, বিশেষ করে জার্মানদের অধিকৃত এলাকায় জার্মানদের রক্ষাধীনে চ্যাঁচাচ্ছে। (করতালি।)

বুর্জোয়ারা চ্যাঁচাচ্ছে এই বলে যে বলশেভিকরা ফৌজটাকে স্খলিত করে ফেলেছে, ফৌজ আর নেই এবং সে জন্য বলশেভিকরাই দোষী, কিন্তু একবার অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক কমরেড, সর্বাগ্রে আমাদের বিপ্লবের বিকাশটা দেখা যাক। এ কথা কি আর আপনাদের অজানা যে আমাদের ফৌজের

ভাঙন ও পলায়ন শুরু হয়েছিল বিপ্লবের অনেক আগেই, ১৯১৬ সালেই, এবং ফৌজ যারা দেখেছে তেমন সকলেই সেটা স্বীকার করতে বাধ্য? আর সেটার প্রতিকারের জন্য কী করেছে বুর্জোয়ারা? এ কথা কি স্পষ্ট নয় যে সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে উদ্ধার লাভের একমাত্র সুযোগ তখন ছিল তাদেরই হাতে, সে সুযোগ দেখা দিয়েছিল মার্চে এপ্রিলে, যখন বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে নিতান্ত অঙ্গুলি হেলনেই সোভিয়েত সংগঠনগুলি স্বহস্তে ক্ষমতা দখল করতে পারত। আর সোভিয়েতগুলি যদি তখন ক্ষমতা দখল করত, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের সহযোগে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা যদি জনগণকে প্রতারণা করতে, গুপ্ত চুক্তি লুকিয়ে রাখতে ও ফৌজকে আক্রমণে পাঠাতে কেরেনস্কিকে সাহায্য করার বদলে তখন সৈন্যের সাহায্যে আসত, তাকে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ জোগাত, সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে পিতৃভূমিকে সাহায্য করতে বাধ্য করত বুর্জোয়াদের, — বেনিয়াদের পিতৃভূমি নয়, লোকধ্বংসে সাহায্যকারী গুপ্ত চুক্তির পিতৃভূমি নয় (করতালি), — মেহনতীদের, শ্রমিকদের পিতৃভূমিকে সাহায্য করতে যদি বুর্জোয়াদের বাধ্য করত সোভিয়েতগুলো, সাহায্য করত বস্ত্রহীন পাদুকাহীন বুভুক্ষু ফৌজকে, কেবল তাহলেই আমরা সম্ভবত দশ মাসের একটা সময় পেতাম যা ফৌজের দম নেবার পক্ষে, সর্ববাদীসম্মত সমর্থন লাভের পক্ষে যথেষ্ট হত, তাতে তারা ফ্রণ্ট থেকে এক পাও পিছু হটত না, গুপ্ত চুক্তি ছিঁড়ে ফেলে সার্বজনীন গণতান্ত্রিক শান্তির প্রস্তাব দিত, কিন্তু ফ্রণ্টেই দাঁড়িয়ে থাকত, এক পাও পিছু হটত না। এই ছিল শান্তির সুযোগ, এ সুযোগ শ্রমিক কৃষকেরা দিয়েছিল, সেটা তারা অনুমোদন করত। এই ছিল পিতৃভূমি রক্ষার রণকৌশল — রমানভ কেরেনস্কি চের্নোভদের পিতৃভূমি নয়, গুপ্ত চুক্তির পিতৃভূমি নয়, বেচনেওয়ালা বুর্জোয়াদের পিতৃভূমি নয়, মেহনতী জনগণের পিতৃভূমি। যুদ্ধ থেকে বিপ্লবে এবং রুশ বিপ্লব থেকে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণটা যে এমন কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেটা ওরাই ঘটিয়েছে। সেই জন্যই যখন আমরা জানি যে আমাদের ফৌজ নেই, যখন আমরা জানি যে সৈন্যবাহিনীকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, এবং ওয়াকিবহাল লোকে এটা না দেখে পারে নি যে ফৌজ ভেঙে দেওয়ার নির্দেশটা আমাদের মাথা থেকে বানানো নয়, একটা স্বতঃস্পষ্ট আবশ্যিকতার, নিতান্তই সৈন্যবাহিনী টিকিয়ে রাখার অসম্ভাবনার পরিণাম,

তখন বিপ্লবী যুদ্ধের মতো প্রস্তাবটা ভারি একটা ফাঁকা বুলির মতো শোনায়। সৈন্যবাহিনী টিকিয়ে রাখা অসম্ভব ছিল। এবং অক্টোবরের আগেই যে অফিসারটি (বলশেভিক নন) বলেছিলেন ফৌজ যুদ্ধ করতে পারে না ও করবে না, সেই অফিসারই দেখা গেল সঠিক। মাসের পর মাস বুর্জোয়ার সঙ্গে দরাদরি ও যুদ্ধ চালাবার প্রয়োজন নিয়ে সমস্ত বক্তৃতাবাজির পরিণাম হয়েছে এই। বহুসংখ্যক বিপ্লবী অথবা অল্পসংখ্যক বিপ্লবীর পক্ষ থেকে যত মহৎ আবেগেই তা উচ্চারিত হোক না কেন, এ সবই হয়ে দাঁড়িয়েছে ফাঁকা বিপ্লবী বুলি, আমাদের রণকৌশলগত অথবা কূটনীতিগত ভুলের পর, ব্রেস্ত চুক্তি স্বাক্ষর না করার পর আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ইতিমধ্যেই যতটা লুট করে নিতে পেরেছে, আরো ততটাই ও ততোধিক লুট করার সুযোগ দেওয়া হয় তাতে। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধীদের যখন আমরা বলেছিলাম: অবকাশটা যদি কিছুটা দীর্ঘ হয়, তাহলে আপনারা বুঝবেন যে ফৌজের আরোগ্য লাভের স্বার্থ, মেহনতী জনগণের স্বার্থই সবার ওপরে, সেই জন্যই শান্তি চুক্তি করতে হবে — তখন তারা জোর দিয়ে বলেছিল যে অবকাশ লাভ সম্ভব নয়।

কিন্তু বিগত সমস্ত বিপ্লব থেকে আমাদের বিপ্লবের তফাৎটা এই যে এ বিপ্লব জনগণের মধ্যে নির্মাণ ও সৃজনের তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলেছে, একেবারে সবচেয়ে পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে জার, জমিদার ও বুর্জোয়াদের দ্বারা লাঞ্ছিত, দমিত ও নির্যাতিত মেহনতী জনগণ উঠে দাঁড়াচ্ছে এবং বিপ্লবের ও পর্বটা সমাপ্ত হচ্ছে কেবল এখনই, যখন গ্রামাঞ্চলের বিপ্লব চলছে, যে বিপ্লবে জীবন গড়ে উঠছে নতুন করে। এবং এই অবকাশ লাভের জন্যই, সে অবকাশ যতই সংক্ষিপ্ত ও স্বল্পই হোক, যে বুর্জোয়া যোদ্ধারা অসি আস্ফালন করে আমাদের যুদ্ধে ডাকছে তাদের স্বার্থের চেয়ে মেহনতী জনগণের স্বার্থকে যদি আমরা উচ্চে স্থান দিই, তাহলে এ চুক্তি স্বাক্ষর করতে আমরা বাধ্য। এইটেই হল বিপ্লবের শিক্ষা। বিপ্লব এই শিক্ষা দেয় যে আমরা যখন কূটনৈতিক ভুল করে বসি, লিবক্লেখত আজই জয়লাভ করবেন এই আশায় যখন আমরা ধরে নিই যে জার্মান শ্রমিকেরা কালই আমাদের সাহায্যে আসবে (আর আমরা জানি যে যবেই হোক লিবক্লেখত জয়লাভ করবেন, শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশে সেটা অনিবার্য) (করতালি), তখন তার অর্থ সুকঠিন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ধ্বনিকে উৎসাহাধিক্যে ফাঁকা বুলিতে পরিণত করা। জার্মানির

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে সাহায্যের জন্য বিরাট আত্মত্যাগে মেহনতীদের একজন প্রতিনিধিও, একজন সৎ শ্রমিকও অস্বীকার করবে না, কারণ ফ্রণ্টে এতদিন ধরে সে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে জার্মান শৃঙ্খলায় জর্জরিত ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল সৈনিকদের তফাৎ করতে শিখেছে। এই জন্যই আমি বলছি যে রুশ বিপ্লব ব্যবহারিকভাবে আমাদের ভুলটা সংশোধন করে দিয়েছে, সংশোধন করেছে অবকাশটা দিয়ে। খুবই সম্ভব, এ অবকাশ খুবই ক্ষণস্থায়ী হবে, কিন্তু সংক্ষিপ্ততম হলেও অবকাশের সুযোগ আমরা পেয়েছি যাতে জর্জরিত, বুভুক্ষু ফৌজের মধ্যে এই চেতনা জাগছে যে তারা জিরিয়ে নেবার সুযোগ পেয়েছে। আমাদের কাছে এ কথা পরিষ্কার যে পুরনো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর্বটা শেষ হয়ে গেছে, নতুন যুদ্ধ সূত্রপাতের নতুন বিভীষিকা আমাদের সামনে, কিন্তু বহু ঐতিহাসিক যুগেই এই রকম যুদ্ধধারার পর্ব দেখা গেছে ও সেগুলো সর্বাধিক তীব্র হয়ে উঠেছে তাদের সমাপ্তির মুখেই। এবং শুধু পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর জনসভাতেই সে কথাটা বোঝা আবশ্যক তাই নয়, এইটে আবশ্যক যাতে সে কথা বোঝে গাঁয়ের বহু কোটি লোক, যাতে যুদ্ধের সর্বকিছু বিভীষিকা সয়ে আসা গ্রামের সবচেয়ে চেতনাপ্রাপ্ত অংশটা ফ্রণ্ট থেকে ফিরে সেটা বোঝাতে সাহায্য করে এবং কৃষক ও শ্রমিকদের বিপুল জনগণ বিপ্লবী ফ্রণ্টের আবশ্যকতায় নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠে ও বলে যে আমরা ঠিকই করেছি।

আমাদের বলা হয় যে আমরা ইউক্রেন ও ফিনল্যাণ্ডের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি — কী লজ্জা! কিন্তু পরিস্থিতিটা এই দাঁড়িয়েছে যে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি ফিনল্যাণ্ড থেকে, যার সঙ্গে পূর্বে, বিপ্লব শুরুর আগে আমাদের একটা মৌন চুক্তি ছিল এবং এখন একটা আনুষ্ঠানিক চুক্তি করা হয়েছে। বলা হয়, আমরা ইউক্রেন ছেড়ে দিচ্ছি, চের্নোভ, কেরেনস্কি ও সেরেতেলি তা ধ্বংস করার জন্য এগুচ্ছে। আমাদের বলা হয় বেইমান তোমরা, ইউক্রেনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ! আমি বলি: কমরেড, বিপ্লবের ইতিহাস আমি এতই যথেষ্ট দেখেছি যে যারা আবেগে আত্মসমর্পণ করে ও বিচারে অক্ষম তাদের বিষ দৃষ্টি ও চিৎকারে আমি মোটেই বিচলিত হই না। একটা সরল দৃষ্টান্ত দেব আপনাদের। কল্পনা করুন দুজন বন্ধু চলেছে রাত্রে, হঠাৎ তাদের আক্রমণ করল দশজন লোক। গুণ্ডারা যদি ওদের একজনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে তাহলে অপরজন কী

করবে? সাহায্যের জন্য এগোতে সে পারে না; যদি সে পালাতে যায়, তাহলে কি সে বেইমান হল?* কিন্তু কল্পনা করুন কথাটা ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে নয়, এমন একটা ক্ষেত্র নিয়ে নয় যেটা সরাসরি আবেগের ব্যাপার, ধরা যাক এক লাখের পাঁচটি সৈন্যবাহিনী ঘেরাও করেছে দুলাখ লোকের এক সৈন্যবাহিনীকে, তার সাহায্যে অন্য বাহিনীটির আসার কথা। কিন্তু এ বাহিনী যদি জানে যে সে নিশ্চিতই ফাঁদে পড়বে তাহলে তাকে পশ্চাদপসরণ করতেই হবে; পশ্চাদপসরণ না করে সে পারে না, এমন কি যদি সে পশ্চাদপসরণকে রক্ষা করতে হয় একটা জঘন্য বিশ্রী শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে — যত খুশি গালি দিন, স্বাক্ষর করাই আবশ্যক। ডুয়েল-যোদ্ধার মনোভাবটা এখানে বিবেচ্য নয়, যে অসি আস্ফালন করে বলে, আমায় মরতেই হবে কেননা হীনতাসূচক শান্তি চুক্তি করতে আমায় বাধ্য করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা সবাই জানি, যাই স্থির করুন না কেন ফৌজ আমাদের নেই, এবং যে ভঙ্গিমাই গ্রহণ করুন তাতে পশ্চাদপসরণ করার আবশ্যিকতা থেকে রেহাই মিলবে না, তাতে ফৌজের দম নেবার মতো সময় পাওয়া যাবে; বাস্তবকে যে দেখতে পারে, বিপ্লবী বুলিতে যে আত্মপ্রতারণা করে না তেমন প্রত্যেকেই এ কথা মানবে। বুলি ও উন্নাসিকতায় যে আত্মপ্রতারণা করে না, তেমন সকলেরই এটা জানার কথা।

এ কথা যদি আমাদের জানা থাকে, তাহলে কঠোর, অতি কঠোর ও জবরদস্তিমূলক হলেও চুক্তিতে সই করা আমাদের কর্তব্য, কেননা তাতে করে আমরা নিজেদের জন্য ও আমাদের সহযোগীদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো পরিস্থিতিরই ব্যবস্থা করব। ৩রা মার্চ শান্তি চুক্তিতে যে আমরা স্বাক্ষর করেছি তাতে কি লোকসান হয়েছে আমাদের? অভিজাত ডুয়েল যোদ্ধার দৃষ্টি থেকে নয়, গণ সম্পর্কের দৃষ্টি থেকে যে ব্যাপারটা দেখতে চায়, সেই বুঝবে যে ফৌজ না থাকলে অথবা ফৌজের একটা অসুস্থ হতাবশিষ্ট থাকলে যুদ্ধে নামা ও তাকে বিপ্লবী যুদ্ধ বলা — এটা আত্মপ্রতারণা, জনগণের প্রতি প্রচণ্ড প্রতারণা। আমাদের কর্তব্য হল জনগণকে সত্য কথাটা বলা: হ্যাঁ, শান্তিটা কঠোরতম, ইউক্রেন ও ফিনল্যান্ড ধ্বংস পাচ্ছে, কিন্তু এ শান্তি চুক্তির পথেই

---

* স্টেনোগ্রাফিক রিপোর্টে স্পষ্টতই ভুল আছে মনে হয়। পড়া উচিত: সাহায্যের জন্য না এগিয়ে সে পারে না; যদি সে পালাতে যায় তাহলে কি সে বেইমান হয়ে দাঁড়াল না? (বর্তমান সঙ্কলনের ১০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। — সম্পাঃ

আমাদের যেতে হবে, সমগ্র সচেতন মেহনতী রাশিয়াই সে পথে যাবে, কেননা অনাবৃত সত্যটা তারা জানে, তারা জানে যুদ্ধটা কী জিনিস, তারা জানে যে অবিলম্বেই জার্মান বিপ্লব জ্বলে উঠবে এই ভরসায় সবকিছু বাজি ধরার অর্থ আত্মপ্রতারণা। শান্তিতে স্বাক্ষর করে আমরা তাই পেয়েছি যা আমাদের কাছ থেকে পেয়েছিল আমাদের ফিন বন্ধুরা: অবকাশ, সাহায্য—ধ্বংস নয়।

জাতির ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আমি জানি যখন অনেক বেশি জবরদস্তিমূলক শান্তিতে স্বাক্ষর দেওয়া হয়েছে, সে শান্তিতে প্রাণবান জাতিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে বিজয়ীর কৃপাতলে। আমাদের এই শান্তি চুক্তির সঙ্গে টিলসিট সন্ধির তুলনা করা যাক। প্রাশিয়া ও জার্মানির ওপর টিলসিট শান্তি চাপিয়ে দিয়েছিল বিজয়ী। সে সন্ধি এতই কঠোর যে সবকটি জার্মান রাষ্ট্রের সবকটি রাজধানীই শুধু অধিকৃত হয় নি, প্রুশীয়দের শুধু টিলসিট পর্যন্তই তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নি — আমাদের ওম্‌স্ক্‌ বা তম্‌স্ক্‌ পর্যন্ত পিছতে হলে যা দাঁড়াত। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার এই যে নেপোলিয়ন নিজের যুদ্ধের জন্য সহায়ক সৈন্য প্রেরণে বিজিত জাতিকে বাধ্য করেছিল, কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ঘটনাচক্র যখন এমন হয়ে দাঁড়াল যে জার্মান জাতিকে বিজয়ীর আক্রমণ সইতে হল, যখন ফ্রান্সের বিপ্লবী যুদ্ধের যুগ পরিবর্তিত হল সাম্রাজ্যবাদী দিগ্বিজয়ী যুদ্ধের যুগে, তখন সেইটেই পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল যা বুলিমত্ত লোকেরা বুঝতে চাইছে না, সন্ধি স্বাক্ষরকে তারা পতন বলে বর্ণনা করছে। অভিজাত ডুয়েল যোদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ মনোভাব বোধগম্য, কিন্তু শ্রমিক কৃষকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়। শেষোক্তরা যুদ্ধের কঠোর বিদ্যালয় থেকে এসেছে, বিবেচনা করতে শিখেছে। অনেক কঠোর পরীক্ষাও সামনে এসেছে এবং অনেক পশ্চাৎপদ জাতিও তা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে। অনেক কঠোর সন্ধিচুক্তিও হয়েছে, জার্মানরা তেমন চুক্তি করেছে এমন যুগে যখন তাদের ফৌজ ছিল না, অথবা আমাদের ফৌজের মতোই তাদের ফৌজ ছিল অসুস্থ। কঠোরতম সন্ধি তারা করে নেপোলিয়নের সঙ্গে। কিন্তু সে সন্ধিটা জার্মানির পতন নয় বরং তার মোড় পরিবর্তন, জাতীয় আত্মরক্ষা, তার উত্থান। তেমনি একটা মোড় পরিবর্তনের মুখেই আমরা এসে দাঁড়িয়েছি এবং একই রকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। সত্যটা মুখোমুখি দেখা দরকার, বুলি ও বাগাড়ম্বর

ঝেড়ে ফেলা দরকার। এ কথা বলতে হবে যে দরকার থাকলে শান্তি চুক্তি করাই আবশ্যক। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের বদলে আসবে মুক্তি যুদ্ধ, শ্রেণী যুদ্ধ, জন যুদ্ধ। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধধারা বদলে যাবে, শান্তির বদলে আসবে যুদ্ধ, যুদ্ধের বদলে শান্তি এবং প্রতিটি কঠোরতম শান্তি থেকে সর্বদাই দেখা দিয়েছে ব্যাপকতর যুদ্ধ প্রস্তুতি। শান্তি চুক্তির মধ্যে সবচেয়ে কঠোর যে সন্ধি, সেই টিলসিট সন্ধি ইতিহাসে স্থান পেয়েছে সেই পর্বের দিকে একটা মোড় পরিবর্তন বলে, জার্মান জনগণ যখন ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে, যখন তারা পিছিয়ে যায় টিলসিট পর্যন্ত, রাশিয়া পর্যন্ত, অথচ আসলে সময় জোটায়, আন্তর্জাতিক যে পরিস্থিতি আজকের হয়েনৎসলার্ন, হিন্ডেনবুর্গের মতোই সমান লুঠেরা নেপোলিয়নের জয়জয়কারের সুযোগ দিয়েছিল সে পরিস্থিতি যতদিন না বদলাচ্ছে, দশকাধিকব্যাপী নেপোলিয়নীয় যুদ্ধধারা ও পরাজয়ে জর্জরিত জার্মান জনগণের চেতনা যতদিন না সুস্থ হয়ে উঠছে, নতুন জীবনে ফের যতদিন না সে পুনরুত্থিত হচ্ছে ততদিন ধৈর্য ধরে ছিল। এই কথাই আমাদের শেখায় ইতিহাস, এই জন্যই সবকিছু হতাশা ও বুলিই অপরাধ, এই জন্যই প্রত্যেকেই বলবে: হ্যাঁ, পুরনো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধধারা শেষ হচ্ছে। ঐতিহাসিক মোড় পরিবর্তন শুরু হয়েছে।

অক্টোবর থেকে আমাদের বিপ্লবে অবিরাম জয়জয়কার চলেছিল আর এখন শুরু হয়েছে দীর্ঘ দুঃসময়, কত দীর্ঘ তা আমরা জানি না, কিন্তু জানি যে এটা পরাজয় ও পশ্চাদপসরণের দীর্ঘ ও দুরূহ পর্ব, কারণ শক্তির পরস্পর অনুপাতটা এই রকমই, কারণ পশ্চাদপসরণ করে আমরা জনগণকে বিশ্রাম দেব। এই সুযোগ দেব যাতে প্রতিটি শ্রমিক ও কৃষক এই সত্যটা বোঝে, এইটে বোঝার সুযোগ পায় যে নিপীড়িত জাতিদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রকদের নতুন যুদ্ধধারা শুরু হচ্ছে, শ্রমিক ও কৃষকেরা তখন বুঝবে যে আমাদের পিতৃভূমি রক্ষায় উঠে দাঁড়াতে হবে, কেননা অক্টোবর থেকে আমরা প্রতিরক্ষাবাদী। ২৫শে অক্টোবর থেকে আমরা খোলাখুলিই বলেছি যে আমরা পিতৃভূমি রক্ষার পক্ষে, কেননা পিতৃভূমি আমাদের আছে, সে পিতৃভূমি থেকে কেরেনস্কি ও চের্নোভদের আমরা বিদূরিত করেছি, কেননা আমরা গুপ্ত চুক্তিগুলো বিলুপ্ত করেছি, বুর্জোয়াদের আমরা দমন করেছি, এখনো তেমন ভালো করে নয়, তবে ভালো করে দমন করাটা আমরা শিখে নেব।

কমরেড, জার্মান বিজয়ীদের কাছে প্রচণ্ড রকম পরাজিত রুশ জনগণের অবস্থা আর জার্মান জনগণের অবস্থায় আরো গুরুতর একটি পার্থক্য আছে, প্রচণ্ড পার্থক্য, সেটা উল্লেখ করা দরকার যদিও আমার বক্তৃতায় আগেই সে সম্পর্কে সংক্ষেপে বলেছি। কমরেড, শতাধিক বছর আগে জার্মান জনগণ যখন একটা কঠোরতম রাজ্যগ্রাসী-যুদ্ধের পর্বে পতিত হয়, যে পর্বে তাকে পিছু হটতে হয় ও জার্মান জনগণের নিদ্রা ভঙ্গের আগে একটার পর একটা লজ্জাকর সন্ধিতে সই দিতে হয়, তখন ব্যাপারটা ছিল এই যে জার্মান জনগণ ছিল নিতান্ত দুর্বল ও পশ্চাৎপদ — নিতান্ত এইটুকু। তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় শুধু দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের শক্তি ও পরাক্রমই নয়, তার বিরুদ্ধে ছিল এমন একটা দেশ যা বিপ্লব ও রাজনীতির দিক থেকে তার চেয়ে উঁচুতে, সব দিক থেকেই জার্মানির চেয়ে উঁচুতে, অন্য সমস্ত দেশের চেয়েই অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছিল, তার কথাই ছিল শেষ কথা। সাম্রাজ্যবাদী ও জমিদারদের অধীনতায় যে জনগণ দিনগত পাপক্ষয় করে চলছিল তাদের চেয়ে ও দেশটা ছিল অপরিসীম উঁচুতে। যে জনগণ ছিল, ফের বলি, নিতান্ত দুর্বল ও পশ্চাৎপদ তারা নির্মম শিক্ষা থেকে পাঠ নিয়ে উঠে দাঁড়াতে পেরেছিল। আমাদের দশা তাদের চেয়ে ভালো: আমরা শুধু দুর্বল ও শুধু পশ্চাৎপদ একটা জাতি নই, আমরা সেই জাতি যারা কোনো বিশেষ গুণ ও ঐতিহাসিক নির্বন্ধের জন্য নয়, ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রের একটা বিশেষ গ্রন্থনের ফলে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঝাণ্ডা তুলে ধরার সম্মান পেয়েছে। (করতালি।)

আমি ভালোই জানি কমরেড, একাধিকবার সোজাসুজি সে কথা বলেছি যে এ ঝাণ্ডাটা রয়েছে দুর্বল হাতে, সমস্ত অগ্রণী দেশের শ্রমিকেরা সাহায্যে না এলে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ দেশের শ্রমিকেরা সে ঝাণ্ডা ধরে রাখতে পারবে না। যে সব সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর আমরা সাধন করেছি তা বহুলাংশেই অসম্পূর্ণ, দুর্বল ও অপ্রতুল: পশ্চিম ইউরোপীয় অগ্রণী শ্রমিকদের কাছে তা একটা নিদর্শন হয়ে থাকবে; তারা বলবে: 'যে কাজটা শুরু করা দরকার ছিল রুশরা সেটা ঠিক তেমন করে শুরু করে নি,' কিন্তু বড়ো কথা এই যে আমাদের জনগণ জার্মান জনগণের তুলনায় শুধু দুর্বল ও শুধু পশ্চাৎপদ তাই নয়, তারা এমন জনগণ যারা বিপ্লবের ঝাণ্ডা তুলে ধরেছে। যে কোনো দেশের বুর্জোয়াই হোক না কেন, তারা যদি তাদের সমস্ত প্রকাশনের সমস্ত স্তম্ভ

পূর্ণ করে তোলে বলশেভিকদের কুৎসায়, এই দিক থেকে যদি ফ্রান্স, ইংলন্ড, জার্মানি ইত্যাদির সাম্রাজ্যবাদীদের সংবাদপত্রের কণ্ঠ মিলে যায় বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে, তাহলেও এমন একটা দেশও নেই, যেখানে শ্রমিকদের সভা থেকে আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাজের নাম ও ধ্বনিতে উষ্মার বিস্ফোরণ ঘটছে। (কণ্ঠস্বর: 'মিথ্যা কথা।') না, মিথ্যা নয়, সত্য কথাই, এবং সাম্প্রতিক মাসগুলিতে যে জার্মানিতে, অস্ট্রিয়াতে, সুইজারল্যান্ডে, আমেরিকায় গিয়েছে সেই আপনাদের বলবে, এটা মিথ্যা নয়, সত্য, রাশিয়ার সোভিয়েত রাজের প্রতিনিধিদের নাম ও ধ্বনিতে শ্রমিকদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা দেখা দেয়, জার্মানি, ফ্রান্স ইত্যাদির বুর্জোয়াদের সবকিছু মিথ্যা সত্ত্বেও শ্রমিক জনগণ বুঝেছে যে আমরা যতই দুর্বল হই, এইখানেই, এই রাশিয়াতেই তাদেরই কর্মযজ্ঞ সাধিত হচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের জনগণকে প্রচণ্ড একটা বোঝা বইতে হবে, সেটা সে নিজেই ঘাড় পেতে নিয়েছে, কিন্তু যে জনগণ সোভিয়েত রাজ গঠন করতে পেরেছে তার ধ্বংস হতে পারে না। এবং আমি ফের বলি: একজন সচেতন সমাজতন্ত্রী, বিপ্লবের ইতিহাস নিয়ে ভাবিত একজন শ্রমিকও এ কথায় আপত্তি করতে পারেন না যে সোভিয়েত রাজের সবকিছু ত্রুটি সত্ত্বেও — যা আমি ভালোই জানি এবং যাতে খুবই গুরুত্ব দিই — সোভিয়েত রাজই হল রাষ্ট্রের উচ্চতম রূপ, প্যারিস কমিউনের সরাসরি অনুবর্তন। অন্যান্য ইউরোপীয় বিপ্লবের চেয়ে সে একধাপ এগিয়ে গিয়েছে এবং সেই জন্যই একশ বছর আগে জার্মান জনগণ যে অবস্থায় ছিল, তত কঠিন অবস্থায় আমরা নেই; এই দিক থেকে লুঠেরাদের মধ্যে শক্তি অনুপাতের বদল ও সংঘর্ষের সদ্ব্যবহার, লুঠেরা নেপোলিয়ন, লুঠেরা প্রথম আলেক্সান্দর, লুঠেরা ইংরেজ রাজতন্ত্রের তোয়াজ — শুধু এই ছিল তখন ভূমিদাসপ্রথায় উৎপীড়িতদের একমাত্র চান্স, অথচ তা সত্ত্বেও জার্মান জনগণ টিলসিট শান্তির ফলে ধ্বংস পায় নি। কিন্তু আমরা — আমি ফের বলছি — আমরা রয়েছি উন্নততর পরিস্থিতিতে, কেননা সমস্ত পশ্চিম ইউরোপীয় দেশেই আমাদের আছে প্রবলতম সহযোগী — আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েত, আমাদের বিরোধীরা যতই বলুক, তারা আমাদেরই পক্ষে। (করতালি।) হ্যাঁ, এ সহযোগীর পক্ষে কণ্ঠ তোলা সহজ নয়, যেমন সেটা ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত আমাদের পক্ষেও সহজ ছিল না। সে সহযোগী আত্মগোপন করে থাকছে সামরিক কয়েদখাটুনির কারাপরিস্থিতিতে, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশেই আজ ওই কারাগারে

পরিণত হয়েছে, কিন্তু সে সহযোগী আমাদের জানে, আমাদের আদর্শ বোঝে; আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা তার পক্ষে কঠিন, সে জন্য সে মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকার জন্য সোভিয়েত সৈন্যদের দরকার অনেক সময়, অনেক ধৈর্য ও কঠিন সব পরীক্ষা, কাল হরণের জন্য সামান্যতম সুযোগও আমাদের কাজে লাগাতে হবে, কেননা কাল আমাদের পক্ষে। আমাদের কর্মযজ্ঞই সংহত হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদের শক্তি দুর্বল হচ্ছে এবং 'টিলসিট সন্ধির' ফলে যে পরীক্ষা ও পরাজয়ই আমাদের সইতে হোক না কেন, আমরা পশ্চাদপসরণের রণকৌশল শুরু করব। আরো একবার বলি: কোনো সন্দেহই নেই যে সচেতন প্রলেতারিয়েত ও সচেতন কৃষক উভয়েই আমাদের পক্ষে, আমরা শুধু বীরের মতো আক্রমণ করতেই পারব তাই নয়, বীরত্ব সহকারে পশ্চাদপসরণ করতেও পারব, সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকব যখন আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েত আমাদের সাহায্যে আসবে, এবং যে দ্বিতীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করব সেটা হবে একেবারে বিশ্বায়তনে। (করতালি।)

'প্রাভদা' ('সৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ')
৪৭ ও ৪৮ নং
১৬ই ও ১৭ই (৩রা ও ৪র্থ)
মার্চ, ১৯১৮

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৬শ খণ্ড, পৃঃ ৯২—১১১

শান্তি চুক্তি অনুমোদনের রিপোর্ট প্রসঙ্গে সমাপ্তি ভাষণ ১৫ই মার্চ

কমরেড, প্রস্তাবিত বিপ্লবী যুদ্ধের চরিত্র প্রসঙ্গে আমার প্রথম বক্তৃতায় আমি যা বলেছিলাম, তার সমর্থন খুঁজতে হলে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রতিনিধি (৪৮) যে ভাষণ দিয়েছেন, সেইটাই হবে তার সবচেয়ে ভালো ও সুস্পষ্ট সমর্থন এবং আমার ধারণা সবচেয়ে উপযোগী হবে যদি তার স্টেনোগ্রাফ রিপোর্ট থেকে পড়ে শোনাই, তা থেকে দেখা যাবে নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে কী যুক্তি তাঁরা দিচ্ছেন। (স্টেনোগ্রাফিক রিপোর্ট থেকে পড়ে শোনান।)

কী যুক্তির ওপর ওঁরা দাঁড়াচ্ছেন এই হল তার নিদর্শন। এ সভায় ভলোস্ত জমায়েতের (৪৯) কথা উঠেছিল। এ সভাটাকে যাঁদের ভলোস্ত জমায়েত বলে মনে হয় তাঁরা অমন যুক্তির আশ্রয় নিতে পারেন, কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এ ক্ষেত্রে লোকে আমাদের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করছেন অথচ তা ভেবে দেখতে অক্ষম। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা যখন দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গেই ছিলেন তখন বলশেভিকরা তাঁদের যা শিখিয়েছিল সেইটারই পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে এবং যখন তাঁরা কথা বলছেন তখন বেশ বোঝা যায় যে, আমরা যা বলেছিলাম সেটা তাঁরা মুখস্থ করে রেখেছেন, কিন্তু তার পেছনে যুক্তি কী ছিল সেটা তাঁরা বোঝেন নি, এখন সেইটার পুনরুক্তি করছেন। সেরেতেলি ও চের্নোভ ছিলেন প্রতিরক্ষাবাদী, আর এখন আমরাই প্রতিরক্ষাবাদী, আমরাই 'বেইমান', আমরাই 'বিশ্বাসঘাতক'। বুর্জোয়ার সাকরেদরা এখানে বলছেন ভলোস্ত জমায়েতের কথা — বলবার সময় ঢঙও করছেন — কিন্তু যে প্রতিরক্ষাবাদ চালিয়েছিলেন সেরেতেলি ও চের্নোভ, তার লক্ষ্য কী ছিল আর

কোন বিবেচনায় আমাদের প্রতিরক্ষাবাদী হতে হচ্ছে তা প্রতিটি শ্রমিকই চমৎকার বোঝে।

যে রুশী পুঁজিপতিরা দার্দানেলিস, আর্মেনিয়া ও গালিসিয়া লাভ করতে চেয়েছিল, যা লেখা ছিল গুপ্ত চুক্তিতে, সে পুঁজিপতিদের যদি আমরা সমর্থন করি তাহলে এটা হবে চের্নোভ ও সেরেতেলি মার্কা প্রতিরক্ষাবাদ, সে প্রতিরক্ষাবাদ তখন ছিল লজ্জাকর, কিন্তু আমাদের এখনকার প্রতিরক্ষাবাদ শ্রদ্ধেয়। (করতালি।)

এবং যখন এই ধরনের যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কাম্‌কভের বক্তৃতার স্টেনোগ্রাফিক রিপোর্টে এই কথার পুনরুক্তি দেখি যে বলশেভিকরা হল জার্মান সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার (দক্ষিণ দিক থেকে করতালি), খুবই কড়া কথা, তখন দেখে আনন্দ হচ্ছে যে যারা কেরেনস্কির রাজনীতি অনুসরণ করেছিল তারা এটায় জোর দিচ্ছে করতালি দিয়ে। (করতালি।) আর নিশ্চয়ই কমরেড, কড়া কথায় আমার আপত্তি করা সাজে না। কখনোই তাতে আপত্তি করব না। তবে কড়া কথা বলতে হলে তার অধিকার থাকা চাই আর সে অধিকার মেলে কথার সঙ্গে কাজের অসঙ্গতি না থাকলে। এই ছোট্ট সর্তটুকুতে অনেক বুদ্ধিজীবীই মূল্য আরোপ করেন না, কিন্তু শ্রমিক কৃষকেরা তাদের ভলোস্ত জমায়েতেও — ভারি তুচ্ছ ব্যাপার তো, ভলোস্ত জমায়েত—সেই ভলোস্ত জমায়েত ও সোভিয়েত সংগঠন উভয় ক্ষেত্রেই সেটা ধরতে পেরেছে আর শ্রমিক কৃষকদের কথা ও কাজের মধ্যে অসঙ্গতি থাকে না। কিন্তু আমরা তো ভালোই জানি যে এঁরা এই বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা দক্ষিণপন্থীদের পার্টির মধ্যেই ছিলেন অক্টোবর পর্যন্ত, যখন তাঁরা লাভের বখরায় ভাগ নিচ্ছিলেন, যখন তাঁরা তাঁবেদারি করেছেন, কেননা সমস্ত গুপ্ত চুক্তির ব্যাপারে চুপ করে থাকার জন্য তাঁদের মন্ত্রিপদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। (করতালি।) কিন্তু যে লোকেরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল কার্যক্ষেত্রে, চুক্তিগুলো ছিঁড়ে ফেলেছিল, তজ্জনিত ঝুঁকি নিয়েছিল, ব্রেস্তের আলাপ আলোচনা প্রলম্বিত করার পথে গিয়েছিল এই কথা জেনে যে তাতে দেশ ধ্বংস পাবে, যারা সামরিক আক্রমণ সহ্য করেছে, একগুচ্ছ অভূতপূর্ব পরাজয় সহ্য করেছে এবং জনগণের কাছ থেকে কিছুই বিন্দুমাত্র লুকোয় নি, তাদের কোনোক্রমেই সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার বলা যায় না।

মার্তভ এখানে বলেছেন যে তিনি চুক্তিটা পড়েন নি। কারো ইচ্ছে হলে

তাঁকে বিশ্বাস করতে পারেন। আমরা জানি যে এই লোকেরা প্রচুর খবরের কাগজ পড়তে অভ্যস্ত, কিন্তু চুক্তিটা পড়েন নি। (করতালি।) যার ইচ্ছে বিশ্বাস করুন। কিন্তু আমি আপনাদের বলব যে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির যখন এ কথা ভালোই জানা আছে যে আমরা জবরদস্তির কাছেই হটছি, সে জবরদস্তি তো আমরা পুরোপুরিই উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছি, সেটা আমরা করছি সচেতনভাবে, খোলাখুলি এই কথা বলে যে এই মুহূর্তে আমরা লড়তে অক্ষম, নতিস্বীকার করছি, এ রকম বহু অতি লজ্জাকর চুক্তি ও বহু যুদ্ধের কথা ইতিহাসে জানা আছে — তখন এর উত্তরে যদি 'তাঁবেদার' কথাটা প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এ কড়া কথায় তাঁরাই উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েন, যখন তাঁরা জোর দিয়ে বলেন যে তাঁরা যা করছেন তার দায়িত্ব তাঁরা নিচ্ছেন না; সেটা কি ভণ্ডামি নয় যখন লোকে দায়িত্ব অস্বীকার করছেন অথচ সরকারেই থেকে যাচ্ছেন? আমি জোর দিয়েই বলছি, তাঁরা যে বলছেন দায়িত্ব নিচ্ছেন না তাতে দায়িত্ব অস্বীকৃত হয় না এবং অযথাই তাঁরা ভাবছেন এটা ভলোস্ত জমায়েত। না, মেহনতী জনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সৎ যা কিছু আছে তা এইখানেই। (করতালি।) এটা আপনাদের বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট নয়, যেখানে এক বছরে কি দুবছরে একবার লোক নির্বাচন করা হয় আসন গ্রহণ ও বেতন লাভের জন্য। এ সভার লোকেরা সেই লোক যাঁরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রেরিত হয়েছেন ও কালই সেই সব অঞ্চলে ফিরে যাবেন, কাল তাঁরা বলবেন: বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির ভোট যদি কমে থাকে, তবে সেটা যথাযোগ্যই হয়েছে, কেননা এই যে পার্টিটা অমনভাবে চলছে তা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যে সাবানের বুদ্বুদ বলে প্রমাণিত হয়েছে, কৃষকদের মধ্যেও তাই। (করতালি, কণ্ঠস্বর: 'ঠিক কথা।')

এরপর কামকভের বক্তৃতা থেকে আপনাদের আরো একটা অংশ পড়ে শোনাব, যাতে মেহনতী ও শোষিত জনগণের প্রতিটি প্রতিনিধিই সে সম্পর্কে কী মনোভাব নেবেন তা দেখা যাবে। 'কমরেড লেনিন যখন কাল এখানে জোর দিয়ে বলেন যে কমরেড সেরেতেলি ও চের্নোভ প্রভৃতিরা সৈন্যবাহিনীতে ভাঙন ঘটান, তখন কি আমাদের এ কথা বলার সাহস হবে না যে লেনিন সমেত আমরাও সৈন্যবাহিনীতে ভাঙন ঘটিয়েছি।' এ একেবারে মারলাম তীর, লাগল কলাগাছে। (করতালি।) উনি শুনেছেন যে আমরা ছিলাম পরাজয়কামী, আর সে কথা তিনি স্মরণ করছেন এমন সময় যখন আমরা আর পরাজয়কামী

নই। স্মরণটা করেছেন যথা সময়ে নয়। কথাটা মুখস্থ করেছেন, একটা বিপ্লবী ঝুমঝুমি আছে ঠিকই, তবে ব্যাপার কী তা ভাবতে জানেন না। (করতালি।) আমি জোর দিয়ে বলছি, সোভিয়েত রাজ যাতে সংহত হয়েছে সেই ভলোস্ত জমায়েতগুলোর হাজারটার মধ্যে নয় শতাধিকেই লোকে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টিকে বলবে যে ও পার্টি কোনো রকমেই আস্থাভাজন নয়। তারা বলবে, ভেবে দেখুন একবার: আমরা কিনা সৈন্যবাহিনীতে ভাঙন ঘটিয়েছি আর সেটা এখন আমাদের মনে করতে হবে। কিন্তু সৈন্যবাহিনীতে ভাঙন ঘটালাম কী করে? আমরা পরাজয়কামী ছিলাম জারের আমলে, সেরেতেলি ও চের্নোভের আমলে ছিলাম না। 'প্রাভদায়' আমরা ফৌজের প্রতি ক্রিলেঙ্কোর ঘোষণা ছাপিয়েছিলাম: 'কেন আমি পেত্রগ্রাদে যাচ্ছি'। তখনো তিনি দমন নীতির কবলে। তিনি বলেছিলেন: 'আপনাদের আমরা হাঙ্গামা করতে ডাকছি না।' একে সৈন্যবাহিনীতে ভাঙন ঘটানো বলে না। সৈন্যবাহিনীকে স্খলিত করে দেন তাঁরাই যাঁরা এ যুদ্ধকে আখ্যা দিয়েছিলেন মহান।

সৈন্যবাহিনীকে ভেঙেছেন সেরেতেলি ও চের্নোভ, কেননা জনগণকে তাঁরা চমৎকার চমৎকার কথা শুনিয়েছিলেন, নানা রকমের বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সেরকম বাণী বিতরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কথার তো ওজন নেই, কিন্তু ভলোস্ত জমায়েতে রুশ জনগণ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল ভাবতে, গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে। তাকে বলা হয়েছিল, আমরা শান্তির জন্য চেষ্টিত, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সর্তগুলো আমরা আলোচনা করছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি: কিন্তু গুপ্ত চুক্তিগুলো কেন, জুন আক্রমণটা কেন? সৈন্যবাহিনীকে স্খলিত করে দিয়েছে এইটেই। সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সংগ্রামের কথা, পিতৃভূমি রক্ষার কথা তাকে বলা হয়েছিল আর সে মনে মনে ভেবেছে: কিন্তু পুঁজিপতিদের ঘাড় চেপে ধরেছে কি কোথাও, — এইটেই স্খলিত করে তুলেছে সৈন্যবাহিনীকে, এই জন্যই আমি বলেছিলাম এবং কেউ তা খণ্ডন করে নি যে ফৌজকে বাঁচানো যেত যদি আমরা ক্ষমতা নিতাম মার্চ ও এপ্রিল মাসে, আর শোষকদের দমন করেছি বলে তারা যে ক্ষিপ্ত ঘৃণা পোষণ করে আমাদের প্রতি — সঙ্গতভাবেই আমাদের ঘৃণা করে তারা, — যদি এ ঘৃণার বদলে তারা কেরেনস্কির পিতৃভূমি, রিয়াবুশিনস্কির গুপ্ত চুক্তি এবং আর্মেনিয়া, গালিসিয়া, দার্দানেলিস প্রসঙ্গে অভিসন্ধির যে স্বার্থ তার ওপরে

স্থান দিত মেহনতী ও শোষিতদের পিতৃভূমির স্বার্থ — এই ছিল উদ্ধার লাভের উপায়, এবং এই দিক থেকে মহান রুশ বিপ্লব থেকে শুরু করে, বিশেষ করে মার্চ থেকে যখন সমস্ত দেশের জনগণের প্রতি আধ-খেঁচড়া একটা আবেদন পেশ করা হয়, তখন থেকে যে সরকার সমস্ত দেশের ব্যাংকারদের উচ্ছেদ করার ঘোষণা প্রকাশ করেছে অথচ নিজেই ব্যাংকারদের সঙ্গে আয় ও মুনাফার বখরা নিয়েছে — তারাই ফৌজকে স্খলিত করে তোলে এবং সেই জন্যই ফৌজ খাড়া থাকতে পারে নি। (করতালি।)

এবং আমি জোর দিয়ে বলছি যে আমরা ক্রিলেঙ্কোর ওই ঘোষণা থেকে শুরু করে — সেই ঘোষণাই প্রথম ঘোষণা নয়, আমার বিশেষ করে মনে আছে বলেই এটার উল্লেখ করছি — সেই সময় থেকে ফৌজকে আমরা স্খলিত করে তুলি নি, বরং বলেছি: ফ্রন্ট আটকে রাখো, যত তাড়াতাড়ি ক্ষমতা দখল করবে, তাতে আটকে রাখা তত সহজ হবে, তাই এখন এই কথা বলা যে আমরা গৃহযুদ্ধের বিরোধী, অভ্যুত্থানের পক্ষপাতী — এ কথা কী অযোগ্য ও কী লজ্জাকর প্রগল্‌ভতা। এ কথা যখন গ্রামাঞ্চলে পেঁছবে এবং যে সৈন্যরা যুদ্ধ দেখেছে বুদ্ধিজীবীদের ধরনে নয় এবং যারা জানে যে পিচবোর্ডের তরোয়াল হাঁকানোটা সহজ, সেই সৈন্যরা যখন সেখানে বলবে যে পাদুকাহীন, বস্ত্রহীন, ক্লেশ-জর্জরিত অবস্থায় সংকট মুহূর্তে তাদের সাহায্য করা হয়েছে কেবল আক্রমণে ঠেলে দিয়ে — তখন তাদের এবার শোনানো হবে যে সৈন্য নেই তো কী হয়েছে, অভ্যুত্থান ঘটবে। উচ্চতম মাত্রার টেকনিকাল সরঞ্জামে সুসজ্জিত নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লোককে ঠেলে পাঠানো অপরাধ — সমাজতন্ত্রী হিসাবে এটা আমরা শিখেছি। যুদ্ধ অনেক কিছুই আমাদের শিখিয়েছে, শুধু এইটে নয় যে লোকের কষ্ট হয়েছে, এইটেও শিখিয়েছে যে চমৎকার টেকনিকাল সরঞ্জাম, সংগঠনশীলতা, শৃঙ্খলা ও শ্রেষ্ঠ যন্ত্রাদি যার আছে সেই জিতবে; যুদ্ধ এইটে শিখিয়েছে, এবং ভালোই হয়েছে যে শিখিয়েছে। এই শিক্ষা প্রয়োজন যে বিনা যন্ত্রে, বিনা শৃঙ্খলায় আধুনিক সমাজে বাস করা চলে না, হয় উচ্চতম টেকনিক আয়ত্ত করতে হবে নয় দলিত হতে হবে। চূড়ান্ত দুর্ভোগের বছরগুলিতে কৃষক শিখেছে যুদ্ধ জিনিসটা কী। আর বক্তৃতা মারার জন্য কেউ যদি ভলোস্ত জমায়েতে যায়, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টি যদি সেখানে যায়, তাহলে সে পার্টি তার উপযুক্ত শাস্তিই পাবে। (করতালি।)

আরেকটা নিদর্শন, কামকভের বক্তৃতা থেকে আরেকটা উদ্ধৃতি। (পড়ে শোনান।)

প্রশ্ন উত্থাপন করা মাঝেমাঝে আশ্চর্য সহজ হয়ে দাঁড়ায়; তবে কিনা এমন ধারা প্রশ্ন নিয়ে একটি প্রবাদ আছে — প্রবাদটা অশোভন ও রূঢ়, তবে তার কথাগুলো তো আর বদলানো যায় না, — সেই প্রবাদটাই বলি: এক হাঁদায় যত প্রশ্ন করতে পারে দশজন জ্ঞানীতেও তার জবাব দিতে পারে না। (করতালি, কোলাহল।)

কমরেড, এই যে উদ্ধৃতিটা পড়ে শোনালাম তাতে আমায় এই প্রশ্নের জবাব দিতে বলা হয়েছে: অবকাশটা হবে এক সপ্তাহ, দুসপ্তাহ নাকি বেশি? আমি নিশ্চয় করেই বলছি, যে-কোনো ভলোস্ত জমায়েতে ও যে-কোনো কারখানায় কেউ যদি গুরুত্বধারী কোনো পার্টির পক্ষ থেকে জনগণের কাছে এই ধরনের প্রশ্ন হাজির করে, তবে তাকে ঠাট্টা করে ভাগিয়ে দেবে, কেননা যে-কোনো ভলোস্ত জমায়েতের লোকেই জানে যে যা জানা সম্ভব নয় তা জিজ্ঞাসা করতে নেই। যে-কোনো শ্রমিক ও কৃষকই তা বুঝবে। (করতালি।) যদি আপনি অবশ্য অবশ্যই উত্তর পেতে চান তাহলে বলি, খবরের কাগজে লেখে এবং মিটিঙে বক্তৃতা দেয় এমন যে-কোনো বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিই বলবে মেয়াদটা কিসের উপর নির্ভর করছে: কবে জাপান আক্রমণ করবে এবং কীরূপ সৈন্যবল নিয়ে এবং কী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে তার ওপর; ফিনল্যান্ডে ও ইউক্রেনে জার্মানরা কী পরিমাণ জড়িয়ে থাকবে তার ওপর; সমস্ত ফ্রণ্টে আক্রমণাভিযান কবে শুরু হবে তার ওপর; কীভাবে তা পাকিয়ে উঠবে তার ওপর; অস্ট্রিয়া ও জার্মানিতে আভ্যন্তরীণ সংঘাত ভবিষ্যতে কী গতি নেবে তার ওপর এবং আরো অন্যান্য বহু কারণের ওপর। (করতালি।)

সেই জন্যই গুরুত্বপূর্ণ এক সভায় বিজয় গর্বে যখন এই ধরনের প্রশ্ন দেওয়া হয়: জবাব দিন কত দিনের অবকাশ, — তখন আমি বলি তেমন লোকেদের শ্রমিক কৃষক সভা থেকে তারা তাড়িয়ে দেবে যারা বোঝে যে যন্ত্রণাকর তিন বছরের যুদ্ধের পর অবকাশের প্রতিটি সপ্তাহই হল মহা আশীর্বাদ। (করতালি।) এবং আমি জোর দিয়েই বলছি, এখানে আমাদের এখন যত গালই দেওয়া হোক না কেন — দক্ষিণপন্থী, প্রায় দক্ষিণ, নিকট-দক্ষিণ, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, কাদেত, মেনশেভিকদের পক্ষ

থেকে আমাদের ওপর বর্ষিত সমস্ত গালিগালাজ যদি একত্র করে কাল ছাপানো হয় ও তার ওজন যদি দাঁড়ায় শত শত পুদ, তাহলেও আমাদের মধ্যেকার, বলশেভিক গ্রুপের মধ্যেকার দশের নয় ভাগ প্রতিনিধি যা বলেছেন তার তুলনায় ওটা আমার কাছে পালকের সমান; তাঁরা বলেছেন: যুদ্ধ কী তা আমরা জানি এবং দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমানে আমরা যে এই ছোট্ট অবকাশটা পেয়েছি সেটা আমাদের অসুস্থ ফৌজের আরোগ্যলাভের দিক থেকে একটা লাভ। এবং প্রতিটি কৃষক সভায় দশের নয় ভাগ কৃষকই তাই বলবে যা ব্যাপারটায় ওয়াকিবহাল প্রত্যেকটি লোকেই জানে: এবং আমরা কোনো রকম সাহায্য করতে পারব এমন ব্যবহারিক একটি প্রস্তাবও আমরা প্রত্যাখ্যান করি নি ও করছি না।

বিপ্লবী বুলি ও 'জনমতের' বিরুদ্ধগামী এই নীতির কল্যাণে আমরা বারো দিনের জন্য হলেও জিরিয়ে নেবার একটা সুযোগ পেয়েছি। কামকভ ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা যখন আপনাদের সঙ্গে মস্করা করে ও চোখ মটকায়, তখন তারা একদিকে চোখ মটকাচ্ছে আপনাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশে, অন্যদিকে কাদেতদের জানিয়ে দিচ্ছে: উপকারটা ভুলবেন না কিন্তু, মনে প্রাণে তো আমরা আপনাদের সঙ্গেই। (আসন থেকে উক্তি: 'মিথ্যা কথা।') এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের একজন প্রতিনিধি যিনি মনে হয় শুধু বামপন্থী নন অতি-বামপন্থী, ম্যাক্সিমালিস্ট, তিনি বুলি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, সম্মানের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই হয়ে দাঁড়াচ্ছে বুলি। (কণ্ঠস্বর: 'ঠিক কথা।') বলাই বাহুল্য দক্ষিণ শিবির থেকে চিৎকার উঠবে 'ঠিক কথা', এ চিৎকারটা আমার কাছে 'মিথ্যা কথা' চিৎকারের চেয়ে প্রীতিকর, যদিও ওই শেষের চিৎকারেও আমার মোটেই কোনো ভাবান্তর ঘটে না। কিন্তু কোনো পরিষ্কার ও যথাযথ প্রমাণ না দিয়েই যদি আমি তাঁদের বিরুদ্ধে বুলিবাগীশির নালিশ করতাম তাহলেও নয় কথা ছিল, কিন্তু আমি তো দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি আর তা নিয়েছি কল্পনা থেকে নয়, জীবন্ত ইতিহাস থেকে।

মনে করে দেখুন, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রতিনিধিরা যখন ১৯০৭ সালে স্তলিপিনের কাছে দস্তখৎ দেন যে তাঁরা দ্বিতীয় নিকোলাস রাজের বিশ্বস্ত সেবা করবেন, তখন কি তাঁরা এইরকম অবস্থাতেই পড়েন নি? আমার ধারণা বিপ্লবের দীর্ঘ বছরগুলিতে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ হয়েছে

আমার এবং যখন আমার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার ধিক্কার হানা হয় তখন আমি বলি: সর্বপ্রথমে ইতিহাস বিচার করে দেখা দরকার। আমরা যদি ইতিহাসকে উল্টে দিতে চেয়ে থাকি, — অথচ দেখা গেল ইতিহাস ওল্টায় নি, উল্টে গেছি আমরাই — তাহলে আমাদের ফাঁসি দিন। বক্তৃতা দিয়ে ইতিহাসকে বোঝানো যায় না, আর ইতিহাসই দেখাবে যে আমরা সঠিক ছিলাম, শ্রমিক সংগঠনকে আমরা নিয়ে আসি ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে, কিন্তু সেটা কেবল বুলির উর্ধ্বে উঠে বাস্তব ঘটনাকে দেখতে ও তা থেকে শিক্ষা নিতে পেরেছিলাম বলে, এবং এখন ১৪ই—১৫ই মার্চ যখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে যুদ্ধ করলে আমরা সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করতাম, পরিবহনকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করতাম ও পেত্রগ্রাদ হারাতাম—তখন দেখাই যাচ্ছে যে গলাবাজি করা ও পিচবোর্ডের তরোয়াল ঘোরানো কোনো কাজের কথা নয়। কিন্তু কামকভ যখন আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন: 'অবকাশটা দীর্ঘ দিনের জন্য কি?' — তখন তার জবাব দেওয়া সম্ভব নয়, কেননা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা অবজেকটিভ বিপ্লবী পরিস্থিতি ছিল না। প্রতিক্রিয়ার পক্ষে এখন একটা দীর্ঘ অবকাশ সম্ভব নয়, কারণ অবজেকটিভ পরিস্থিতি সর্বত্রই বিপ্লবী, কেননা সর্বত্রই শ্রমিক জনগণ ক্রুদ্ধ, সহ্যের শেষ প্রান্তে, যুদ্ধের ফলে চূড়ান্ত রকম কাহিল — এটা ঘটনা। এ ঘটনাকে অগ্রাহ্য করা যায় না এবং সেই জন্যই আমি আপনাদের কাছে দেখিয়েছিলাম যে একটা পর্বে বিপ্লব এগিয়ে চলেছিল, এবং আমরাও এগিয়ে চলেছিলাম এবং আমাদের পেছনে চটপট মোরগ-গমনে এসে জুটেছিল বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা। (করতালি।) এবং এখন এমন একটা পর্ব শুরু হয়েছে যখন অতিপ্রবল শক্তির সামনে পিছু হটতে হচ্ছে। এটা একেবারেই মূর্ত-প্রত্যক্ষ বর্ণনা। কেউ তাতে আপত্তি করতে পারে না। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে সেটা সমর্থিত হতে বাধ্য। আর এইতো আমাদের মার্কসবাদী, প্রায় মার্কসবাদী মার্তভ ভলোস্ত জন্মায়েতের কথায় মুখে খই ফোটাবেন; পত্রিকাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে মুখে খই ফোটাবেন। উনি এই বলে বড়াই করবেন যে সোভিয়েত রাজ উচ্ছেদে সাহায্য করছিল বলেই নির্যাতিত ও বিক্ষুব্ধ কাগজগুলিকে বন্ধ করা হয়েছে, তিনি মুখে খই ফোটাবেন (করতালি)... এ ব্যাপারে তিনি চুপ করে থাকবেন না। এই সব ব্যাপারই তিনি টেনে আনবেন, কিন্তু আমি সরাসরি যে ঐতিহাসিক প্রশ্নটা

হাজির করেছি সেটা সত্য কিনা, অক্টোবর থেকে আমরা জয়যাত্রায় চলেছিলাম কিনা তার জবাব দেবার প্রচেষ্টা... (দক্ষিণ থেকে কণ্ঠস্বর: 'না।') আপনারা বলছেন 'না' আর এ'রা সবাই বলবেন 'হ্যাঁ'। আমি জিজ্ঞাসা করছি: কিন্তু এখন কি আমরা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণে জয়যাত্রায় এগোতে পারি? পারি না এবং সবাই সেটা জানে। যখন এই সোজা ও সিধে কথাটা সরাসরি মুখের ওপর বলা হয় লোককে বিপ্লবের শিক্ষা দেবার জন্য— বিপ্লব একটা জ্ঞানগর্ভ, কঠিন ও জটিল বিদ্যা, — বিপ্লব যারা করছে সেই শ্রমিক ও কৃষকদের তা শেখাবার জন্য, তখন শত্রুরা চিৎকার তোলে: কাপুরুষ, বেইমান, ঝাণ্ডা ফেলে দিয়েছে, কথার প্যাঁচে এড়িয়ে যাচ্ছে, হাত নেড়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। না, এমন বাক্যবীর বিপ্লবী অনেক দেখা গেছে বিপ্লবের সমস্ত ইতিহাসেই এবং দুর্গন্ধ ও ধোঁয়া ছাড়া তাদের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। (করতালি।)

দ্বিতীয় যে দৃষ্টান্তটা আমি দিয়েছিলাম কমরেড, সেটা জার্মানির দৃষ্টান্ত, যে জার্মানি দলিত হয়েছিল নেপোলিয়নের কাছে, লজ্জাকর শান্তির সঙ্গে যুদ্ধের পালাবদল দেখেছে যে জার্মানি। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়: চুক্তিটা কি আমরা দীর্ঘ দিন মেনে চলব? কিন্তু তিন বছরের শিশু যদি জিজ্ঞেস করত, সন্ধিটা কি আপনারা পালন করবেন? তবে সেটা মিষ্টিও শোনাত, সরলও শোনাত। কিন্তু বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের বয়স্ক কামকভ যখন সে কথা জিজ্ঞেস করেন তখন জানি যে বয়স্ক কিছু শ্রমিক ও কৃষক সরলতায় বিশ্বাস করলেও অধিকাংশই বলবে: 'ভণ্ডামি করবেন না।' কেননা যে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিয়েছি তাতে স্পষ্টাধিক স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে সৈন্যবাহিনী হারানো জাতির মুক্তি যুদ্ধ — এবং সেটা ঘটেছে একাধিক বার, — যে জাতি এতই বিধ্বস্ত যে তার সমস্ত জমি পর্যন্ত হাতছাড়া হয়ে গেছে, এতই বিধ্বস্ত যে নতুন দিগ্বিজয়ী অভিযানের জন্য তারা সাহায্যকারী সৈন্যদল পাঠিয়েছে বিজয়ীর কাছে, — তাদের মুক্তি যুদ্ধগুলো ইতিহাস থেকে কেটে দেওয়া সম্ভব নয় এবং কিছুতেই মুছে দেওয়া যাবে না। কিন্তু বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কামকভ যদি আমার কথায় আপত্তি করে থাকেন এবং স্টেনোগ্রাফিক রিপোর্ট থেকে যা দেখছি, এই কথা বলেন: 'স্পেনেও তো বিপ্লবী যুদ্ধ হয়েছে', তাহলে তিনি আমাকেই সমর্থন করেছেন ও নিজেকেই আঘাত করেছেন। স্পেন ও জার্মানি ঠিক আমার এই

উদাহরণটাই সমর্থন করছে যে 'চুক্তি আপনারা মানবেন কিনা, কবে তা লঙ্ঘন করবেন, কবে আপনাদের চেপে ধরবে...' এই ভিত্তিতে রাজ্যগ্রাসী যুদ্ধের একটা ঐতিহাসিক পর্বের প্রশ্ন ফয়সালা করতে যাওয়া হল শিশুসুলভ আচরণ; ইতিহাসে বলে যে প্রতিটি চুক্তিই দেখা দেয় সংগ্রামের বিরতি ও শক্তি অনুপাতের বদল থেকে, এমন শান্তি চুক্তি হয়েছে যা কয়েকদিনেই ভেঙে গেছে, এমন শান্তি চুক্তি হয়েছে যা মাসেকের পরই ভেঙে গেছে, বহু বছরের এমন এক একটা পর্ব দেখা দিয়েছে যখন জার্মানি ও স্পেন শান্তি চুক্তি করেছে ও কয়েক মাস পরেই তা লঙ্ঘন করেছে, লঙ্ঘন করেছে বেশ কয়েকবার এবং একগুচ্ছ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জনগণ শিখেছে যুদ্ধ চালানো কী ব্যাপার। জার্মান সৈন্যদের নেপোলিয়ন যখন চালিত করেন অন্যান্য জাতিদের চূর্ণ করার জন্য, তখন তিনি তাদের বিপ্লবী যুদ্ধের শিক্ষাই দিয়ে বসেন। এইভাবেই এগিয়েছে ইতিহাস।

সেই জন্যই কমরেড, আমি আপনাদের বলছি যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের বলশেভিক গ্রুপের দশের নয় ভাগ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রাশিয়ার সমস্ত সচেতন মেহনতী শ্রমিক কৃষকের দশের নয় ভাগও সেই সিদ্ধান্ত নেবেন। (করতালি।)

আমি ঠিক বলেছি নাকি ভুল করছি তা যাচাইয়ের উপায় আছে আমাদের, কেননা আপনারা স্ব স্ব এলাকায় ফিরে যাবেন এবং স্থানীয় সোভিয়েতগুলিতে আপনারা সব কথা বলবেন এবং সর্বত্রই স্থানীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। উপসংহারে বলব: প্ররোচনায় আত্মসমর্পণ করবেন না। (করতালি।) বুর্জোয়ারা জানে কী তারা করছে, বুর্জোয়ারা জানে, কেননা তারা উল্লাস করেছে পস্কভে, দিন কয়েক আগে উল্লাস করেছে ওদেসায়,—ভিন্নিচেঙ্কোদের বুর্জোয়া, ইউক্রেনীয় কেরেনস্কিদের, সেরেতেলি ও চের্নোভদের বুর্জোয়া। তারা উল্লাস করেছে কারণ তারা চমৎকার বুঝেছে পলায়নপর অসুস্থ সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ চালাবার চেষ্টা করে বর্তমান মুহূর্তের খতিয়ানে কী প্রচণ্ড কূটনৈতিক ভুল করেছে সোভিয়েত রাজ। বুর্জোয়ারা আপনাদের যুদ্ধের ফাঁদে টানছে। শুধু আক্রমণ করতে নয়, পিছু হটতেও হয়। সমস্ত সৈনিকই তা জানে। এইটে বুঝুন যে বুর্জোয়ারা আপনাদের এবং আমাদের ফাঁদের দিকে টানছে। এইটে বুঝুন যে সমস্ত বুর্জোয়া এবং তাদের সচেতন ও অচেতন সমস্ত সহায়কেরা এই ফাঁদটা

পাতছে। সবচেয়ে দুঃসহ পরাজয় আপনারা সইতে পারবেন ও সবচেয়ে সংকটাপন্ন ঘাঁটি রক্ষা করতে পারবেন, পিছু হটে সময় লাভ করবেন। সময় আমাদের পক্ষে। ভূরিভোজন করে সাম্রাজ্যবাদীরা ফেটে যাবে, তাদের জঠরে বেড়ে উঠছে নতুন মহাকায়; আমাদের যা বাসনা তার চেয়ে ধীরে ধীরে হলেও সে বাড়ছে, আমাদের সাহায্যে আসবে সে, এবং যখন আমরা দেখতে পাব যে সে তার প্রথম আঘাত হানতে শুরু করেছে তখন আমরা বলব: পিছু হটার কাল শেষ হয়েছে, শুরু হয়েছে বিশ্বব্যাপী আক্রমণাভিযানের যুগ এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের যুগ। (বহুক্ষণ যাবৎ তুমুল করতালি।)

'প্রাভদা', ৪৯ নং
১৯শে (৬ই) মার্চ, ১৯১৮

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৬শ খণ্ড, পৃঃ ১১২—১২১

ব্রেস্ত চুক্তি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত

ব্রেস্ত-লিতোভ্‌স্কে আমাদের প্রতিনিধিরা ১৯১৮ সালের ৩রা মার্চ যে শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করেছে তা কংগ্রেস সমর্থন (অনুমোদন) করছে।

আমাদের সৈন্যবাহিনীর অবর্তমানতাহেতু এবং বুর্জোয়া শ্রেণী ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা যে জনগণের দুর্ভাগ্যে কোনো সহায়তা দেয় নি বরং তা ব্যবহার করেছে নিজেদের স্বার্থপর শ্রেণী-লক্ষ্যে, যুদ্ধে সেই জনগণের শক্তির চূড়ান্ত ক্ষয়হেতু অবিশ্বাস্য রকমের দুর্বিষহ জবরদস্তিমূলক অবমাননাকর ঐ শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করার নির্দেশদানে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও জনকমিশার পরিষদের কার্যাবলী সঠিক বলে কংগ্রেস স্বীকার করছে।

জার্মান শান্তি চুক্তির সর্ত আমাদের উপর চরমপত্রের আকারে ও অনাবৃত জবরদস্তির সঙ্গে চাপিয়ে দেওয়ায় যে শান্তি প্রতিনিধিদল এসব সর্তের বিশদ আলোচনায় নামতে অস্বীকার করেছে; তাদের কার্যাবলীও নিঃসন্দেহেই সঠিক বলেই কংগ্রেস স্বীকার করছে।

সমস্ত শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের সামনে, সমস্ত মেহনতী ও নিপীড়িত জনগণের সামনে অত্যন্ত জোর দিয়ে কংগ্রেস বর্তমান মুহূর্তের সবচেয়ে প্রধান, আশু ও জরুরী এই কর্তব্য হাজির করছে: মেহনতীদের শৃঙ্খলা ও আত্মশৃঙ্খলার উন্নয়ন করতে হবে, যথাসম্ভব সমস্ত উৎপাদন ও দ্রব্যের সর্বকিছু বণ্টন নিয়ে সর্বত্র সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল সংগঠন গড়তে হবে; প্রাণান্তকর যুদ্ধের পরিণাম হিসাবে ঐতিহাসিকভাবে যা অপরিহার্য, কিন্তু সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি সংহতিতে যা প্রধান প্রতিবন্ধক সেই লণ্ডভণ্ড অবস্থা, বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম চালাতে হবে।

এখন অক্টোবর বিপ্লবের পর, রাশিয়ায় বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ক্ষমতার উচ্ছেদের পর, সমস্ত গোপন সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি নাকচ ও প্রকাশের পর, বৈদেশিক ঋণ বরবাদের পর, বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত জাতির নিকট শ্রমিক কৃষক সরকারের ন্যায়সঙ্গত শান্তি প্রস্তাবের পর, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কবল থেকে বেরিয়ে আসা রাশিয়ার এ ঘোষণা করার অধিকার আছে যে সে পরের দেশ লুণ্ঠন ও দমনের অংশীদার নয়।

এখন থেকে রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্র একবাক্যে লুঠেরা যুদ্ধের নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে যে-কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষ থেকে আক্রমণের সমস্ত সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমিকে রক্ষা করা নিজের অধিকার ও কর্তব্য বলে গণ্য করে।

তাই আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও মানবৃদ্ধির জন্য, সমাজতান্ত্রিক মিলিশিয়া এবং নরনারী উভয় অংশের সমস্ত নাবালক ও সাবালক নাগরিকদের সামরিক জ্ঞান ও সামরিক বৃত্তির সার্বজনীন তালিমের ভিত্তিতে দেশের সমরশক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা সমস্ত মেহনতী জনগণের দ্বিধাহীন কর্তব্য বলে কংগ্রেস মনে করে।

কংগ্রেস এই অটল বিশ্বাস ঘোষণা করছে যে পুঁজির জোয়ালের বিরুদ্ধে ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে সমস্ত দেশের মজুরদের আন্তর্জাতিক সংহতির সমস্ত দায়িত্ব অটলভাবে পালনকারী সোভিয়েত রাজ ভবিষ্যতেও আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সহায়তার জন্য, পুঁজির জোয়াল থেকে ও মজুরি দাসত্ব থেকে মানবজাতির মুক্তি ঘটিয়ে যে পথ গেছে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-প্রতিষ্ঠা ও জাতিসমূহের মধ্যে দৃঢ় ন্যায়সঙ্গত শান্তির সে পথ নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করার জন্য সাধ্যায়ত্ত সবকিছুই করে যাবে।

কংগ্রেস এই গভীরতম বিশ্বাস রাখে যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক বিপ্লব দূরে নয় এবং সর্ব দেশের সাম্রাজ্যবাদীরা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে সর্বাধিক পাশবিক পন্থা গ্রহণে দ্বিধা না করলেও সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতের পরিপূর্ণ বিজয় নিশ্চিত।

লিখিত: ১৩ই বা ১৪ই মার্চ, ১৯১৮
প্রকাশিত: 'প্রাভদা'
('সৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ'), ৪৭ নং
১৬ই (৩রা) মার্চ, ১৯১৮

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৬শ খণ্ড, পৃঃ ১২২—১২৩

শ্রমিক কৃষক ও লাল-ফৌজ প্রতিনিধিদের মস্কো সোভিয়েতে বক্তৃতা থেকে
২৩শে এপ্রিল, ১৯১৮

আমি ফের বলছি যে আমাদের বিপ্লবের জীবনে এবার সবচেয়ে কঠিন ও সবচেয়ে দুঃসহ পর্যায় শুরু হয়েছে। আমাদের সামনে কর্তব্য হল নতুন সৃজনমূলক কাজের জন্য আমাদের সমস্ত শক্তির লৌহদৃঢ় প্রয়োগ, কেননা আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত আমাদের কাছে সাহায্যের জন্য যখন আসবে সেই পরিত্রাণ কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে রুশ বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত — যে তার বিপুল বৈপ্লবিক কাজের ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত এত একাকী — পারবে কেবল লৌহদৃঢ় সহ্যশক্তি ও শ্রমশৃঙ্খলার কল্যাণে।

আমরা হলাম শ্রমিক শ্রেণীর একটি বিপ্লবী ইউনিট যা সামনে এগিয়ে গিয়েছে, সেটা এই জন্য নয় যে আমরা অন্যান্য শ্রমিকদের চেয়ে ভালো, এই জন্য নয় যে রুশ প্রলেতারিয়েত অন্যান্য দেশের শ্রমিক শ্রেণীর চেয়ে ঊর্ধ্বে, বরং শুধুমাত্র ও কেবলমাত্র এই জন্য যে আমরা ছিলাম বিশ্বের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ দেশের একটি। চূড়ান্ত বিজয়ে আমরা পৌঁছব কেবল তখন, যখন শেষ পর্যন্ত টেকনিক ও শৃঙ্খলার প্রচণ্ড শক্তির ওপর দণ্ডায়মান আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে চূড়ান্তরূপেই চূর্ণ করতে পারব। কিন্তু বিজয় লাভ আমরা করব কেবল অন্যান্য দেশের, সারা বিশ্বের সমস্ত শ্রমিকদের সঙ্গে একত্রে।

ইতিহাসের নির্বন্ধে আমাদের কঠোর সন্ধিতে স্বাক্ষর করতে হয়েছে ব্রেস্তে, এবং আমরা এ কথা লুকোই না যে সে সন্ধিকে যে কোনো মুহূর্তে বিপ্লবের অসংখ্য শত্রু বেইমানি করে লঙ্ঘন করতে পারে, চারিদিক থেকে তারা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে অথচ বর্তমান মুহূর্তে তাদের সঙ্গে সক্রিয় সংগ্রামে নামতে আমরা অক্ষম। এবং জেনে রাখুন, এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক

হিংস্র সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এই সক্রিয় সশস্ত্র প্রকাশ্য সংগ্রামে যদি কেউ আপনাদের ডাক দেয়, তবে সে জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে, সে হবে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত এক প্ররোচক, কোনো না কোনো গোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদীদের ভৃত্য। এবং ইদানীং আমরা যে রণকৌশল অনুসরণ করে আসছি তার বিরুদ্ধাচরণ যে করবে, সে নিজেকে সবচেয়ে 'বাম', এমন কি অতি বামপন্থী কমিউনিস্ট বলে অভিহিত করুক না কেন, সে হল খারাপ বিপ্লবী, এমন কি বলব, সে আদৌ বিপ্লবী নয়। (করতালি।)

মুদ্রিত ২৪শে এপ্রিল, ১৯১৮
৭৯ নং 'প্রাভদায়' এবং
৮১ নং 'সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী
কমিটির ইজ্‌ভেস্তিয়ায়'

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৬শ খণ্ড, পৃঃ ২৩৪—২৩৫

সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির অধিবেশনে প্রদত্ত সোভিয়েত রাজের আশু কর্তব্যের রিপোর্ট থেকে ২৯শে এপ্রিল, ১৯১৮

পেটি বুর্জোয়া শিবির থেকে যারা আমাদের বিরোধী তাদের সংগ্রামের প্রধান ক্ষেত্র হল আভ্যন্তরীণ পলিসি ও অর্থনৈতিক নির্মাণের এলাকাটা; তাদের অস্ত্র হল প্রলেতারিয়েত যে ডিক্রি গ্রহণ করছে ও সংগঠিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যা কার্যকরী করতে চাইছে তার সবকিছু বানচাল করা। এই ক্ষেত্রে পেটি বুর্জোয়া ভৌতশক্তি — ক্ষুদে মালিকানা ও উদ্দাম স্বার্থপরতার ভৌতশক্তি প্রলেতারিয়েতের চরম শত্রু হিসাবে দেখা দিচ্ছে।

বিপ্লবের সমস্ত ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে পেটি বুর্জোয়া যে বক্ররেখা এঁকে তুলেছে, তাতে আমাদের কাছ থেকে তার প্রচণ্ড অপসরণটাই দেখা যাচ্ছে, স্বভাবতই আমাদের এই মুহূর্তের আশু ও চলতি কর্তব্যের প্রধান বিরোধিতা, কথাটার আরো যথাযথ অর্থে বিরোধিতা, রয়েছে এইখানেই, এই শিবিরটাতেই; এ বিরোধিতা এমন লোকেদের যারা নীতিগতভাবে আমাদের সঙ্গে সমঝোতা অস্বীকার করে না, তারা যে সব প্রশ্নে আমাদের সমালোচনা করে তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে আমাদের সমর্থন করে — এ হল সমর্থনের সঙ্গে মিলিত বিরোধিতা।

২৫শে এপ্রিলের 'জ্নামিয়া ত্রুদা' পত্রিকায় যে ধরনের বিবৃতি দেখেছি, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি সংবাদপত্রের পাতায় তেমন বিবৃতি দেখলে আমাদের অবাক লাগে না। তাতে লিখেছে: 'দক্ষিণপন্থী বলশেভিকরা অনুমোদনপন্থী' (ভয়ংকর অপমানকর আখ্যা)। কিন্তু যোদ্ধাদের নামে পাল্টা আখ্যা যদি দিই তাহলে? সেটা কি কম ভয়ংকর শোনাবে? কিন্তু বলশেভিকবাদের ভেতরে যদি ঐ রকম একটা ধারারই সাক্ষাৎ

মেলে, তবে সেটার কিছু একটা মানে আছে। ২৫শে এপ্রিলেই একটি কাগজের কয়েকটি থিসিসের ওপর আমার চোখ পড়েছিল, তাতে আমাদের রাজনৈতিক চরিত্র নিরূপণ করা হয়েছে। থিসিসটা যখন পড়ি তখন মনে হয়েছিল এর মধ্যে 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' কাগজ 'কমিউনিস্ট' বা তাদের পত্রিকার কেউ নেই তো? — বহু কিছুই এখানে একই রকম। কিন্তু আমায় হতাশ হতে হয়, কেননা দেখা গেল এটা ইসুভের লেখা থিসিস, ছাপা হয় 'ভ্পেরিয়দ' পত্রিকায় (৫০)। (করতালি, হাসি।)

তাই কমরেড, বলশেভিকবাদের এক বিশেষ ধারার সঙ্গে 'জ্নামিয়া ত্রুদা'র ঐক্যের মতো ঘটনা যখন দেখি, অথবা এমন একটা পার্টির সূত্রবদ্ধ কোনো মেনশেভিক থিসিসের সঙ্গে যে পার্টি কেরেনস্কির সঙ্গে জোট বাঁধার পলিসি অনুসরণ করেছিল, যে পার্টির মধ্যে সেরেতেলি বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোস হাসিল করেছিলেন, যখন এমন আক্রমণ সইতে হয় যা 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' গোষ্ঠী ও তাদের নতুন পত্রিকার কাছ থেকে যা শুনেছি তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায় — তখন ব্যাপারটায় কেমন যেন খটকাই লাগে। এই সব আক্রমণের সত্যকার তাৎপর্য সম্পর্কে এখানে কিছু একটা আলোকপাত হচ্ছে এবং এ আক্রমণের প্রতি মনোযোগ অর্পণ করা উচিত, কেননা এ ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাজের প্রধান কর্তব্যের মূল্যায়ণ করার সুযোগ পাচ্ছি এমন লোকেদের সঙ্গে বিতর্কে, যাদের সঙ্গে তর্ক করা চিত্তাকর্ষক, কারণ এখানে মার্কসীয় তত্ত্ব রয়েছে, বিপ্লবের ঘটনাবলীর তাৎপর্যে মন দেওয়া যায়, সত্য সন্ধানের নিঃসন্দেহ বাসনা রয়েছে। এখানে বিতর্কের ভিত্তিটা পাওয়া যাচ্ছে মূলত সমাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য ও বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের পক্ষ নেবার অটল সংকল্প থেকে, — তাতে কোনো কোনো ব্যক্তি, গ্রুপ বা ধারার মতে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে যুধ্যমান প্রলেতারিয়েতের যে ভুলই হয়ে থাক না কেন।

তাদের সঙ্গে তর্ক করা চিত্তাকর্ষক এই কথা যখন বলছি, তখন তাদের সঙ্গে চিত্তাকর্ষক বিতর্ক বলতে আমি তর্ক-যুদ্ধের কথা ভাবছি না, এইটে বোঝাচ্ছি যে বিতর্কটা যে প্রশ্ন নিয়ে সেটা বর্তমান কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূলগত প্রশ্ন। ঠিক এই ধারাতেই যে তর্কটা চলছে সেটা আকস্মিক কিছু নয়। অবজেকটিভ দিক থেকে ঠিক এই ধারাতেই রয়েছে বর্তমানের মূল কর্তব্য, প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামের কর্তব্য, যা রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি থেকে নির্দিষ্ট হচ্ছে, যা সর্বোপায়ে পালন করতে হবে অতি বিভিন্ন

সব পেটি বুর্জোয়ার ধারার প্রাচুর্য সত্ত্বেও এবং প্রলেতারিয়েতকে জেনে রাখতে হবে: এই জায়গায় সে কোনো নতিস্বীকার করতে পারে না, কেননা বুর্জোয়ার হাত থেকে ক্ষমতা হরণ দিয়ে শুরু করা ও বুর্জোয়ার সমস্ত প্রতিবন্ধক দমন মারফত চালিয়ে যাওয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অমোঘভাবে সামনে তুলে ধরছে প্রলেতারীয় শৃঙ্খলা ও মেহনতীদের সংগঠনের প্রশ্ন, কঠোর কর্মদক্ষতা ও বৃহৎ শিল্পের স্বার্থের জ্ঞান নিয়ে কাজে এগুতে পারার নৈপুণ্য। এই সমস্যাগুলো প্রলেতারিয়েতকে সমাধান করতে হবে কার্যকরীভাবে, কেননা তা নইলে তার পরাজয় ঘটবে। এইখানেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান ও আসল দুরূহতা। ঠিক এইজন্যই 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' গ্রুপের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিতর্কটা এত চিত্তাকর্ষক, এত জরুরী, কথাটার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক অর্থে এত জরুরী, — যদিও তাদের প্রতিপাদ্য ও তত্ত্ব নিয়ে বিচার করে আমরা তাতে — ফের বলছি ও এখুনি প্রমাণ করব — ওই পেটি বুর্জোয়া দোলায়মানতা ছাড়া আদৌ কিছু দেখছি না। 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' গ্রুপের কমরেডরা নিজেদের যে আখ্যাই দিন, সর্বাগ্রে তাঁরা আঘাত হানছেন নিজেদের থিসিসেই। আমি ধরে নিচ্ছি যে সভায় উপস্থিতদের বিপুল অধিকাংশের কাছেই এঁদের মতামতগুলি সুবিদিত, কেননা বলশেভিক চক্রগুলিতে মার্চের গোড়া থেকে আমরা মূলত এই নিয়েই আলোচনা করেছি এবং বৃহৎ রাজনৈতিক সাহিত্যে যাঁদের আগ্রহ ছিল না তাঁরা বিগত সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে উত্থিত বিতর্ক প্রসঙ্গে তা নিশ্চয় জেনেছেন ও আলোচনা করেছেন।

এবং এখন আমরা তাদের থিসিসে সর্বাগ্রে সেইটেই দেখছি যা এখন দেখা যাচ্ছে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের গোটা পার্টিতেই, সেইটেই দেখছি যা দেখা যাচ্ছে দক্ষিণের শিবির এবং মিলিউকভ থেকে মার্তভ পর্যন্ত বুর্জোয়াদের শিবির উভয় ক্ষেত্রেই; রাশিয়ার পক্ষে বর্তমান পরিস্থিতির কষ্টটা এদের কাছে বিশেষ রকমের দুঃসহ লাগছে রাশিয়ার বৃহৎ শক্তি প্রতিষ্ঠা হারানোর দিক থেকে, সাবেকী জাতি থেকে, উৎপীড়ক রাষ্ট্র থেকে উৎপীড়িত দেশে রূপান্তরের দিক থেকে, এই দিক থেকে যে সমাজতন্ত্রে যাবার পথের কষ্ট সহ্য করা চলে কিনা, সূচিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই কষ্ট সহ্য করা চলে কিনা, যাতে দেশটার রাষ্ট্রপাটের দিক থেকে, তার জাতীয় স্বাধীনতার দিক থেকে সবচেয়ে দুর্বিষহ একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই যেতে হবে, এ প্রশ্নে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে কাগজে নয় কার্যক্ষেত্রে।

এখানে গভীরতম পার্থক্য রয়েছে দুই দলের মধ্যে, একের কাছে রাষ্ট্রীয় স্বাবলম্বন ও স্বাধীনতা সমস্ত বুর্জোয়াদের মতোই একটা আদর্শ ও শেষ সীমা, পবিত্রাধিক পবিত্র একটা ব্যাপার, যে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া চলবে না, যা লঙ্ঘন করা মানেই সমাজতন্ত্র বিসর্জন দেওয়া — আর অন্যরা বলে যে বিশ্ব বাঁটোয়ারার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের উন্মাদ হত্যাকাণ্ডের যুগে পূর্বে উৎপীড়ক বলে বিবেচিত বহু জাতির প্রচণ্ডতম পরাজয় ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এগোতে পারে না। এবং মানবজাতির পক্ষে এটা যত দুঃসহই হোক, সমাজতন্ত্রীরা, সচেতন সমাজতন্ত্রীরা এমন সর্বকিছু পরীক্ষাতেই এগোবে।

ঠিক এই ভিত্তিটাই বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের কাছে সবচেয়ে অগ্রহণীয়, এইখানটাতেই সবচেয়ে বেশি দ্বিধা করেছেন তাঁরা এবং ঠিক এই ভিত্তিটাতেই আমরা 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' সবচেয়ে বেশি দোলায়মানতা দেখছি।

এখন তাঁদের যে থিসিস — আপনারা তা জানেন — যা নিয়ে তাঁরা আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন ৪ঠা এপ্রিল এবং ২০শে এপ্রিল তাঁরা যা প্রকাশ করেন তাতে এখনো পর্যন্ত তাঁরা কেবলই শান্তির প্রশ্নে ফিরে আসছেন।

সবচেয়ে বেশি মনোযোগ তাঁরা দেন শান্তির প্রশ্নটির বিচারে এবং দেখাবার চেষ্টা করেন যেন শান্তির মধ্যে অবসন্ন ও শ্রেণীচ্যুত জনগণের মনোবৃত্তিই প্রকাশ পাচ্ছে।

ওঁরা যখন এই সংখ্যা উদ্ধৃত করেন যে সন্ধি নিষ্পন্নের বিপক্ষে ছিল ১২ এবং পক্ষে ২৮ তখন ভারি হাস্যকর শোনায় তাঁদের যুক্তি। কিন্তু সংখ্যাই যদি উদ্ধৃত করতে হয়, দেড় মাস আগেকার ভোটাভুটিই যদি স্মরণ করতে হয়, তাহলে আরো সাম্প্রতিক সংখ্যাই কি উদ্ধার করা উচিত নয়? ভোটাভুটির ওপর যদি রাজনৈতিক তাৎপর্যই অর্পণ করতে হয়, তাহলে সুস্থ দক্ষিণাঞ্চল সন্ধির বিরুদ্ধে এবং অবসন্ন শ্রেণীচ্যুত শিল্প-দুর্বল উত্তরাঞ্চল নাকি সন্ধির পক্ষে, এ কথা বলার আগে সারা ইউক্রেন সোভিয়েত কংগ্রেসের ভোটাভুটির উল্লেখটাও কি উচিত নয়? সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে অধিকাংশ গ্রুপের ভোটের কথা কি স্মরণ করা উচিত নয়, যেখানে দশ ভাগের এক ভাগ ভোটও সন্ধির বিরুদ্ধে ছিল না। যদি সংখ্যাই উদ্ধৃত করে তাতে রাজনৈতিক তাৎপর্য আরোপ করতে হয় তাহলে রাজনৈতিক ভোটাভুটিটা ধরতে হবে সমগ্রভাবে,

আর তাহলেই তৎক্ষণাৎ দেখা যাবে যে কতকগুলি ধ্বনি মুখস্থ করে রেখেছিল যেসব পার্টি, ধ্বনিগুলিকেই আরাধ্য করে তুলেছিল, তারা দেখা গেল পেটি বুর্জোয়ার পক্ষে অথচ মেহনতী ও শোষিতদের ব্যাপকজন, শ্রমিক সৈনিক ও কৃষকদের ব্যাপকজন শান্তি প্রত্যাখ্যান করল না।

এবং এখন সন্ধির এই মতটাকে সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে যখন এই কথা বলা হচ্ছে যেন বা সেটা চালু করে অবসন্ন শ্রেণীচ্যুত জনগণ, যে ক্ষেত্রে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে ঠিক শ্রেণীচ্যুত বুদ্ধিজীবীরাই ছিল সন্ধির বিপক্ষে, খবরের কাগজে ঘটনাধারার যে খতিয়ান পড়ছি সেই রকম খতিয়ানই যখন হাজির করা হয় — তখন এ ঘটনা থেকে আমাদের কাছে প্রমাণ হয় যে সন্ধি চুক্তির প্রশ্নে আমাদের পার্টির অধিকাংশই ছিল একেবারে সঠিক; আমাদের বলা হয়েছিল যে বালির বাঁধে লাভ নেই, আমাদের বিরুদ্ধে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীই সম্মিলিত হয়ে গেছে, যতই করো ওরা আমাদের চূর্ণ করবে, লাঞ্ছিত করে ছাড়বে ইত্যাদি — তাহলেও আমরা শান্তি চুক্তি করি। সেটা ওদের কাছে শুধু লজ্জাকর বলেই মনে হয় নি, মনে হচ্ছে অর্থহীন। আমাদের বলা হয়েছিল, অবকাশ আপনারা পাবেন না। এবং আমরা যে জবাব দিই, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কীভাবে গড়ে উঠবে সেটা জানা সম্ভব নয়, কিন্তু এটা আমরা জানি যে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, এ কথা ঘটনা সমর্থন করেছে, এবং সেটা স্বীকার করেছেন বামপন্থী কমিউনিস্ট গ্রুপ, ভাবনা ও নীতির দিক থেকে যাঁরা আমাদের বিরোধী, কিন্তু মোটামুটিভাবে কমিউনিজমের দৃষ্টিভঙ্গি যাঁরা মানেন।

এই একটা বাক্যেই আমাদের রণকৌশলের সঠিকতা সম্পূর্ণ স্বীকৃত হচ্ছে এবং শান্তির প্রশ্নে সেই সব দোলায়মানতা পরিপূর্ণতম রূপে নিন্দিত হচ্ছে যাতে সবচেয়ে বেশি করে আমাদের পক্ষপাতীদের একটা নির্দিষ্ট অংশ দূরে চলে যায় — দূরে চলে যায় যেমন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টির মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ সমস্ত অংশটা, তেমনি সেই অংশটাও যা আমাদের পার্টিতে ছিল আছে এবং নিশ্চয় করে বলা যায় তাতেই থাকবে, যে অংশটার দোলায়মানতার মধ্যে বিশেষ জাজ্বল্যমানরূপে ফুটে উঠছে সে দোলায়মানতার হেতু। হ্যাঁ, যে শান্তি আমরা লাভ করেছি সেটা অতিমাত্রায় নড়বড়ে, যে অবকাশ পেয়েছি সেটা প্রতি দিনই পশ্চিম ও পূর্ব উভয় দিক থেকেই চূর্ণ হতে পারে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই; আমাদের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এতই

সংকটজনক যে আমাদের প্রত্যাশা ও কামনার চেয়ে অনেক ধীরে হলেও নিশ্চিতই পরিপক্কমান পশ্চিম ইউরোপীয় বিপ্লব যতদিন না পুরো পেকে উঠছে ততদিন যতদূর পারা যায় টিকে থাকার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। সে বিপ্লব নিঃসন্দেহেই ক্রমেই বেশি করে জ্বালানি জমিয়ে ও জুটিয়ে তুলছে।

বিশ্ব প্রলেতারিয়েতের বিশেষ একটা বাহিনী হিসাবে আমরা যদি সর্বপ্রথম সামনে এগিয়ে থাকি, তবে তার কারণ এই নয় যে এ বাহিনীটার সংগঠন সবচেয়ে প্রবল। না, এ বাহিনীটা অন্য সকলের চেয়ে খারাপ, দুর্বল ও কম সংগঠিত, কিন্তু ভয়ানক রকমের অবাস্তব ও শাস্ত্রবাগীশি হবে যদি অনেকের মতো এই যুক্তি দিই: তা ব্যাপারটা যদি শুরু করত সবচেয়ে সংগঠিতরা, তার পেছনে যেত কম সংগঠিত, এবং তার পেছনে তৃতীয় শ্রেণীর সংগঠিতরা, তাহলে আমরা সাগ্রহেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষ নিতাম। কিন্তু ব্যাপারটা যেহেতু পুঁথি মেনে ঘটল না, যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে অগ্রসর বাহিনীটা অন্য বাহিনীর সহায়তা পেল না, তখন আমাদের বিপ্লবের ধ্বংসই নির্বন্ধ। কিন্তু আমরা বলি: না, আমাদের কর্তব্য হল সাধারণ সংগঠনের রূপান্তর ঘটানো; আমরা যেহেতু একাকী, তাই আমাদের কর্তব্য হল অন্যান্য দেশের বিপ্লব পেকে না ওঠা পর্যন্ত, অন্যান্য বাহিনী এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত বিপ্লবকে টিকিয়ে রাখা, তার জন্য সমাজতন্ত্রের অন্তত কয়েকটা মাত্র কেল্লা হলেও তা বাঁচিয়ে রাখা — তা সেগুলো যত দুর্বল ও সামান্য আয়তনের হোক না কেন। কিন্তু বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক বাহিনীগুলিকে ইতিহাস এগিয়ে দেবে নিখুঁত ক্রমিকতায় ও প্রণালীবদ্ধতায়, ইতিহাসের কাছ থেকে এ প্রত্যাশা করার অর্থ বিপ্লবের কোনো বোধ না থাকা অথবা মূর্খতাবশত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে সমর্থন না করা।

যে মুহূর্তে আমরা নিজেরা স্পষ্ট করে বুঝি ও প্রমাণ করি যে রাশিয়ায় আমাদের পাকা ঘাঁটি আছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা বলহীন, তখন থেকে আমাদের কর্তব্য একটাই, আমাদের রণকৌশল হয়ে দাঁড়াচ্ছে এদিক-ওদিক করা, কালহরণ করা, পিছু হটা। আমি খুব ভালোই জানি যে এ কথাগুলো জনপ্রিয়তার দাবি করতে পারে না, এবং কথাগুলোয় যদি একটা যুৎসই মোচড় দিয়ে 'কোয়ালিশন' কথাটা প্রসঙ্গে বসানো যায় তাহলে রসালো সব তুলনা, সম্ভবপর যতকিছু ভর্ৎসনা ও দন্তবিকাশের সবচেয়ে

অবাধ রাস্তা মিলে যাবে, কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষরা, দক্ষিণ থেকে বুর্জোয়ারা এবং আমাদের গতকালের বন্ধু বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের গতকালের, আজকের এবং আগামী কালেরও বন্ধু 'বামপন্থী কমিউনিস্টরা' এই উপলক্ষে আমাদের বিরুদ্ধে তাঁদের শ্লেষবাণ যতই নিক্ষেপ করুন এবং তাঁদের পেটি বুর্জোয়া দোলায়মানতার যতই প্রমাণ দিন, এই বাস্তব ঘটনাগুলোকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না। ঘটনাবলী আমাদের সমর্থন করেছে, অবকাশ আমরা পেয়েছি কেবল এই জন্য যে পশ্চিমে সাম্রাজ্যবাদী রক্তস্নান চলছেই আর দূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা আরো বেশি করেই জ্বলে উঠছে — কেবল এইটেই হল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বের কারণ, সবচেয়ে পলকা একটা দড়িতে তা ঝুললেও বর্তমান রাজনৈতিক মুহূর্তে সেটা আমরা আঁকড়ে আছি। বলাই বাহুল্য একটা কাগজ, একটা শান্তি চুক্তি আমাদের রক্ষা করবে না, জাপানের সঙ্গে আমরা যে লড়তে ইচ্ছুক নই, এ ঘটনাটাতেও নয়; এ কথা ঠিকই যে সে কোনো চুক্তি কোনো আনুষ্ঠানিকতার পরোয়া না করে আমাদের লুট করছে — অবশ্যই কোনো কাগুজে চুক্তি বা 'শান্তি পরিস্থিতি' আমাদের বাঁচাবে না, সাম্রাজ্যবাদের দুই দানবের মধ্যে পশ্চিমে যে সংঘাত চলছে সেইটে এবং আমাদের সহ্যশক্তিই আমাদের বাঁচাবে। রুশ বিপ্লবে এত জাজ্বল্যমানরূপে যা সমর্থিত হয়েছে সেই মূল মার্কসবাদী শিক্ষাটা আমরা ভুলি নি, যথা: বলের হিসাব করতে হয় কোটির মাত্রায়; তার কম কিছু রাজনীতিতে গ্রাহ্য হয় না, কম সংখ্যাটাকে রাজনীতি ছুড়ে ফেলে দেয় গুরুত্বহীন একটা রাশি হিসাবে; যদি এই দিক থেকে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহলে ব্যাপারটা স্পষ্টাধিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে: পশ্চাৎপদ দেশ শুরু করতে পারে সহজে, কারণ তার প্রতিপক্ষ জরাজীর্ণ, কারণ তার বুর্জোয়ারা অসংগঠিত; কিন্তু চালিয়ে যেতে হলে দরকার হাজার গুণ বেশি বিচক্ষণতা, সতর্কতা ও সহ্যশক্তি। পশ্চিম ইউরোপে ব্যাপারটা অন্য রকম হবে, সেখানে শুরু করাটা অপরিসীম রকমের কঠিন, আরো এগিয়ে যাওয়া অতিশয় রকমের সহজ। এটা না হয়ে পারে না, কারণ সেখানে প্রলেতারিয়েতের সংগঠনশীলতা ও ঐক্যবদ্ধতা অতিশয় রকমের বেশি। এবং যতদিন আমরা একাকী থাকছি, ততদিন বলের হিসাব নিয়ে আমাদের বলতে হবে: সমস্ত দুরূহতা থেকে আমাদের যা উদ্ধার করবে সেই ইউরোপীয় বিপ্লব জ্বলে ওঠা না পর্যন্ত আমাদের একমাত্র সুযোগ

আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী দানবদের সংগ্রাম চলতে থাকায়; এ সুযোগটার খতিয়ান আমরা সঠিকভাবেই করেছি, এ সুযোগটা আমরা কয়েক সপ্তাহ ধরে ভোগ করেছি, কিন্তু আগামী কালই তা ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। এই থেকে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়: আমাদের বহির্নীতির ক্ষেত্রে আমরা মার্চ থেকে যা শুরু করেছি, এদিক-ওদিক করা, পিছু হটা, কালহরণ করা বলে যা সূত্রবদ্ধ করা যায় সেটা চালিয়ে যেতে হবে। যখন এই বামপন্থী 'কমিউনিস্ট' পত্রিকায় 'সক্রিয় বহির্নীতির' কথা ওঠে, যখন সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি রক্ষার কথাটাকে ধরা হয় উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে, যা ব্যঙ্গাত্মক হওয়ারই কথা, তখন আমি নিজেকে বলি: পশ্চিমী প্রলেতারিয়েতের অবস্থা কিছুই এঁরা বোঝেন নি। নিজেদের 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' আখ্যা দিলেও এঁরা সরে যাচ্ছেন দোলায়মান পেটি বুর্জোয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে, যারা বিপ্লবকে দেখে এক বিশেষ শৃঙ্খলার গ্যারাণ্টি হিসাবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কপাত থেকে স্পষ্টাধিক স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে: যে রুশী রুশীয় শক্তির জোরে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করার কথা ভাববে, সে উন্মাদ। এবং যতদিন সেখানে, পশ্চিমে বিপ্লব পেকে না উঠছে, যদিও এখন সেটা গতকালের চেয়ে দ্রুতগতিতে পাকছে, ততদিন আমাদের কর্তব্য কেবল এইটেই: আমাদের দুর্বলতা সত্ত্বেও সামনে এগিয়ে পড়া একটা বাহিনী হওয়ায় অর্জিত ঘাঁটিগুলোকে ধরে রাখার জন্য আমাদের সবকিছু করতে হবে, প্রতিটি সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করতে হবে। অন্য সবকিছু বিবেচনাকে হতে হবে এইটের অধীন, যথা: আমাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সম্মিলিত হয়ে ওঠার মুহূর্তটাকে কয়েক সপ্তাহ পেছিয়ে দেওয়ার জন্য সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার; আমরা যদি সেটা করতে পারি তাহলে আমরা সেই পথই নেব যা ইউরোপীয় দেশের প্রতিটি সচেতন শ্রমিক অনুমোদন করবে, কেননা মাত্র ১৯০৫ সালে আমরা যা শিখেছি এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ড শিখেছে শত শত বর্ষ ধরে সেটা সে জানে, সম্মিলিত বুর্জোয়ার মুক্ত সমাজে বিপ্লব কত ধীর গতিতে বাড়ে সেটা সে জানে, সে জানে যে ওরকম শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন ব্যুরো হাজির করা দরকার, সে ব্যুরো সত্যকার অর্থে প্রচার চালিয়ে যাবে যখন আমরা দাঁড়াব অভ্যুত্থানী জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ প্রলেতারিয়েতের পাশে। ততদিন পর্যন্ত যত দুঃখেরই হোক, বিপ্লবী ঐতিহ্যের কাছে যত কদর্যই লাগুক, আমাদের রণকৌশল কেবল একটাই: এদিক-ওদিক করা, কালহরণ করা ও পিছু হটা।

যখন বলা হয় যে আমাদের আন্তর্জাতিক বহির্নীতি নেই, তখন আমি বলি: অন্য সবকিছু নীতিই সচেতন অথবা অচেতন ভাবে অধঃপতিত হয় প্ররোচনার ভূমিকায় এবং চ্খেনকেলি বা সেমিওনভ ধরনে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে জোট বাঁধার হাতিয়ারে পরিণত করে রাশিয়াকে।

এবং আমরা বলি: বরং ভালো সহ্য করা ও ধৈর্য ধরা, অপরিসীম জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় লাঞ্ছনা ও কষ্ট ভোগ করা, কিন্তু ঘটনাচক্রে সমাজতান্ত্রিক ফৌজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অন্যান্য দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাহায্যের জন্য আসতে না পারা পর্যন্ত দুর্ভোগ সইতে বাধ্য একটা সমাজতান্ত্রিক বাহিনী হিসাবে নিজের ঘাঁটিতেই টিকে থাকা দরকার। সে বিপ্লব আমাদের সাহায্যের জন্য আসছে। ধীরে ধীরে, কিন্তু আসছে। এবং পশ্চিমে এখন যে যুদ্ধ চলছে সেটা আগের চেয়ে বেশি করে জনগণকে বিপ্লবী করে তুলছে ও অভ্যুত্থানের মুহূর্ত কাছিয়ে আনছে।

এতদিন পর্যন্ত যে প্রচার চালানো হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হল লুটের জন্য সবচেয়ে অপরাধজনক ও সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল এক যুদ্ধ। আর এখন এই কথা সমর্থিত হয়েছে যে পশ্চিম ফ্রণ্টে যেখানে লক্ষ লক্ষ ফরাসী ও জার্মান সৈন্য হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে, সেখানে বিপ্লবের পরিপক্কতা আগের চেয়ে দ্রুত গতিতে না বেড়ে পারে না, যদিও আমাদের যা আশা ছিল তার চেয়ে ধীরে ধীরে এ বিপ্লব এগুচ্ছে।

বহির্নীতির প্রশ্ন নিয়ে যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশিই আলোচনা করলাম, কিন্তু আমার ধারণা, এই ক্ষেত্রে আমরা পরিষ্কাররূপে, সঠিকভাবে বললে, বহির্নীতির ক্ষেত্রে দুই মূল ধারা দেখতে পাচ্ছি — একটি প্রলেতারিয়েতের ধারা, তাতে বলা হচ্ছে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সবচেয়ে মূল্যবান ও সবচেয়ে উচ্চে, এবং পশ্চিমে সেটা শীগ্গিরই দেখা দেবে কিনা সেটা হিসাবে রাখতে হবে, অন্য ধারাটি হল বুর্জোয়া ধারা, তাতে বলা হচ্ছে যে তাদের কাছে রাষ্ট্রীয় বৃহৎশক্তি প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় স্বাধীনতাই সবচেয়ে মূল্যবান ও সবচেয়ে উঁচু।

প্রথম প্রকাশিত ১৯২০ সালে
'চতুর্থ সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির অধিবেশনের মিনিট্স।
স্টেনোগ্রাফিক রিপোর্ট' পুস্তকে, মস্কো

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৬শ খণ্ড, পৃঃ ২৪৬—২৫৪

'বামপন্থী' ছেলেমানুষি ও পেটি বুর্জোয়াপনা

প্রবন্ধ থেকে

সোভিয়েত রাজের আশু কর্তব্য বিষয়ে আমার পুস্তিকায় যা বলেছিলাম তা 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' ছোট গ্রুপটির প্রকাশিত নিজস্ব পত্রিকা 'কমিউনিস্ট' (১ম সংখ্যা, ২০শে এপ্রিল, ১৯১৮) এবং তাদের 'থিসিস' থেকে সমর্থিত হচ্ছে। পেটি বুর্জোয়া যে শিথিলতা মাঝে মাঝে 'বামপন্থী' ধ্বনির আড়াল নেয়, তা সমর্থনের সমগ্র বাতুলতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ রাজনৈতিক সাহিত্যে এর বেশি আশা করা যায় না। 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' যুক্তিগুলির বিচার হিতকর ও আবশ্যক, কেননা এটা চলতি মুহূর্তটার বৈশিষ্ট্য; এগুলিতে অসাধারণ স্পষ্টতায় নেতিবাচকভাবে ফুটে উঠেছে এ মুহূর্তটার 'মূলকথা'; যুক্তিগুলি শিক্ষাপ্রদ কেননা এ লোকগুলি হল বর্তমান মুহূর্তে যারা বুঝছে না তাদের মধ্যেকার সেরা লোক, জ্ঞান ও নিষ্ঠার দিক থেকে যারা একই ভুলের **মামুলী** প্রতিনিধিদের চেয়ে অর্থাৎ বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের চেয়ে বহু ঊর্ধ্বে।

১

রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে অথবা রাজনৈতিক ভূমিকার দাবিদার হিসাবে 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' গ্রুপ তাদের 'বর্তমান মুহূর্তের থিসিস' দিয়েছে। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজেদের রণকৌশলের মূলনীতিগুলির সুসম্বদ্ধ ও সামগ্রিক বিবরণ দেওয়ার এই রীতিটি ভালো মার্কসবাদী রীতি। এবং এই

উত্তম মার্কসবাদী রীতিটি থেকেই আমাদের 'বামপন্থীদের' ভুল উদ্ঘাটনে সাহায্য হচ্ছে, কেননা ঘোষণাদানের বদলে যুক্তি দেবার চেষ্টা করলেই যুক্তির অসারতা ফাঁস হয়ে যায়।

ব্রেস্ত শান্তি চুক্তি করা সঠিক ছিল কিনা এই পুরনো প্রশ্নটা প্রসঙ্গে আভাস, ইঙ্গিত ও কথার প্যাঁচের প্রাচুর্যটা চোখে লাগে সবচেয়ে আগে। এ প্রশ্নটা সরাসরি হাজির করতে 'বামপন্থীরা' সাহস পায় নি এবং হাস্যকরভাবে ডিগবাজি খেয়েছে তারা, যুক্তির পর যুক্তির পাহাড় গড়েছে, বিচক্ষণতার খোঁজ করেছে, সর্বতোভাবে বিশ্লেষণ করেছে যত রকমের 'একদিক থেকে এই' এবং 'অন্যদিক থেকে ওই', যত রাজ্যের বিষয় নিয়ে ভাবিত হয়েছে এবং কীভাবে নিজেরাই নিজেদের পরাস্ত করছে সেটা না দেখবার চেষ্টা করছে। পার্টি কংগ্রেসে শান্তির বিপক্ষে ছিল ১২ ভোট আর পক্ষে ২৮ এই সংখ্যাটা 'বামপন্থীরা' সযত্নে তুলে ধরেছে, কিন্তু সোভিয়েত কংগ্রেসে বলশেভিক গ্রুপের বহু শত ভোটের মধ্যে তারা যে দশমাংশেরও কম পেয়েছিল সে সম্পর্কে সবিনয়ে নির্বাক থেকেছে। 'তত্ত্ব' বানানো হয়েছে এই যে শান্তিটা কার্যকরী করে 'ক্লান্ত ও শ্রেণীচ্যুতরা', শান্তির বিরুদ্ধে নাকি ছিল 'দক্ষিণের অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিকতর প্রাণবান ও শস্যসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলির শ্রমিক ও কৃষকেরা'... এতে না হেসে পারা যায়? সারা ইউক্রেন সোভিয়েত কংগ্রেসে যে শান্তির পক্ষে ভোট পড়েছিল সে সম্পর্কে টুঁ শব্দটি নেই, রাশিয়ায় শান্তির বিরোধী টিপিক্যাল পেটি বুর্জোয়া ও শ্রেণীচ্যুত সমাহারটির (বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি) সামাজিক ও শ্রেণী চরিত্র নিয়ে কথাটি নেই। 'বিজ্ঞানসম্মত' মজাদার সব ব্যাখ্যা দিয়ে বিশুদ্ধ ছেলেমানুষী কায়দায় চাপা দেওয়া হয়েছে নিজেদের ভরাডুবি, চাপা দেওয়া হয়েছে এমন সব প্রত্যক্ষ ঘটনা, যার সরল খতিয়ান টানলেই দেখা যেত যে ঠিক শ্রেণীচ্যুত, বুদ্ধিজীবী পার্টি-'শীর্ষ' ও চুড়োটাই বিপ্লবী পেটি বুর্জোয়া বুলিবাগীশ ধ্বনি দিয়ে শান্তিতে আপত্তি করেছিল, আর শ্রমিক ও শোষিত কৃষকদের **ব্যাপকজনই** শান্তি চালু করে।

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে 'বামপন্থীদের' উল্লিখিত সবকিছু ঘোষণা ও কথার প্যাঁচের মধ্য দিয়েও কিন্তু সাদামাটা ও পরিষ্কার সত্যটা ফুটে বেরয়। থিসিস রচয়িতারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'শান্তি চুক্তিতে আপাতত সাম্রাজ্যবাদীদের আন্তর্জাতিক চক্রান্ত প্রচেষ্টা দুর্বল হয়েছে'

('বামপন্থীদের' এ বক্তব্য নিখুঁত নয়, কিন্তু খুঁত নিয়ে আলোচনার জায়গা নেই এখানে)। 'ইতিমধ্যে শান্তি চুক্তির পরিণামে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সংঘাতবৃদ্ধি হয়েছে।'

এই হল ঘটনা। এইটের তাৎপর্যই **নির্ধারক।** সেই জন্যই শান্তি চুক্তির বিরোধীরা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কার্যত সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুল, ধরা পড়েছিল তাদের ফাঁদে। কেননা কয়েকটি দেশ জুড়ে যতদিন না জেগে উঠছে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এবং এতটা প্রবল বিপ্লব যে তা **আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে** পরাস্ত করতে পারছে, ততদিন একটিমাত্র (বিশেষ করে পশ্চাৎপদ) দেশের বিজয়ী সমাজতন্ত্রীদের প্রত্যক্ষ কর্তব্য হল সাম্রাজ্যবাদী মহাকায়দের সঙ্গে লড়াইয়ে **না** নামা, লড়াই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা, সাম্রাজ্যবদীদের অন্তর্সংঘাত যতদিন তাদের না **আরো** দুর্বল করে তুলছে, অন্যান্য দেশে বিপ্লবকে আরো কাছিয়ে আনছে ততদিন অপেক্ষা করে থাকা। এই সহজ সত্যটা আমাদের 'বামপন্থীরা' জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে বোঝে নি, আর এখনও সেটা খোলাখুলি স্বীকার করতে তারা ভয় পাচ্ছে; তাদের 'একদিকে স্বীকার না করে পারা যায় না, অন্যদিকে কিন্তু মানতে হবে' ধরনের সমস্ত বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে সে সত্য ফুটে বেরুচ্ছে।

'বামপন্থীরা' তাঁদের থিসিসে লিখছেন: 'সামনের বসন্ত ও গ্রীষ্মের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিপর্যয় শুরু হওয়া উচিত, যুদ্ধের বর্তমান পর্যায়ে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিজয় ঘটলে সেটা শুধু বিলম্বিত হবে এবং তখন আরো তীব্র রূপেই প্রকাশ পাবে।'

বৈজ্ঞানিকতার সবকিছু শখ সত্ত্বেও সূত্রায়ণটা এখানে আরো বেশি ছেলেমানুষের মতো ও অযথার্থ। বাচ্চাদের বৈশিষ্ট্যই হল বিজ্ঞানকে এমনভাবে 'বোঝা' যেন কোন বছরে বসন্তে ও গ্রীষ্মে নাকি শরতে ও শীতে 'বিপর্যয় শুরু হওয়া' 'উচিত', সেটা বিজ্ঞান নির্দিষ্ট করে দিতে পারে!

এ হল যা জানা অসম্ভব সেটা জানার হাস্যকর নিষ্ফল চেষ্টা। গুরুত্বমনা কোনো রাজনীতিক কদাচ বলবে না **কবে** 'ব্যবস্থার' কোন বিপর্যয় 'শুরু হওয়া উচিত' (এবং সেটা আরো এই জন্য যে **ব্যবস্থার** বিপর্যয় ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, প্রশ্ন হল **বিশেষ বিশেষ** দেশে তার বিস্ফোরণের মুহূর্ত নিয়ে)। কিন্তু সূত্রায়ণের ছেলেমানুষী অসহায়তার মধ্য দিয়েও ফুটে বেরচ্ছে তর্কাতীত এই সত্য: বেশি অগ্রসর অন্যান্য দেশে বিপ্লবের বিস্ফোরণ এখন

শান্তির মুহূর্ত থেকে পাওয়া 'দম নেবার অবকাশের' মাস খানেক পর **আরো কাছিয়ে এসেছে** মাস দেড়েক আগের চেয়ে।

তার অর্থ?

তার অর্থ শক্তি অনুপাতের হিসাব করতে হবে, সমাজতন্ত্র যখন দুর্বল এবং যখন যুদ্ধের ফলাফল সম্ভাবনা সমাজতন্ত্রের পক্ষে লাভজনক **নয়** বলে জানাই আছে, তখন সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধটা সহজ করে সাম্রাজ্যবাদকে **সাহায্য করা নয়** — এই কথা চাঞ্চল্যপ্রিয়দের মাথায় ঢোকাতে চেয়েছিল শান্তির যে পক্ষপাতীরা তারাই পুরোপুরি সঠিক এবং ইতিহাস তাদের ন্যায্যতা ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছে।

কিন্তু আমাদের 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা, যারা আবার নিজেদের 'প্রলেতারীয়' কমিউনিস্ট বলতেও ভালোবাসে, (প্রলেতারীয়ত্ব তাদের মধ্যে খুবই কম এবং পেটি বুর্জোয়াত্ব খুবই বেশি বলেই), তারা শক্তি অনুপাত নিয়ে, শক্তি অনুপাতের খতিয়ান নিয়ে ভাবতে পারে না। মার্কসবাদ ও মার্কসবাদী রণকৌশলের এইটেই হল মূলকথা, কিন্তু সে 'মূলকথাটা' তারা পাশ কাটিয়ে যায় সগর্ব সব বুলি দিয়ে, যথা:

'...জনগণের মধ্যে নিষ্ক্রিয় 'শান্তি মনোবৃত্তির' প্রবলতা হল বর্তমান রাজনৈতিক মুহূর্তের বাস্তব ঘটনা...'

একেবারেই হীরের টুকরো! তিন বছরের একান্ত জ্বালিয়ে-মারা ও একান্ত প্রতিক্রিয়াশীল এক যুদ্ধের পর সোভিয়েত রাজ ও তার সঠিক, বুলিবাগীশিতে-পা-না-দেওয়া রণকৌশলের কল্যাণে জনগণ পেয়েছে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, একেবারে অল্প, নড়বড়ে ও একান্ত-অপূর্ণ একটা দম নেবার অবকাশ আর 'বামপন্থী' পুঁচকে বুদ্ধিজীবীরা আত্মপ্রেমী নার্সিসাসের (৫১) মহিমা নিয়ে ভাবগভীর বাণী দিচ্ছেন: 'জনগণের মধ্যে (???) নিষ্ক্রিয় (!!! ???) শান্তি মনোবৃত্তির প্রবলতা (!!!)।' পার্টি কংগ্রেসে যে আমি বলেছিলাম যে 'বামপন্থীদের' পত্রপত্রিকার 'কমিউনিস্ট' নাম দিলে চলবে না, 'শ্লিয়াখতিচ' নাম দেওয়া উচিত, সেটা কি ঠিক বলি নি?*

কেননা মেহনতীদের, শোষিত জনগণের জীবনাবস্থা ও মনোবৃত্তি খানিকটা বোঝে এমন কোনো কমিউনিস্ট কি কখনো এক নবাব বা

---

* বর্তমান সঙ্কলনের পৃঃ ৯৭ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

শ্লিয়াখ্‌তিচের মেজাজওয়ালা শ্রেণীচ্যুত টিপিক্যাল বুদ্ধিজীবী ও পেটি বুর্জোয়ার এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সরে যেতে পারে যাতে 'শান্তির মনোবৃত্তিকে' ঘোষণা করা হয় 'নিষ্ক্রিয়' বলে আর পিচবোর্ডের তরবারি আস্ফালনটাকে ভাবা হয় 'সক্রিয়তা'? কেননা, তিন বছরের রক্তস্নানে জর্জরিত জনগণ যে অবকাশ ছাড়া লড়তে অক্ষম, জাতীয় আয়তনে সংগঠিত করতে না পারলে যুদ্ধ থেকে প্রলেতারীয় লৌহ শৃঙ্খলার নয়, পেটি বুর্জোয়া ভাঙনের মনোভাবই যে দেখা দেয়, সর্বজনবিদিত ও ইউক্রেনের যুদ্ধে পুনরপি প্রমাণিত এই ঘটনাটা যখন আমাদের 'বামপন্থীরা' এড়িয়ে যায় তখন সেটা নিতান্তই পিচবোর্ডের তরবারি আস্ফালন। 'কমিউনিস্ট' পত্রিকায় প্রতি পদেই আমরা দেখছি যে আমাদের 'বামপন্থীরা' প্রলেতারীয় লৌহ শৃঙ্খলা ও তার প্রস্তুতির কথাটা বোঝে না, শ্রেণীচ্যুত পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর মনোবৃত্তিতে তারা একেবারে আচ্ছন্ন।

২

কিন্তু যুদ্ধ নিয়ে 'বামপন্থীদের' উক্তিগুলো হয়ত বা ছেলেমানুষী আবেগ মাত্র, তাও সেটা অতীত প্রসঙ্গেই, তাই তাতে এতটুকু রাজনৈতিক তাৎপর্য নেই? কেউ কেউ আমাদের 'বামপন্থীদের' এই বলে রক্ষা করে। কিন্তু কথাটা সঠিক নয়। যদি রাজনৈতিক নেতৃত্বের দাবি করতে হয়, তাহলে রাজনৈতিক কর্তব্য **ভেবে ঠিক করতে** পারা চাই, আর তা না থাকলে 'বামপন্থীরা' পরিণত হয় দোলায়মানতার মেরুদন্ডহীন প্রচারকে, যার বাস্তব তাৎপর্য শুধু একটি: এই দোলায়মানতা দিয়ে 'বামপন্থীরা' রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে যে যুদ্ধটা অলাভজনক বলে জানা আছে তাতে তাকে প্ররোচিত করতে **সাহায্য করছে** সাম্রাজ্যবাদীদের, আমাদের ফাঁদে ঠেলে দেবার জন্য **সাহায্য করছে** সাম্রাজ্যবাদীদের। শুনুন কী বলা হয়েছে:

'...আন্তর্জাতিক বিপ্লবী পথ থেকে সরে গিয়ে, অনবরত যুদ্ধ এড়িয়ে ও আন্তর্জাতিক পুঁজির আক্রমণের সামনে পিছু হটে, 'স্বদেশী পুঁজিকে' ছাড় দিয়ে রুশ শ্রমিক বিপ্লব 'আত্মরক্ষা করতে' পারে না।'

'এই দিক থেকে আবশ্যক: কথায় ও কাজে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী প্রচারকে ঐক্যবদ্ধ করার মতো দৃঢ়সংকল্প আন্তর্জাতিক শ্রেণী পলিসি এবং আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে (আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ার সঙ্গে নয়) আঙ্গিক সম্পর্কের শক্তিবৃদ্ধি...'

আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে এখানে যে আক্রমণ আছে তা নিয়ে বিশেষ করে পরে বলব। লক্ষ্য করুন বহির্নীতির ক্ষেত্রে বুলির উদ্দামতা — আর সেই সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে ভীরুতা। সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচকদের হাতিয়ার হতে ও **বর্তমান** মুহূর্তে ফাঁদে পা দিতে যারা চায় না তাদের সকলের পক্ষেই কোন রণকৌশল **বাধ্যতামূলক**? প্রতিটি রাজনীতিককেই এ প্রশ্নের সোজাসুজি পরিষ্কার জবাব দিতে হবে। আমাদের পার্টির জবাবটা সুবিদিত: **বর্তমান** মুহূর্তে **পিছু হটতে** হবে, লড়াই এড়াতে হবে। আমাদের 'বামপন্থীরা' বিপরীত কথাটা বলতে সাহস পাচ্ছে না, শূন্যে গুলি ছুড়ছে: 'দৃঢ়সংকল্প আন্তর্জাতিক শ্রেণী পলিসি'!!

এ হল লোক ঠকানো। এই মুহূর্তে লড়তে যদি চান, তবে সেটা সোজাসুজি বলুন। এই মুহূর্তে **পেছু হটতে** যদি না চান, সেটা সোজাসুজি বলুন। নইলে আপনাদের অবজেকটিভ ভূমিকায় আপনারা সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনার হাতিয়ার। আর আপনাদের সাবজেকটিভ 'মনোবৃত্তিটা' হল ক্ষিপ্ত পেটি বুর্জোয়ার মনোবৃত্তি, যে গর্জন করে ও হামবড়াই করে কিন্তু মনে মনে ভালোই টের পাচ্ছে যে পিছু হটে ও সংগঠিতভাবে পিছু হটার চেষ্টা করে প্রলেতারিয়েত **ঠিকই করছে**; — এটা ভেবে প্রলেতারিয়েত ঠিকই করছে যে যতদিন পর্যন্ত শক্তি না থাকছে ততদিন এমন কি উরাল পর্যন্ত হলেও পিছু হটতে হবে (প্রতীচ্য ও প্রাচ্য উভয় সাম্রাজ্যবাদের সামনে), কেননা পশ্চিমে বিপ্লব পেকে ওঠার পর্বে, যে বিপ্লবকে 'গ্রীষ্মে বা বসন্তে' শুরু হতে 'হবে' না, ('বামপন্থীদের' বাচালতা সত্ত্বেও) কিন্তু **প্রতি মাসেই** যে বিপ্লব কাছিয়ে আসছে ও আরো সম্ভাব্য হয়ে উঠছে, এইটেই জেতার **একমাত্র** চান্স।

'বামপন্থীদের' 'নিজস্ব' পলিসি নেই; **বর্তমান মুহূর্তে** পিছু হটা নিষ্প্রয়োজন এ ঘোষণা করতে তারা **অক্ষম**। পিছলে যেতে চায় তারা কথার প্যাঁচ কষে, **বর্তমান মুহূর্তে** যুদ্ধ এড়ানোর প্রশ্নের বদলে তারা টেনে আনে 'অবিরাম' যুদ্ধ এড়ানোর প্রশ্ন। সাবানের ফেনার ফানুস ছাড়ে তারা: 'কাজ দিয়ে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী প্রচার'!! কী তার অর্থ?

এর অর্থ হওয়া সম্ভব এই দুইয়ের মাত্র একটি: হয় এটা নজ্‌দ্রিওভপনা(৫২), নয় আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ। খোলাখুলি এ প্রলাপ উচ্চারণ সম্ভব নয়, তাই প্রতিটি সচেতন প্রলেতারীয়র উপহাস থেকে 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের বাঁচতে হচ্ছে

তূর্যনাদী ও শূন্যগর্ভ বুলির আড়ালে: দেখাই যাক না, 'কাজ দিয়ে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী প্রচার' জিনিসটার সঠিক অর্থ কী তা হয়ত অমনোযোগী পাঠক লক্ষ্য করবে না।

গুরুগম্ভীর বুলি বিতরণ—এ হল শ্রেণীচ্যুত পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর বৈশিষ্ট্য। সংগঠিত প্রলেতারীয়-কমিউনিস্টরা নিশ্চয় এই 'অভ্যাসের' জন্য তাদের শায়েস্তা করবে অন্ততপক্ষে উপহাস ও সমস্ত দায়িত্বশীল পদ থেকে বিতাড়নের ব্যবস্থা করে। এই তিক্ত সত্যটা জনগণকে বলা উচিত স্পষ্ট করে, পরিষ্কার করে, সোজাসুজি: জার্মানিতে সমর পার্টিটি আরো একবার প্রাধান্য লাভ করবে (সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের অর্থে) সেটা সম্ভব এমন কি হয়ত নিশ্চিত এবং আনুষ্ঠানিক অথবা নীরব বোঝাপড়ায় জাপানের সঙ্গে মিলে জার্মানি আমাদের খণ্ডিত ও দলিত করবে। চিৎকারপ্রিয়দের কথায় কান না দিতে চাইলে আমাদের রণকৌশল হওয়া উচিত: অপেক্ষা করা, বিলম্বিত করা, যুদ্ধ এড়ানো, পিছু হটা। আমরা যদি চিৎকারপ্রিয়দের দূর করে সত্যিকারের লৌহদৃঢ়, সত্যিকারের প্রলেতারীয়, সত্যিকারের কমিউনিস্ট শৃঙ্খলা গড়ে তুলে নিজেদের 'টেনে তুলতে' পারি, তাহলে বহু মাস লাভ করার গুরুতর চান্স আমাদের আছে। এবং সে ক্ষেত্রে এমন কি (সর্বাধিক নিকৃষ্ট পরিস্থিতিতে) উরাল পর্যন্ত পিছু হটে আমরা আমাদের সহযোগীদের পক্ষে (আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত) আমাদের সাহায্যে আসতে পারার সম্ভাবনা, বিপ্লবের সূত্রপাত থেকে বিপ্লবের বিস্ফোরণের মাঝখানে ব্যবধানটা (ক্রীড়ার পরিভাষায় বললে) 'মেরে আনার' সম্ভাবনা **সহজ করে দেব।**

এই এবং কেবল এই রণকৌশলেই আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া একটা বাহিনীর সঙ্গে অন্যান্য বাহিনীর যোগাযোগ কার্যত জোরদার হবে আর আপনাদের ক্ষেত্রে, পেয়ারের 'বামপন্থী কমিউনিস্টরা', দাঁড়াবে কেবল, সত্যি কথা বললে, একটা গুরুগম্ভীর বুলির সঙ্গে আরেকটা গুরুগম্ভীর বুলির 'আঙ্গিক সম্পর্কের শক্তিবৃদ্ধি'। সেটা খারাপ 'আঙ্গিক সম্পর্ক'!

এবং আপনাদের বুঝিয়ে বলি, প্রিয় বন্ধু, কেন আপনাদের কপালে এই দুর্ভাগ্য ঘটেছে: কেননা বিপ্লবের ধ্বনিগুলি ভেবে বার করার চাইতে তা আপনারা মুখস্থ ও ঠোঁটস্থ করে রাখেন। সেই জন্যই আপনারা 'সমাজতান্ত্রিক

পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা' কথাটা উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে দেন, যাতে নিশ্চিতই আপনাদের ব্যঙ্গ প্রচেষ্টাই বোঝানো উচিত, কিন্তু আসলে তাতে আপনাদের মাথায় গোবরের প্রমাণই মিলছে। 'প্রতিরক্ষাবাদকে' আপনারা বিশ্রী ও জঘন্য একটা ব্যাপার বলেই ভাবতে অভ্যস্ত, সেটা আপনারা মনে রেখেছেন ও মুখস্থ করে রেখেছেন, এটা আপনারা ভয়ানক রকম ঠোঁটস্থ করে রেখেছেন এমন জেদে যে আপনাদের কয়েকজন এই উদ্ভট কথাটাই বলে বসেছেন যেন সাম্রাজ্যবাদী **যুগে** পিতৃভূমি রক্ষা জিনিসটাই অমার্জনীয় (প্রকৃতপক্ষে সেটা অমার্জনীয় কেবল বুর্জোয়া পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধে)। কিন্তু আপনারা ভেবে দেখেন নি কেন ও কখন 'প্রতিরক্ষাবাদটা' জঘন্য জিনিস।

পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা মানার অর্থ যুদ্ধটার বৈধতা ও ন্যায্যতা স্বীকার করা। কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধতা ও ন্যায্যতা? কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েত এবং মুক্তির জন্য তার সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে; অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গি আমরা মানি না। যুদ্ধ যদি চালায় শোষক শ্রেণী, শ্রেণী হিসাবে নিজ প্রভুত্ব জোরদার করার লক্ষ্যে, তাহলে সে যুদ্ধ অপরাধ, এবং **সে** যুদ্ধে 'প্রতিরক্ষাবাদ' হল পাষণ্ডতা এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। যুদ্ধ যদি চালায় নিজ দেশের বুর্জোয়ার ওপর বিজয়ী প্রলেতারিয়েত এবং চালায় সমাজতন্ত্রের সংহতি ও বিকাশের জন্য তাহলে সে যুদ্ধ বৈধ ও 'পবিত্র'।

১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবরের পর আমরা প্রতিরক্ষাবাদী। একান্ত সুনির্দিষ্টতায় এ কথাটা আমি বহুবার বলেছি এবং তাতে আপত্তি করার সাহস নেই আপনাদের। আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে 'যোগাযোগ জোরদার করার' স্বার্থেই **সমাজতান্ত্রিক** পিতৃভূমি রক্ষা করা **বাধ্যতামূলক।** আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করবে সেই ব্যক্তি যে এমন দেশের প্রতিরক্ষায় লঘুচিত্ততা অবলম্বন করে যেখানে প্রলেতারিয়েত ইতিমধ্যেই বিজয়ী হয়েছে। আমরা যখন ছিলাম শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি, তখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পিতৃভূমি রক্ষার প্রসঙ্গে আমরা লঘুচিত্ততা দেখাই নি, নীতিগতভাবে আমরা সে প্রতিরক্ষা অস্বীকার করেছি। যখন আমরা পরিণত হই সমাজতন্ত্র গঠন করতে নামা শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধিতে, তখন দেশের প্রতিরক্ষার প্রতি সকলের কাছ থেকেই **গুরুত্ব** প্রদর্শনের দাবি করি আমরা। আর দেশের প্রতিরক্ষা প্রসঙ্গে গুরুত্ব অবলম্বন করার অর্থ আমূলভাবে তৈরি

হওয়া ও কঠোরভাবে শক্তি অনুপাতের হিসাব করা। যদি জানাই থাকে যে শক্তি কম, তাহলে প্রতিরক্ষার সর্বোত্তম উপায় হল **দেশের গভীরে পিছু হটা** (এ কথায় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটিতে সূত্রের অপপ্রয়োগ হচ্ছে বলে যাঁর মনে হবে তিনি সামরিক ব্যাপারের অন্যতম মহান লেখক বৃদ্ধ ক্লাউজেভিৎসের বই পড়ে এ ব্যাপারে ইতিহাসের শিক্ষাসার কী দেখতে পারেন)। কিন্তু 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' মধ্যে এতটুকু আভাস পর্যন্ত নেই যে তাঁরা শক্তি অনুপাতের তাৎপর্যটা বুঝেছেন।

আমরা যখন ছিলাম নীতিগতভাবে প্রতিরক্ষাবাদের বিরোধী, তখন যারা তথাকথিত সমাজতন্ত্রের স্বার্থে নিজ পিতৃভূমি 'বাঁচাতে' চেয়েছিল তাদের উপহাস করার অধিকার ছিল আমাদের। যখন আমরা প্রলেতারীয় প্রতিরক্ষাবাদী হবার অধিকার অর্জন করলাম, তখন সমস্যার সমগ্র উপস্থাপনটা আমূল বদলে গেছে। আমাদের কর্তব্য দাঁড়াচ্ছে অতি সাবধানে শক্তির পরিমাপ করা, আমাদের সহযোগী (আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত) এসে পৌঁছতে পারবে কিনা তার নিখুঁত হিসেব করা। পুঁজিবাদের স্বার্থ হল সব দেশের মজুরেরা সম্মিলিত হয়ে উঠতে (কার্যক্ষেত্রে, অর্থাৎ বিপ্লব শুরু করে) পারার আগে খণ্ডে খণ্ডে শত্রুকে (বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে) পরাস্ত করা। আমাদের স্বার্থ — একটি মহান আন্তর্জাতিক ফৌজে বিপ্লবী বাহিনীগুলির সেরূপ সম্মিলনের মুহূর্ত পর্যন্ত (অথবা সে মুহূর্তের **'পরে পর্যন্ত'**) চূড়ান্ত লড়াইটা বিলম্বিত করার জন্য সম্ভবপর সবকিছু করা, এমন কি সামান্যতম চান্সেরও সদ্ব্যবহার করা।

প্রকাশিত ৯ই, ১০ই ও ১১ই মে, ১৯১৮
'প্রাভদা', ৮৮, ৮৯ ও ৯০ নং
স্বাক্ষর: ন. লেনিন

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৩৬শ খণ্ড, পৃঃ ২৮৫—২৯৩

কমিউনিজমে 'বামপন্থার' শিশু রোগ

বই থেকে

বলশেভিকবাদ তার নিজ পার্টির 'বামপন্থী' বিচ্যুতির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালায় তা দুইবার বিশেষ রকমের বৃহৎ আয়তন লাভ করে: ১৯০৮ সালে একান্ত প্রতিক্রিয়াশীল 'পার্লামেণ্টে' এবং একান্ত প্রতিক্রিয়াশীল আইনে সংকুচিত আইনসঙ্গত শ্রমিক সমিতিগুলিতে অংশ নেবার প্রশ্নে এবং ১৯১৮ সালে (ব্রেস্ত শান্তি) কোনো রকম 'আপোস' করা চলে কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে।

একান্ত প্রতিক্রিয়াশীল 'পার্লামেণ্টে'(৫৩) অংশগ্রহণের আবশ্যিকতা কোনোক্রমেই বুঝতে না চাওয়ার ফলে ১৯০৮ সালে 'বামপন্থী' বলশেভিকরা আমাদের পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়। 'বামপন্থীদের' মধ্যে অনেকেই ছিলেন চমৎকার বিপ্লবী, পরে সসম্মানে তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন (ও এখনো আছেন) — এই 'বামপন্থীরা' বিশেষ নির্ভর করছিলেন ১৯০৫ সালের বয়কটের সার্থক অভিজ্ঞতার ওপর। ১৯০৫ সালের আগস্টে জার যখন পরামর্শমূলক 'পার্লামেণ্ট' আহবানের ঘোষণা জানান(৫৪), বলশেভিকরা তা বয়কটের ঘোষণা করেন — সমস্ত বিরোধী দল ও মেনশেভিকদের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও — এবং ১৯০৫ সালের অক্টোবর বিপ্লবে সত্য সত্যই তা ভেসে যায়। বয়কট তখন সঠিক হয়েছিল এই জন্য নয় যে সাধারণভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল পার্লামেণ্টে অংশগ্রহণ না করাই ঠিক, বরং এই জন্য যে গণ ধর্মঘট থেকে রাজনৈতিক ধর্মঘট, তারপরে বিপ্লবী ধর্মঘট ও তারপরে অভ্যুত্থানে দ্রুত পরিণতির দিকে চলছে যে বাস্তব পরিস্থিতি তার মূল্যায়ণটা অভ্রান্ত ছিল। তাছাড়া, প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান আহবানের ভার জারের হাতেই

ছেড়ে দেওয়া হবে, নাকি সবেকী রাজক্ষমতার হাত থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে এই নিয়েই তখন লড়াইটা চলছিল। অনুরূপ বাস্তব পরিস্থিতির বিদ্যমানতার তথা তার বিকাশের একই গতিমুখ ও গতিহারের যেহেতু নিশ্চয়তা ছিল না, থাকা সম্ভব ছিল না, সেইহেতু বয়কটও আর সঠিক ছিল না।

১৯০৫ সালে বলশেভিকদের 'পার্লামেণ্ট' বয়কটে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত অসাধারণ মূল্যবান রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়, দেখা যায় যে আইনী ও বেআইনী, পার্লামেণ্টারী ও পার্লামেণ্ট-বহির্ভূত ধরনের সংগ্রাম মেলাবার সময় কখনো কখনো পার্লামেণ্টারী ধরন প্রত্যাখ্যান করতে পারাটা হিতকর এমন কি বাধ্যতামূলক। কিন্তু অন্ধের মতো অনুকরণ করে, বিনা বিচারে সে অভিজ্ঞতা **অন্য** পরিস্থিতিতে, **অন্য** পরিবেশে চালাতে যাওয়া মহা ভুল। ১৯০৬ সালেই বলশেভিকগণ কর্তৃক 'দুমা' বয়কট ভুল হয়েছিল, যদিও খুব বড়ো ভুল নয় এবং সহজেই সংশোধনীয়*। গুরুতর রকমের এবং দুরারোগ্য ভুল হল ১৯০৭, ১৯০৮ ও পরবর্তী বছরগুলির বয়কট, যখন একদিকে অতি দ্রুত বিপ্লবী তরঙ্গের জোয়ার ও তার অভ্যুত্থানে উৎক্রমণের আশা করা ছিল অসম্ভব, এবং অন্যদিকে পুনঃসংস্কৃত বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের সমগ্র ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে দেখা দিচ্ছিল আইনী ও বেআইনী কাজ মেলাবার আবশ্যিকতা। আজ যখন পূর্ণসমাপ্ত ঐতিহাসিক পর্বটার দিকে দৃষ্টিপাত করি, যার সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়গুলির সম্পর্ক এখন পুরোপুরি ফুটে উঠেছে, তখন বিশেষ রকমের পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, বলশেভিকরা যদি সংগ্রামের বেআইনী রূপের সঙ্গে আইনী রূপ **বাধ্যতামূলকভাবে** মেলানোর অভিমত, একান্ত প্রতিক্রিয়াশীল পার্লামেণ্টে ও একান্ত প্রতিক্রিয়াশীল আইনে সঙ্কুচিত একসারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে (বীমা তহবিল ইত্যাদি) **বাধ্যতামূলক** অংশগ্রহণের অভিমত কঠোরতম সংগ্রামের মাধ্যমে সমর্থন না করত, তাহলে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী পার্টির দৃঢ় কোষকেন্দ্রটি ১৯০৮—১৯১৪ সালে

---

* একজন লোকের পক্ষে যা খাটে, যথাযোগ্য অদলবদল সহ তা রাজনীতি ও পার্টিগুলির পক্ষেও প্রযোজ্য। যে ভুল করে না, সেই বিজ্ঞ, তা নয়। তেমন লোক নেই, থাকতেও পারে না। সেই বিজ্ঞ যে খুব গুরুতর রকমের ভুল করে না এবং সহজেই ও অচিরেই তা শুধরে নেয়।

টিকিয়ে রাখতে (সংহত করা, বাড়িয়ে তোলা, শক্তিশালী করা তো দূরের কথা) **পারত না।**

১৯১৮ সালে ব্যাপারটা ভাঙন পর্যন্ত গড়ায় নি। 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা তখন আমাদের পার্টির ভিতরে একটা বিশেষ গোষ্ঠী বা 'ফ্যাকশনই' শুধু গড়ে তোলে, তাও বেশি দিনের জন্য নয়। ওই ১৯১৮ সালেই 'বামপন্থী কমিউনিজমের' বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা, যথা রাদেক ও বুখারিন প্রকাশ্যেই নিজেদের ভুল স্বীকার করেন। তাঁদের মনে হয়েছিল ব্রেস্ত শান্তি নীতিগতভাবে অননুমোদনীয় এবং তা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিপ্লবী প্রলেতারীয় পার্টির অনিষ্টকর আপোস। এটা সত্যিই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোসই বটে, কিন্তু এমন আপোস ও এমন অবস্থায় যা **বাধ্যতামূলক।**

বর্তমানে যখন ব্রেস্ত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর নিয়ে আমাদের রণকৌশলকে আক্রমণ করতে শুনি ধরা যাক 'সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের', অথবা আমার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে কমরেড ল্যান্সবেরিকে বলতে শুনি: 'আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের ইংরেজ নেতারা বলেন, বলশেভিকদের পক্ষে যদি আপোস চলে, তাহলে আমাদের পক্ষেও চলবে', তখন জবাবে আমি সর্বাগ্রে সাধারণভাবে একটি সহজ ও 'জনবোধ্য' তুলনা দিতে চাই:

কল্পনা করুন, সশস্ত্র ডাকাতে আপনার মোটর গাড়িটা আটকেছে। আপনি ওদের দিয়ে দিলেন টাকাপয়সা, পাসপোর্ট, রিভলভার, মোটর গাড়িটাও। দস্যুদলের মধুর সাহচর্য থেকে আপনি রেহাই পেলেন। জলজ্যান্ত আপোস, কোনো সন্দেহ নেই। 'Do ut des' (তোমায় টাকাকড়ি, হাতিয়ার, মোটর গাড়িটা 'দিচ্ছি', তুমি আমায় ভালোয় ভালোয় নিরাপদে 'যেতে দাও')। কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে নি এমন লোক পাওয়া ভার যিনি অনুরূপ আপোসকে 'নীতিগতভাবে অননুমোদনীয়' বলে ধিক্কার দেবেন অথবা সে রূপ আপোস যে করেছে তাকে দস্যুদের সহযোগী বলে দোষী করবেন (যদিও ডাকাতরা মোটরে বসে তারই হাতিয়ারটা নিয়ে নতুন ডাকাতি করতে পারে)। জার্মান সাম্রাজ্যবাদের ডাকাতদের সঙ্গে আমাদের আপোসটা ছিল এই রকম আপোস।

আর রাশিয়ার মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, জার্মানির শাইদেমানপন্থীরা (এবং বহুলাংশে কাউৎস্কিপন্থীরা), অস্ট্রিয়ায় অত্তো বাউয়ের ও ফ্রিদরিখ আদলের (শ্রীমান রেন্নের কোম্পানির কথা ছেড়েই দিলাম),

ফ্রান্সে রেনোদেল ও লঙ্গে কোম্পানি, ইংলণ্ডের ফ্যাবীয়রা, 'স্বাধীন' ও 'ত্রুদোভিকরা' ('লেবর পার্টি') যখন ১৯১৪—১৯১৮ সালে এবং ১৯১৮—১৯২০ সালে নিজ দেশের বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের **বিরুদ্ধে** নিজেদের এবং কখনো কখনো 'আঁতাঁতের' বুর্জোয়া ডাকাতদের সঙ্গে **আপোস** করে, তখন এই সমস্ত মহাশয়েরাই কাজ করেন **দস্যুতার সহযোগী** হিসাবেই।

সিদ্ধান্তটা পরিষ্কার: 'নীতিগতভাবে' আপোস অস্বীকার করা, আপোসটা যে ধরনেরই হোক, সাধারণভাবেই তা অনুমোদন না করা হল ছেলেমানুষি, সেটায় গুরুত্ব সহকারে কান দেওয়াই কঠিন। যে রাজনীতিক বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের উপকারে লাগতে চান তাঁকে ঠিক সেই সব আপোসের **নির্দিষ্ট-প্রত্যক্ষ** ঘটনা তফাৎ করে নিতে হবে, যা চলবে না, যাতে সুবিধাবাদ ও **বিশ্বাসঘাতকতা** প্রকাশ পাচ্ছে, এবং সমালোচনার সমস্ত সামর্থ্য, নির্মম স্বরূপমোচন ও আপোসহীন সংগ্রামের সমস্ত তীক্ষ্নতা তাঁকে পরিচালিত করতে হবে **এই সব প্রত্যক্ষ-নির্দিষ্ট** আপোসের বিরুদ্ধে, 'সাধারণভাবে আপোসের' যুক্তির আড়ালে বহু-অভিজ্ঞ 'কেজো' সমাজতন্ত্রী ও পার্লামেণ্টী জেশুইটদের ফাঁকি দিয়ে দায়িত্ব এড়াতে দেওয়া চলবে না। ট্রেড ইউনিয়নের তথা ফ্যাবীয় সমাজ ও 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' লেবর পার্টির ইংরেজ 'নেতামশায়রা' **তাঁদের অনুষ্ঠিত বিশ্বাসঘাতকতা থেকে,** সত্য সত্যই যার অর্থ নিকৃষ্টতম সুবিধাবাদ, বেইমানি ও বিশ্বাসঘাতকতা, **ঠিক তেমন** আপোসের দায়িত্ব থেকেই ঠিক এইভাবে পালাতে চাইছেন।

আপোস আছে নানা রকমের। প্রতিটি আপোসের অথবা প্রত্যেক ধরনের আপোসের পরিবেশ ও নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারা চাই। যে লোকটা ডাকাতদের টাকাপয়সা ও হাতিয়ার দেয় তাদের দুষ্কর্ম কমাবার জন্য, তাদের পাকড়াও করে গুলি করে মারা সহজ করার জন্য, আর যে লোকটা ডাকাতদের টাকাপয়সা ও হাতিয়ার দেয় ডাকাতে লুটের বখরা নেবার জন্য, এ দুইয়ের মধ্যে তফাৎ করতে পারা চাই। রাজনীতিতে সেটা সর্বদা এই শিশু-সরল দৃষ্টান্তটির মতো মোটেই সহজ নয়। কিন্তু শ্রমিকদের জন্য যিনি এমন ব্যবস্থাপত্র আবিষ্কার করতে চাইবেন যাতে জীবনের সমস্ত ঘটনার জন্যই আগে থেকে উপায় দেওয়া থাকবে অথবা যাতে এই আশ্বাস দেওয়া হবে যে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের রাজনীতিতে কোনো দুরূহতা

ও কোনো গোলমেলে পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না, তিনি নিতান্তই বুজরুক।

বিকৃত ব্যাখ্যার অবকাশ না রাখার জন্য নির্দিষ্ট এক একটি আপোসের বিশ্লেষণের জন্য অতি সংক্ষেপে কয়েকটি মূল নীতির উল্লেখ করতে চেষ্টা করব।

ব্রেস্ত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মারফত যে পার্টিটি জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস করে, সে পার্টিটি ১৯১৪ সালের শেষ থেকে তার আন্তর্জাতিকতা কার্যক্ষেত্রে জাহির করেছিল। জার রাজতন্ত্রের পরাজয় দাবি করতে ও দুই সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রকের মধ্যে যুদ্ধে 'পিতৃভূমি রক্ষার' ধ্বনিকে ধিক্কার দিতে সে ভয় পায় নি। বুর্জোয়া সরকারের মন্ত্রিপদে পৌঁছবার পথটা না নিয়ে এ পার্টির পার্লামেণ্ট সদস্যরা যান সাইবেরিয়ায় (৫৫)। জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন করে বিপ্লব সে পার্টির নতুন ও মহত্তম একটা পরীক্ষা নেয়: 'নিজেদের' সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে কোনো রকম আপোসে না গিয়ে সে পার্টি তাদের উচ্ছেদের জন্য তৈরি হয় ও তাদের উচ্ছেদ করে। রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ করে এ পার্টি জমিদারী ও পুঁজিবাদী মালিকানার চিহ্ন রাখে নি। সাম্রাজ্যবাদীদের গোপন চুক্তি প্রকাশ ও নাকচ করে সে পার্টি **সমস্ত** জাতির নিকট শান্তির প্রস্তাব দেয় এবং ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা শান্তি বানচাল করার পরই এবং বলশেভিকরা জার্মানি ও অন্যান্য দেশে বিপ্লব ত্বরান্বিত করার জন্য মানুষের পক্ষে সম্ভবপর সবকিছু করার পরই কেবল সে পার্টি ব্রেস্ত ডাকাতদের জবরদস্তি মেনে নেয়। সেরূপ পরিস্থিতিতে এইরূপ একটি পার্টির এই ধরনের আপোসের সঠিকতা প্রতিদিনই সকলের কাছে পরিষ্কার ও স্বতঃস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

রাশিয়ার মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা (১৯১৪—১৯২০ সালে সারা বিশ্বে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমস্ত নায়কদের মতোই) শুরু করেছিল বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে 'পিতৃভূমি রক্ষা' অর্থাৎ **নিজস্ব** লুঠেরা বুর্জোয়াদের রক্ষা সমর্থন করে। বিশ্বাসঘাতকতাটা তারা চালিয়ে যায় **নিজ** দেশের বুর্জোয়াদের সঙ্গে জোট বেঁধে এবং নিজ দেশের বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে **নিজেদের** বুর্জোয়াদের সঙ্গে একত্রে লড়াই চালিয়ে। প্রথমে কেরেনস্কি ও কাদেতদের সঙ্গে, পরে রাশিয়ায় কলচাক ও

দোনিকিনের সঙ্গে তাদের ব্লকটা হল সীমান্তপারের যারা সমভাবী **তাদের** দেশের বুর্জোয়ার সঙ্গে তাদের ব্লকের মতোই প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার পক্ষ গ্রহণ। সাম্রাজ্যবাদের ডাকাতদের সঙ্গে **তাদের** আপোসটা হল পুরোপুরি এই যে তারা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী দস্যুতার **সহযোগীতে** পরিণত করেছে।

লিখিত: এপ্রিল-মে, ১৯২০
প্রকাশিত ১৯২০ সালের জুন মাসে
পেত্রগ্রাদে আলাদা পুস্তিকাকারে
রাষ্ট্রীয় প্রকাশভবন থেকে

ভ. ই. লেনিন, রচনাবলী
পঞ্চম রুশ সংস্করণ
৪১শ খণ্ড, পৃঃ ১৭—২২

টীকা

(১) 'অবিলম্বে পৃথক ও রাজ্যগ্রাসী শান্তি চুক্তির প্রশ্নে থিসিস' লেনিন পাঠ করেন ১৯১৮ সালের ৮ই (২১শে) জানুয়ারি কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ও পার্টি কর্মীদের সভায়। সভায় উপস্থিত থাকেন মোট ৬৩ জন। সভার মিনিট্স পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেছে শুধু লেনিনের লেখা ওসিন্স্কি (অবলেন্স্কি), ত্রৎস্কি, লমোভ (অপ্পকভ), কামেনেভ প্রভৃতির বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত নোট।

১১ই (২৪শে) জানুয়ারিতে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে লেনিনের বক্তৃতা থেকে জানা যায় যে লেনিনের থিসিসের পক্ষে ভোট দেন ১৫ জন, ৩২ জন সমর্থন করেন 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' মত এবং ১৬ জন ত্রৎস্কির দৃষ্টিভঙ্গি।

থিসিসগুলি প্রকাশিত হয় কেবল ২৪শে ফেব্রুয়ারি যখন কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রশ্নে লেনিনের সমর্থনে দাঁড়ান। পৃঃ ৫

(২) চতুঃশক্তি জোটে যোগ দেয় জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গারি, বুলগেরিয়া, তুরস্ক। পৃঃ ৭

(৩) ইউক্রেনীয় কেন্দ্রীয় রাদা — ১৯১৭ সালের এপ্রিলে কিয়েভে অনুষ্ঠিত সারা ইউক্রেন জাতীয় কংগ্রেসে ইউক্রেনীয় বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী গ্রুপ ও পার্টির ব্লক থেকে গঠিত প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সংগঠন। রাদার সভাপতি হন ইউক্রেনীয় বুর্জোয়াদের মতপ্রবক্তা ম. স. গ্রুশেভস্কি, সহসভাপতি — ভ. ক. ভিন্নিচেঙ্কো। রাদার সামাজিক ভিত্তি ছিল শহর ও গ্রামের বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী। ইউক্রেনীয় বুর্জোয়া ও জমিদারদের ক্ষমতা শক্তিশালী করার চেষ্টা করে রাদা, ইউক্রেনের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে ইউক্রেনীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

করতে চায়। জাতীয় স্বাধীনতার নিশানের আড়ালে তা ইউক্রেনের জনগণকে স্বপক্ষে টানতে চায়, সারা রুশ বিপ্লবী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের ইউক্রেনীয় বুর্জোয়ার আধিপত্যাধীনে আনতে ও ইউক্রেনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় নিবারণ করতে চায়। ইউক্রেনের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে মতভেদ থাকলেও রাদা রাশিয়ার সাময়িক সরকারকে সমর্থন করে।

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর রাদা নিজেকে 'ইউক্রেনীয় জন প্রজাতন্ত্রের' সর্বোচ্চ সংস্থা বলে ঘোষণা করে, সোভিয়েত রাজের সঙ্গে প্রকাশ্য সংগ্রামে নামে ও সারা রুশ প্রতিবিপ্লবের একটি অন্যতম কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে খার্কভে অনুষ্ঠিত প্রথম সারা ইউক্রেনীয় সোভিয়েত কংগ্রেস থেকে ইউক্রেনে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ঘোষিত নয়। কেন্দ্রীয় রাদার ক্ষমতা উচ্ছেদ হল বলে ঘোষণা করা হয় কংগ্রেসে। রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জনকমিশার পরিষদ ইউক্রেনের সোভিয়েত সরকারকেই ইউক্রেনের একমাত্র বৈধ সরকার বলে স্বীকার করে এবং প্রতিবিপ্লবী রাদার সঙ্গে সংগ্রামে তাকে অবিলম্বে সাহায্যদানের নির্দেশ দেয়। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর ও ১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে সারা ইউক্রেনে কেন্দ্রীয় রাদার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হয় সোভিয়েত রাজ পুনঃস্থাপনের জন্য। ১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে সোভিয়েত সৈন্য ইউক্রেনে আক্রমণ অভিযান চালায় ও বুর্জোয়া রাদার ক্ষমতা উচ্ছেদ করে ২৬শে জানুয়ারি (৮ই ফেব্রুয়ারি) কিয়েভ দখল করে।

পরাস্ত ও সোভিয়েত ইউক্রেন থেকে বিতাড়িত হয়ে এবং মেহনতী জনগণের মধ্যে কোনো ভিত্তি না পেয়ে কেন্দ্রীয় রাদা সোভিয়েত রাজ উচ্ছেদ ও ইউক্রেনে বুর্জোয়া ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জোট বাঁধে। জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শান্তি আলাপের সময় রাদা ব্রেস্ত-লিতোভ্স্কে নিজের প্রতিনিধিদল পাঠায় ও গোপনে জার্মানির সঙ্গে পৃথক চুক্তি করে যাতে ইউক্রেনের শস্য কয়লা ও কাঁচামাল দেবার বদলে সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জার্মানির কাছ থেকে সামরিক সাহায্য পাবার সর্ত থাকে। ১৯১৮ সালের মার্চে অস্ট্রো-জার্মান দখলকারীদের সঙ্গে একত্রে রাদা কিয়েভে ফেরে ও জার্মানদের ক্রীড়নক হয়ে বসে। ইউক্রেনে বিপ্লবী আন্দোলন দমন ও খাদ্য প্রেরণে রাদার একান্ত অসামর্থ্য দেখে জার্মানরা এপ্রিলের শেষে রাদাকে বিতাড়িত করে। পৃঃ ১১

(৪) ভ. ম. চের্নোভ (১৮৭৬—১৯৫২)—সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টির একজন নেতা ও তাত্ত্বিক, বুর্জোয়া সাময়িক সরকারে কৃষিমন্ত্রী, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েতবিরোধী বিদ্রোহের একজন সংগঠক। পৃঃ ১১

(৫) রাষ্ট্রীয় দুমা — প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, ১৯০৫ সালের বিপ্লবী ঘটনাবলীর চাপে জার সরকার এটি আহবান করতে বাধ্য হয়। বাহ্যত রাষ্ট্রীয় দুমা ছিল একটি আইন প্রণয়নী প্রতিষ্ঠান, কিন্তু কার্যত তার কোনো আসল ক্ষমতা ছিল না। তৃতীয় দুমা গঠিত হয় ১৯০৭ সালের ৩রা জুনের নতুন নির্বাচনী আইনের ভিত্তিতে, তাতে জমিদার ও বৃহৎ পুঁজিপতিদের প্রতিক্রিয়াশীল ব্লকটির আধিপত্যের ব্যবস্থা হয়। পৃঃ ১৫

(৬) ১৯১৮ সালের ১১ই (২৪শে) জানুয়ারি কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে লেনিনের বক্তৃতার পর যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়। লেনিনের বিরুদ্ধাচরণ করেন 'বামপন্থী কমিউনিস্টরা' ও ত্রৎস্কি। 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' একাংশ — বুখারিন, উরিৎস্কি, লমোভ (অপ্পকভ) ত্রৎস্কির মত সমর্থন করে বক্তৃতা দেন, যথা: 'শান্তিও নয়, যুদ্ধও নয়।' শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পক্ষে বক্তৃতা দেন স্তালিন, সের্গেয়েভ (আর্তেম), সকোল্‌নিকভ। অবিলম্বে বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষে মাত্র দুজন ভোট দেন, 'বামপন্থী কমিউনিস্টরা' তাই তাঁদের এ ধ্বনির কোনো সাফল্য না দেখে ভোটাভুটিতে ত্রৎস্কির প্রস্তাবের ওপর জোর দেন — এ প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ৯ ভোট, বিপক্ষে ৭। কেন্দ্রীয় কমিটির অভ্যন্তরে শান্তি চুক্তির বিরোধীদের বাধা অতিক্রম করা ও জনগণের যে অংশ বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিল তাদের মনোভাবে পরিবর্তন ঘটাবার আশায় লেনিন সর্বোপায়ে আলাপ আলোচনা বিলম্বিত করার প্রস্তাব আনেন। বিপক্ষে ১ ও পক্ষে ১২ ভোটে এটি গৃহীত হয়। পৃঃ ১৭

(৭) যো. ভ. স্তালিনের বক্তৃতার এই কথাগুলির ইঙ্গিত করছেন লেনিন: '...পশ্চিমে বিপ্লবী আন্দোলন নেই, বাস্তব ঘটনা কিছু নেই, আছে শুধু সম্ভাবনা, আর সম্ভাবনায় আমরা ভরসা করতে পারি না।'

গ. ইয়ে. জিনোভিয়েভের বক্তৃতার এই কথাগুলোর ইঙ্গিত করছেন লেনিন: '...অবশ্যই আমরা একটা সুকঠিন অস্ত্রোপচারের সামনে, কেননা শান্তিতে জার্মানির শভিনিজমকেই প্রবল করে তোলা হবে আর পশ্চিমের সর্বত্রই আন্দোলন কিছুকালের জন্য দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে অন্য একটা পরিপ্রেক্ষিত — এটা হল সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেরই ধ্বংস' (রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির মিনিট্‌স। ১৯১৭ সালের আগস্ট — ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি, মস্কো, ১৯৫৮, ১৭১ — ১৭২ পৃঃ)। পৃঃ ১৯

(৮) ১৯১৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি 'প্রাভদায়' প্রকাশিত 'বিপ্লবী বুলি' প্রবন্ধটি দিয়ে লেনিন চুক্তি সম্পাদনের পক্ষে সংবাদপত্রে প্রকাশ্য সংগ্রাম শুরু করেন। পৃঃ ২১

(৯) ১৯১৮ সালের ১১ই (২৪শে) জানুয়ারি ও ১৭ই ফেব্রুয়ারি রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে শান্তির প্রশ্ন নিয়ে ভোটাভুটির কথা হচ্ছে। প্রথম অধিবেশনে বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষে ভোট দেন কেন্দ্রীয় কমিটির ২ জন সভ্য, দ্বিতীয় অধিবেশনে সে প্রস্তাবের পক্ষে কেউই ভোট দেন না (যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পক্ষপাতীরা ভোটদানে বিরত থাকেন)। পৃঃ ২৩

(১০) লিবক্নেখত, কার্ল (১৮৭১—১৯১৯) — জার্মান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিখ্যাত নায়ক, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির বামপন্থী অংশের একজন নেতা; জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; ১৯১৯ সালে প্রতিবিপ্লবীদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন।

ভিলহেল্ম দ্বিতীয় (হয়েনৎসলার্ন) (১৮৫৯—১৯৪১) — জার্মান সম্রাট ও প্রাশিয়ার রাজা (১৮৮৮—১৯১৮)। পৃঃ ২৭

(১১) বুর্জোয়ার সঙ্গে কোয়ালিশনের প্রশ্নে গণতান্ত্রিক সম্মেলনে ভোটাভুটির কথা হচ্ছে।

ক্ষমতার প্রশ্নে সিদ্ধান্তের জন্য সারা রুশ গণতান্ত্রিক সম্মেলন আহ্বান করে সোভিয়েতগুলির মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিপন্থী কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি। সংগঠকদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ক্রমবর্ধমান বিপ্লব থেকে জনগণের মনোযোগ বিচ্যুত করা। সম্মেলন চলে পেত্রগ্রাদে ১৯১৭ সালের ১৪ই — ২২শে সেপ্টেম্বর (২৭শে সেপ্টেম্বর — ৫ই অক্টোবর), অংশ নেয় দেড় হাজারের বেশি লোক। শ্রমিক ও কৃষক জনগণের প্রতিনিধিত্ব কমিয়ে নানাবিধ পেটি বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া সংগঠনের ডেলিগেট সংখ্যা বাড়িয়ে তোলার জন্য মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতারা যথাসাধ্য করে, এতে করে সম্মেলনে তাদের সংখ্যাধিক্য নিশ্চিত হয়। বলশেভিকরা সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের স্বরূপ মোচনের মঞ্চ হিসাবে সম্মেলনটিকে কাজে লাগাবার জন্য। পৃঃ ২৮

(১২) রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে; এতে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ হয় এবং সাময়িক বুর্জোয়া সরকার ও শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েত রূপে দেশে দ্বৈত ক্ষমতার উদ্ভব ঘটে। পৃঃ ২৮

(১৩) ১৯১৭ সালের অক্টোবরে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধাচারী জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের আত্মসমর্পণবাদের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ২৯

(১৪) আ. ফ. কেরেনস্কি — সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মন্ত্রী, পরে বুর্জোয়া সাময়িক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও সর্বোচ্চ অধিনায়ক। পৃঃ ৩০

(১৫) ১৯১৪—১৯১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব যুদ্ধের গোড়ায় জার্মান সৈন্য বেলজিয়ম অধিকার করে এবং সে অধিকার বজায় থাকে প্রায় চার বছর, ১৯১৮ সালে জার্মানির পরাজয় পর্যন্ত। পৃঃ ৩০

(১৬) 'নভি লুচ', 'নভায়া জিজ্‌ন' — মেনশেভিক মুখপত্র।
'দেলো নারোদা' — সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির মুখপত্র।

পৃঃ ৩১

(১৭) 'চুলকানি' প্রবন্ধটি লেনিন লেখেন জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কাছ থেকে অস্ত্র ও রসদ সংগ্রহের বিরুদ্ধে ১৯১৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' বক্তৃতা উপলক্ষে। ২১শে ফেব্রুয়ারি জনকমিশার পরিষদে প্রশ্নটি আলোচনার সময় বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা মিত্রশক্তির সাহায্য গ্রহণের বিরোধিতা করে ও তাতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: 'খাদ্য ও সমর সরঞ্জামের সরবরাহ নিয়ে মিত্রশক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার প্রশ্নে মতভেদ হওয়ায় ফ্যাকশন বৈঠকের জন্য বিরতি ঘোষিত হচ্ছে।'

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটিতে ২২শে ফেব্রুয়ারি প্রশ্নটির আলোচনার সময় লেনিন উপস্থিত ছিলেন না। কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনি নিম্নোক্ত বিবৃতি পাঠান: 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সমীপে, ইঙ্গ-ফরাসী ডাকাতদের কাছ থেকে আলু ও অস্ত্র গ্রহণের **পক্ষে** আমার ভোটটি যোগ দেবার অনুরোধ জানাই।' বিপক্ষে ৫ ও পক্ষে ৬ ভোটে কেন্দ্রীয় কমিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাতে প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে বিপ্লবী ফৌজের গোলাবারুদ ও অস্ত্র সজ্জার জন্য বহির্নীতির পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে পুঁজিবাদী দেশের সরকারের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করা সম্ভব বলে গণ্য করা হয়।

ভোটাভুটির পর বুখারিন কেন্দ্রীয় কমিটি ত্যাগ ও 'প্রাভদা' সম্পাদক পদে ইস্তফা দেবার বিবৃতি দেন। তাছাড়া ১১ জন 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' — লমোভ (অপ্পকভ), উরিৎস্কি, বুখারিন, বুব্‌নভ, পিয়াতাকভ প্রভৃতি কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট বিবৃতি পেশ করেন; তাতে আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ার কাছে নতিস্বীকার করছে বলে কেন্দ্রীয় কমিটিকে অভিযুক্ত করা হয় এবং বলা হয় কেন্দ্রীয় কমিটির পলিসির বিরুদ্ধে তাঁরা ব্যাপক আন্দোলন চালাবেন।

এই দিনই মিত্রশক্তিদের কাছ থেকে খাদ্যরসদ ও অস্ত্র সংগ্রহের প্রশ্নটি ফের জনকমিশার পরিষদে আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হয়; সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'সংগ্রহ করা হোক'। পৃঃ ৩৩

(১৮) ই. প. কালিয়ায়েভ (১৮৭৭—১৯০৫) — সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশানারি পার্টির জঙ্গী সংগঠনের সভ্য, একাধিক সন্ত্রাসবাদী কর্মে অংশ নেন। ১৯০৫ সালের ৪ঠা (১৭ই) ফেব্রুয়ারি মস্কোর বড়ো লাট গ্র্যান্ড ডিউক সের্গেই আলেক্সান্দ্রভিচকে হত্যা করেন (দ্বিতীয় নিকোলাসের খুড়ো)। শ্লিসেলবুর্গে ফাঁসী হয় ১০ই (২৩শে) মে। পৃঃ ৩৪

(১৯) জার্মানরা নতুন ও কঠোরতর সন্ধি সর্ত পেশ করে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দাবি করায় কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন বসে ১৯১৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি। অবিলম্বে জার্মান সর্ত গ্রহণ করে শান্তি স্বাক্ষরের জন্য লেনিন যে চরমপত্রমূলক প্রস্তাব রাখেন, তার বিরুদ্ধে ফের বক্তৃতা দেন বুখারিন, উরিৎস্কি, লমোভ (অপ্পকভ)। শান্তি স্বাক্ষরের বিরুদ্ধাচরণ করে ত্রৎস্কি ঘোষণা করেন যে লেনিনের মত মানতে না পারায় তিনি বৈদেশিক ব্যাপারের জনকমিশার পদে ইস্তফা দিচ্ছেন। শান্তি স্বাক্ষরের পক্ষে মত দেন স্ভের্দলভ, জিনোভিয়েভ ও সকোল্‌নিকভ। স্তালিন তাঁর প্রথম বক্তৃতায় প্রস্তাব করেন শান্তি আলোচনা শুরু করা হোক তবে 'চুক্তি স্বাক্ষর না করলেই চলে'। লেনিন তাঁর মত সমালোচনা করার পর স্তালিন দ্বিতীয় ভাষণে অবিলম্বে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পক্ষেই মত দেন। অবিলম্বে জার্মান প্রস্তাব গ্রহণের জন্য ভোট দেন লেনিন, স্তাসোভা, জিনোভিয়েভ, স্ভের্দলভ, স্তালিন, সকোল্‌নিকভ, স্মিল্‌গা; বিপক্ষে বুব্‌নভ, উরিৎস্কি, বুখারিন, লমোভ (অপ্পকভ); ভোটদানে বিরত থাকেন — ত্রৎস্কি, ক্রেস্তিন্‌স্কি, জের্জিনস্কি, ইওফে। ভোটাভুটির পর 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' গ্রুপ — বুখারিন, লমোভ, বুব্‌নভ, পিয়াতাকভ, ইয়াকভ্‌লেভা, উরিৎস্কি বিবৃতি দেন যে তাঁরা তাঁদের পার্টি ও সোভিয়েত পদের দায়িত্ব ত্যাগ করছেন ও পার্টির ভিতরে ও বাইরে আন্দোলন চালাবার পূর্ণ স্বাধীনতা রাখছেন। পৃঃ ৪০

(২০) প. আ. স্তলিপিন (১৮৬২—১৯১১) — জার রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক, বৃহৎ জমিদার। ১৯০৬—১৯১১ সালে মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য ব্যাপক মৃত্যুদণ্ড সমেত নিষ্ঠুরতম রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার যুগটা তাঁর নামেই চিহ্নিত (১৯০৭—১৯১০ সালের স্তলিপিন প্রতিক্রিয়া)। পৃঃ ৪৫

(২১) জার্মানির সঙ্গে শান্তি চুক্তি নিষ্পন্নের প্রশ্নে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির অধিবেশন বসে ১৯১৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি ভোর তিনটের সময়। সভাপতিত্ব করেন ইয়া. ম. স্ভের্দলভ। লেনিনের রিপোর্ট আলোচনার সময় শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধিতা করেন মেনশেভিক, দক্ষিণ ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশানারি ও নৈরাজ্যবাদীদের প্রতিনিধিরা। ১১৬ জন পক্ষে ভোট দেন, বিপক্ষে ৮৫, ২৬ জন ভোটদানে বিরত থাকেন এবং শান্তির জার্মান সর্ত মেনে

নেবার বলশেভিক প্রস্তাব অধিবেশনে গৃহীত হয়। 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' অধিকাংশ ভোটাভুটিতে অংশ না নিয়ে ঐ সময়ের জন্য সভাকক্ষ পরিত্যাগ করে।
পৃঃ ৪৬

(২২) ১৮০৭ সালের জুলাই মাসে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে নিষ্পন্ন টিলসিট শান্তি চুক্তির কথা বলা হচ্ছে। এতে প্রাশিয়ার উপর কঠোর ও হীনতাসূচক সর্ত চাপানো হয়। বৃহৎ একটা ভূখণ্ড প্রাশিয়ার হাতছাড়া হয়, তার উপর ক্ষতিপূরণ চাপে ১০ কোটি ফ্রাঁ; নিজস্ব সৈন্য সংখ্যাকে ৪০ হাজারে নামিয়ে আনতে, নেপোলিয়নের জন্য সহায়ক সৈন্য পাঠাতে এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করতে বাধ্য হয় প্রাশিয়া। পৃঃ ৫১

(২৩) সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি — রাশিয়ার পেটি বুর্জোয়া পার্টি, গঠিত হয় ১৯০১ সালের শেষ ও ১৯০২ সালের গোড়ায়। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অধিকাংশই সোশ্যাল শভিনিজমের মত অবলম্বন করে।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মেনশেভিকদের সঙ্গে একযোগে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা হয়ে দাঁড়ায় প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া-জমিদার সাময়িক সরকারের প্রধান খুঁটি এবং পার্টির নেতারা (আভ্‌ক্সেন্‌তিয়েভ, কেরেনস্কি, চের্নোভ) সে সরকারে প্রবেশ করেন। জমিদারী ভূমি ব্যবস্থা বিলোপের জন্য কৃষকদের দাবি সমর্থনে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি অস্বীকার করে ও জমিতে জমিদারী স্বত্ব বজায় রাখার পক্ষ নেয়; যে সব কৃষক জমিদারী জমি দখল করতে এগোয় তাদের বিরুদ্ধে সাময়িক সরকারের সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি মন্ত্রীরা পিটুনি বাহিনী পাঠায়।

সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির অভ্যন্তরে যে বামপন্থী অংশটা গড়ে ওঠে তারা ১৯১৭ সালের নভেম্বরের শেষে স্বাধীন পার্টি স্থাপন করে। কৃষক জনগণের উপর প্রভাব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা বাহ্যত সোভিয়েত রাজকে স্বীকার করে নেয় ও বলশেভিকদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসে; কিন্তু অচিরেই সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ নেয়।

বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের সময় সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা প্রতিবিপ্লবী অন্তর্ঘাত চালায়, হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেত রক্ষীদের সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে, প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রে অংশ নেয় এবং সোভিয়েত রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালায়। গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা দেশের অভ্যন্তরে এবং শ্বেতরক্ষী দেশান্তরীদের শিবির থেকে শত্রুতা চালিয়ে যায়। পৃঃ ৫৫

(২৪) শিক্ষার্থী অফিসার (য়ুঙ্কার) — জার রাশিয়ায় সৈন্যবাহিনীর অফিসার তালিম শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থী। পৃঃ ৫৭

(২৫) রমানভ (১৮৬৮—১৯১৮) — সর্বশেষ রুশ সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস (১৮৯৪—১৯১৭)। পৃঃ ৬০

(২৬) প্যারিস কমিউন — প্যারিসে প্রলেতারীয় বিপ্লবে গঠিত শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সরকার; ইতিহাসে প্রথম প্রলেতারীয় একনায়কত্বের এই সরকার প্যারিসে টিকে থাকে ৭২ দিন—১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ থেকে ২৮শে মে। পৃঃ ৬৭

(২৭) হিণ্ডেনবুর্গ, পল (১৮৪৭—১৯৩৪)— প্রথম বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় (১৯১৪—১৯১৮) পূর্ব ফ্রণ্টে জার্মান সৈন্যের অধিনায়ক, পরে জার্মান জেনারেল স্টাফের কর্তা। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপের অন্যতম সংগঠক। পৃঃ ৭৬

(২৮) কর্নিলভ হাঙ্গামা —১৯১৭ সালের আগস্টে রুশ বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত। চক্রান্তকারীদের নেতৃত্ব করেন জার জেনারেল কর্নিলভ। সৈন্যবাহিনীর উপরওয়ালা সেনাপতিদের ওপর নির্ভর করে ষড়যন্ত্রীরা য়ুঙ্কার ও কসাক ইউনিটগুলির সাহায্যে বিপ্লবী পেত্রগ্রাদ দখল ও বলশেভিক পার্টিকে ধ্বংস করে সোভিয়েতগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে দেশে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মতলব করে। বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে পেত্রগ্রাদের শ্রমিক, বিপ্লবী নৌসেনা ও স্থল সৈন্যেরা কর্নিলভ বিদ্রোহ দমন করে। জনগণের চাপে সাময়িক সরকার কর্নিলভ ও তার সাকরেদদের গ্রেপ্তারের আদেশ দিতে বাধ্য হয় এবং বিদ্রোহের অভিযোগে তাদের আদালতে সোপর্দ করে। বিপ্লব দমনের জন্য বুর্জোয়া ও জমিদারদের অপচেষ্টা চূর্ণ হয়। কর্নিলভ হাঙ্গামা দমনের পর জনগণের মধ্যে বলশেভিক পার্টির প্রভাব বেড়ে ওঠে। সারা দেশ জুড়ে শুরু হয় সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিক প্রাধান্যের পর্ব। পৃঃ ৭৯

(২৯) অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর 'সমচরিত্রের সমাজতান্ত্রিক সরকারের' জন্য সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক দাবির সমর্থন করেন ল. ব. কামেনেভ, গ. ইয়ে. জিনোভিয়েভ, আ. ই. রিকোভ এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকারের অন্য কিছু সভ্য। তাঁদের আত্মসমর্পণী দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৭৯

(৩০) জার এবং পরে রাশিয়ার সাময়িক বুর্জোয়া সরকারের সঙ্গে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, অস্ট্রো-হাঙ্গারি ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী সরকারের গোপন কূটনীতি ও গুপ্ত চুক্তির দলিল প্রকাশ করে দেয় সোভিয়েত সরকার। পৃঃ ৮৯

(৩১) গ. ইয়ে. রাসপুতিন (১৮৭২—১৯১৬) — ভাগ্যান্বেষী, দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজ দরবারে এ'র খুবই প্রভাব ছিল। পৃঃ ৯০

(৩২) তৃতীয় রাষ্ট্রীয় দুমায় দুমা সদস্যগণ কর্তৃক প্রদেয় জার আনুগত্যের প্রতিশ্রুতিপত্রের কথা বলা হচ্ছে। প্রলেতারিয়েতকে বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য সমবেত করতে হলে দুমার যে মঞ্চ অত্যাবশ্যক, প্রতিশ্রুতিপত্র দিতে অস্বীকার করলে সে মঞ্চ যেহেতু ব্যবহার করা যেত না, তাই দুমার অন্যান্য সমস্ত প্রতিনিধিদের সঙ্গে সোশ্যাল-ডেমোক্রাট প্রতিনিধিরাও প্রতিশ্রুতিপত্রে সই দেয়। পৃঃ ৯২

(৩৩) 'ময়দানী বিশ্ব বিপ্লব' কথাটা ভ. ভ. অবলেন্স্কি (ন. অসিন্স্কি) প্রয়োগ করেন তাঁর 'যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে থিসিসে', এটি তিনি লিখেছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯১৮, ২১শে জানুয়ারি (৩রা ফেব্রুয়ারি) অধিবেশনের জন্য এবং তা প্রকাশিত হয় 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' পত্রিকা 'কমিউনিস্ট'এর ৮ম সংখ্যায় ১৪ই মার্চ। এ পরিভাষাটি ব্যাখ্যা করে অবলেন্স্কি লিখেছিলেন: 'স্ট্র্যাটেজিক রণ অভিযান চালানো একটা দেশজোড়া ফৌজের পক্ষে যে যুদ্ধরীতি সঠিক সেটা ময়দানী গৃহযুদ্ধের মতো বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষে সম্ভব নয়... যুদ্ধ ক্রিয়ার চরিত্র হল গেরিলা সংগ্রামের চরিত্র (ব্যারিকেড সংগ্রামের অনুরূপ), শ্রেণী আন্দোলনের সঙ্গে তা মিশে যায়।' পৃঃ ৯৪

(৩৪) হফমান, ম্যাকস (১৮৬৯—১৯২৭) — জার্মান জেনারেল। ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে স্টাফের কর্তা, কিন্তু কার্যত পূর্ব ফ্রন্টের জার্মান সৈন্যের অধিনায়ক। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে অস্ট্রো-জার্মান জোটভুক্ত দেশগুলির ব্রেস্ত আলাপ আলোচনার সময় বিশিষ্ট ভূমিকা নেন। পৃঃ ৯৪

(৩৫) ২২ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯৫

(৩৬) পেত্রগ্রাদে পুতিলভ কারখানার শ্রমিকেরা। পৃঃ ৯৬

(৩৭) মনে হয় ১৯১৮ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি জার্মান সৈন্যদের আক্রমণ শুরু থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ব্রেস্ত-লিতোভ্স্কে সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের আগমন পর্যন্ত — এই কয় দিনের কথা বলছেন লেনিন। জার্মান সৈন্যদের আক্রমণ চলতে থাকে ৩রা মার্চ পর্যন্ত, শান্তি চুক্তি এই দিন স্বাক্ষরিত হয়। পৃঃ ৯৬

(৩৮) স. ভ. পেত্লুরা (১৮৭৭—১৯২৬) — ইউক্রেনের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের একজন নেতা। পৃঃ ১০২

(৩৯) ১৯১৮ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি ফরাসী অফিসার কাউণ্ট দ্য লুবেরসাকের সঙ্গে লেনিনের আলোচনা হয়। পৃঃ ১০৩

(৪০) সামরিক ব্যাপারের জনকমিশারিয়েত যে আবেদন জানায় তার কথা বলা হচ্ছে, এতে স্বেচ্ছাসেবক সামরিক শিক্ষার জন্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সমস্ত শ্রমিক কৃষকের নিকট আহ্বান জানানো হয়। স্বেচ্ছাসেবক সমর শিক্ষায় চলে যাবার প্রয়োজন হয়, কারণ জার্মানির সঙ্গে শান্তি চুক্তির সর্ত অনুযায়ী রুশ সৈন্যবাহিনীকে পুরোপুরি ভেঙে দিতে হত। আবেদন প্রকাশিত হয় 'সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ইজভেস্তিয়ার' ৪০ নং সংখ্যায়, ১৯১৮ সালের ৫ই মার্চ। পৃঃ ১০৪

(৪১) কানোসা — উত্তর ইতালির কেল্লা। ১০৭৭ সালে জার্মান সম্রাট চতুর্থ হেনরিখ রোমের পোপ সপ্তম গ্রেগোরির সঙ্গে লড়াইয়ে পরাস্ত হয়ে অনুতপ্ত পাতকীর বেশে এই কেল্লার ফটকের সামনে তিন দিন দাঁড়িয়ে থাকেন গীর্জা থেকে বহিষ্কার খণ্ডন ও সাম্রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির আশায়। এই থেকেই 'কানোসায় গমন' কথাটার উৎপত্তি — অর্থাৎ মাথা হেঁট করা, প্রতিপক্ষের কাছে লাঞ্ছনা স্বীকার করা। পৃঃ ১০৪

(৪২) ব্রেস্ত-লিতোভস্কে ১৯১৭ সালের ২রা (১৫ই) ডিসেম্বর সোভিয়েত সরকার ও চতুঃশক্তি জোটের (জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গারি, বুলগেরিয়া, তুরস্ক) মধ্যে যে শান্তি চুক্তি করা হয়, তাতে যে কোনো পক্ষ সাত দিনের হুঁশিয়ারি দিয়ে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করতে পারত। জার্মান সমর কর্তারা এ সর্ত ভঙ্গ করে সারা ফ্রণ্টে যুদ্ধ শুরু করে ১৮ই ফেব্রুয়ারি — যুদ্ধ বিরতির অবসান ঘোষণার ২ দিন পরেই। পৃঃ ১০৫

(৪৩) প্রতিবিপ্লবী ইউক্রেনীয় রাদার সঙ্গে শান্তি চুক্তির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১০৬

(৪৪) ১২ই মার্চ — শান্তি চুক্তি অনুমোদনের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য ৪র্থ সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস আহ্বানের প্রস্তাবিত তারিখ। কংগ্রেস বসে ১৯১৮ সালের ১৪ই—১৬ই মার্চ। পৃঃ ১০৭

(৪৫) নিকোলাই নেক্রাসভের 'রুশে কার দিন কাটে ভালো' নামক কবিতা থেকে। পৃঃ ১১৩

(৪৬) মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টির কথা বলা হচ্ছে, সে সময় এদের প্রতিনিধিরা শ্রমিক কৃষক ও সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতে ছিল। তবে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা অচিরেই প্রতিবিপ্লবের পথ নেয় এবং সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ১৯১৮ সালের ১৪ই জুন প্রতিবিপ্লবী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি (দক্ষিণ ও কেন্দ্র) এবং মেনশেভিক পার্টির

প্রতিনিধিদের সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও স্থানীয় সোভিয়েতগুলি থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ জারী করে। এটি প্রকাশিত হয় 'সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ইজভেস্তিয়ার' ১২৩ নং সংখ্যায় ১৮ই জুন। পৃঃ ১১৯

(৪৭) কাদেত — নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পার্টি, রাশিয়ায় উদারনীতিক-রাজতন্ত্রী বুর্জোয়ার প্রধান পার্টি। গঠিত হয় ১৯০৫ সালের অক্টোবরে; তাতে যোগ দেয় বুর্জোয়ার প্রতিনিধিরা, জমিদারদের একাংশ এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা। পরে এ পার্টি পরিণত হয় সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার পার্টিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কাদেতরা জার সরকারের রাজ্যগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতিকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় তারা রাজতন্ত্রকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। বুর্জোয়া সাময়িক সরকারের নেতৃপদে থেকে কাদেতরা জনবিরোধী প্রতিবিপ্লবী নীতি চালায়। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর কাদেতরা সোভিয়েত রাজের প্রতি চরম শত্রুতা অবলম্বন করে, হস্তক্ষেপকারীদের প্রত্যেকটি সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ ও হস্তক্ষেপে অংশ নেয়। হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীরা ছত্রভঙ্গ হবার পর কাদেতরা দেশান্তরে চলে গিয়ে সেখান থেকে তাদের সোভিয়েত বিরোধী প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যায়। পৃঃ ১২৭

(৪৮) ব্রেস্ত চুক্তি অনুমোদন প্রসঙ্গে ব. দ. কামকভের সহ রিপোর্টের কথা বলছেন লেনিন। পৃঃ ১৩৯

(৪৯) কংগ্রেসের বক্তৃতায় মেনশেভিক ল. মার্তভ বলেন যে চুক্তির বিষয়বস্তুটা নাকি কংগ্রেস প্রতিনিধিদের কাছে জানা নেই এবং সেই প্রসঙ্গে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের তুলনা করেন ভলোস্ত জমায়েতের চাষীদের সঙ্গে, যেখানে ভলোস্ত হাকিম চাষীদের দিয়ে যেসব দলিল সই করিয়ে নিত, তার বিষয়বস্তু চাষীদের জানা থাকত না। পৃঃ ১৩৯

(৫০) 'ভ্পেরিয়দ' — মেনশেভিকদের দৈনিক পত্রিকা, প্রকাশিত হয় মস্কোয় ১৯১৭ সালের মার্চে। পৃঃ ১৫৫

(৫১) নার্সিসাস — গ্রীক পুরাকথার অপূর্বসুন্দর কিশোর, জলে নিজের ছায়ার প্রেমে আকুল, রূপকার্থে আত্মপ্রেমিক। পৃঃ ১৬৬

(৫২) নজদ্রিওভ — ন. ভ. গোগলের 'মৃত আত্মা' গ্রন্থের একটি চরিত্র, দাম্ভিক অভদ্র মিথ্যাবাদী লোকের টাইপ। পৃঃ ১৬৮

(৫৩) অৎজোভিস্ট (প্রত্যাহারবাদী) ও চরমপত্রবাদীদের কথা হচ্ছে। বিপ্লবী বুলির আড়াল নিয়ে অৎজোভিস্টরা তৃতীয় দুমা থেকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার এবং ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় ইত্যাদি বৈধ সংগঠনে কাজ

বন্ধের দাবি করে। অৎজোভবাদেরই একটি রকমফের হল চরমপত্রবাদ।
পৃঃ ১৭২

(৫৪) ১৯০৫ সালের ৬ই (১৯শে) আগস্ট প্রকাশিত হয় জারের ঘোষণা — রাষ্ট্রীয় দুমা প্রবর্তনের আইন এবং দুমা নির্বাচনের বিধি। এ দুমার নাম হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আ. গ. বুলিগিনের নামে, দুমার খসড়াবিধি রচনার ভার জার এঁর ওপর দেন। খসড়া অনুসারে কোনো আইন পাশ করার অধিকার দুমার ছিল না, শুধু জারের অধীনে পরামর্শমূলক সংস্থা হিসাবে কিছু কিছু সমস্যা আলোচনা করতে পারত। বুলিগিন দুমা সক্রিয়ভাবে বয়কট করার জন্য বলশেভিকরা শ্রমিক কৃষকদের আহ্বান করেন। বুলিগিন দুমায় নির্বাচন চালানো যায় নি ও সরকার দুমা বসাতে পারে নি।
পৃঃ ১৭২

(৫৫) ১৯১৪ সালের ৫ই (১৮ই) নভেম্বর, যুদ্ধের প্রশ্নে বলশেভিক বৈঠকের পরের দিন চতুর্থ রাষ্ট্রীয় দুমার রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি গ্রুপের পাঁচ জন বলশেভিক প্রতিনিধি চরের রিপোর্টে গ্রেপ্তার হল। জার সরকার বলশেভিক প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার' অভিযোগ আনে। আদালৎ সমস্ত প্রতিনিধিরই অধিকার হরণ ও পূর্ব সাইবেরিয়ায় নির্বাসনের আদেশ দেয়।
পৃঃ ১৭৬

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভ্স্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

ভ ই লেনিন · বিপ্লবী বুলি